



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 16 Issue ● 16 January, 2022, Sunday ● ২ মাঘ, ১৪২৮, রবিবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ১০ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

সারা দেশকে শোকাত্র করেছে.

তার পরে স্বভাবতই রাজ্য থেকে

যে ট্রেনগুলো বহির্রাজ্যে চলাচল

করে, সেগুলো নিয়ে প্রশ্ন উঠতে

আরম্ভ করেছে। রেলকর্তার বক্তব্য

অনুযায়ী, রাজ্য থেকে যে

ট্রেনগুলো বহির্রাজ্যে যায়, তার

অধিকাংশই পুরনো ট্রেন। পর্যাপ্ত

সংখ্যায় স্লিপার, সাধারণ কামরা,

এসি কোচের ব্যবস্থা তো নেই-ই,

সঙ্গে যোগ হয়েছে মান্ধাতা

আমলের যন্ত্রপাতি। দক্ষিণ-পূর্ব

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর 'গলদ ছিলো ইঞ্জিনেই'

রাজ্যে রেল সফরে য উদ্বেগের জন্ম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কোচ বনাম রেক সমস্যা তো আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ।। আছেই। শুধু উত্তর-পূর্ব সীমান্ত হাতেনাতে প্রমাণ দেওয়া যাবে না। কিন্তু নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রেলকর্তারাই বলছেন, এলএইচবি কোচ এসে দেশের বিভিন্ন রেল জোনে মাসের পর মাস পডে থাকা সত্ত্বেও রেক বদল করা যাচ্ছে না। আর তাই দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়ে, যাত্রীদের প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা নিয়েই ছুটছে বিভিন্ন ট্রেন। রেলকর্তার এই বক্তব্যটি শনিবার পর্যন্ত রাজ্যবাসী না জানলেও, ট্রেন-সফরে নতুন করে উদ্বেগ জন্ম নিচ্ছে। রাজ্যের হাজার হাজার রেলযাত্রীদের চিস্তা বাড়ছে। গত পরশুদিন যে ভয়বাহ রেল দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, তাতে রাজ্য থেকে যেসব যাত্রীরা দূরপাল্লার ট্রেনে বহির্রাজ্যে পাড়ি দেন, তাদের সকলের জন্যই এখন একটাই প্রশ্ন— রাজ্য থেকে যে ট্রেনগুলো দুর স্টেশনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়, সেগুলো সেফ তো? এই দুশ্চিন্তারও যথার্থ কারণ আছে। আগরতলা স্টেশন থেকে যে ট্রেনগুলো দূরদূরান্তে, কাছের রাজ্যগুলোতে বা রাজ্যের ভিতরেই চলাচল করে, সেগুলো সবই পুরনো ট্রেন। শুধু তাই নয়, পরিষেবার ক্ষেত্রেও ট্রেনগুলো

রেলেই প্রায় ২০০টি এলএইচবি কোচ পড়ে আছে। পূর্ব রেলের কাছে প্রায় ৫০টি।দক্ষিণ-পূর্ব রেলে প্রায় দেড়শটি। আর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল ধাপে ধাপে রেক পরিবর্তনের বিষয়ে বহুবার কথা দিলেও কাজ তেমন এগোচ্ছে না। ২০১৯ সালের পর রাজ্যের ভাগ্যে একটিও 'লং ডিস্টেন্স মেইল ট্রেন'

রেলওয়ের এক উচ্চ আধিকারিক প্রতিবাদী কলম পত্রিকার সঙ্গে এই প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। কথার ফাঁকে উনার একটি মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। হয়তো রসিকতা করেই বলেছেন। কিন্তু যা বলেছেন, তা হাড়ে হাড়ে সত্য। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এক আধিকারিক (অবশ্যই নাম না লেখার কথা বলেছেন তিনি) এক টেলিফোনিক সাক্ষাৎকারে শনিবার সন্ধ্যায়

53 Shishu Uddyan Bipani Bitan A. K. Road Agartala 799001 বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞান্ত না-হয়ে 'পারুল' নামের পাশে 'প্রকাশনী' দেখে <mark>পারুল প্রকাশনী</mark>-র বই কিনুন

জোটেনি। রাজ্যের ভাগ্যে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই দূরপাল্লার ট্রেন জুটেছিলো। গত ৮ তারিখ কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটি ট্রেনের শুভারম্ভ ঘোষণা করলেও, সেটি দূরপাল্লার এক্সপ্রেস নয়। ত্রিপুরা থেকে মণিপুরের জিরিবাম যাওয়ার ট্রেন কয়েক বছর পিছিয়ে। তার মধ্যে সেটি। শনিবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত

রেলের কার্যালয়ে যোগাযোগ করে জানা গেছে, তাদের ৪৩ টি ট্রেন এলএইচবি-তে পরিবর্তিত হয়েছে। ইতিমধ্যে আরো সাতটি ট্রেনের রেক পরিবর্তনের অনুমোদন মিলেছে। সারা দেশেই প্রয়োজনের তুলনায় কোচ কম থাকায়, রেক বদলানো যাচ্ছে না বিভিন্ন ট্রেনে। রাজ্যের ক্ষেত্রে আরো একটি সমস্যা হলো, সাধারণ আইসিএফ কোচের তুলনায় প্ৰতিটি এলএইচবি বলেছেন—ত্রিপুরা থেকে যতগুলো কোচের দৈর্ঘ্য প্রায় দুই মিটার বেশি। ট্রেন বহির্রাজ্যে যায়, তাদের কারোর তাতে রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যা হচ্ছে। টুপি আছে, তো জামা নেই। কেউ রাজ্যের অনেকগুলো ট্রেনের প্যান্ট পরে আছে তো কারোর পায়ে ক্ষেত্রেই এমন বিবিধ সমস্যা দেখা জুতো নেই। তালগোল পাকানো যাচ্ছে। এই শহর থেকে যতগুলো পরিস্থিতি নিয়ে লড়ে যেতে হচ্ছে ট্রেন দূরপাল্লার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু আমাদের। প্রসঙ্গ করে, তাদের প্রত্যেকটি ট্র্যাকশন গুয়াহাটি-বিকানের রেল দুর্ঘটনা। মোটর কি অবস্থাতে রয়েছে, তা গত পরশুদিন যে রেল দুর্ঘটনাটি এরপর দুইয়ের পাতায়

১৭ থেকে ৩০ জানুয়ারি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ।। রাজ্যে কোভিডের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর এবং উচ্চশিক্ষা দফতরের যৌথ উদ্যোগে শনিবার এক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই ভার্চুয়াল সভায় শিক্ষা দফতরের সচিব, বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা দফতরের অধিকর্তা, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা চিন্তা করে আজকের এই ভার্চুয়াল 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

Admission Helpline: 8010700500

ত্রিপুরাতেই আটকালো

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ।। যে ত্রিপুরা এবং গোয়াকে দিয়ে নিজেকে সর্বভারতীয় নেতা হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, এবার সেই গেরোতে ফাঁসলেন তিনি। নেতৃত্বের প্রশ্নে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড এবি- কে ত্রিপুরা এবং গোয়াতেই বেঁধে দিলেন দলেরই আরেক বর্ষীয়ান নেতা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে

আপাতত দলের মধ্যেকার বিবৃতিবাজি বন্ধ হলেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠেই গেল। নিজেকে প্রমাণ করতে হলে এবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ত্রিপুরায় জয় এনে বোঝাতে হবে তিনি সত্যিকার অর্থেই নেতা ,কাণ্ডজে বাঘ নন। আর আগামী নির্বাচনে তৃণমূল হাসতে হাসতে ত্রিপুরা আর গোয়া দখল করে ফেলবে, এমন আত্মবিশ্বাস অভিষেক নিজেও পোষণ করেন না বলে তাঁর ঘনিষ্ঠ

নির্বাচনের বছরখানেক আগে পর্যস্ত দলের একটি বুথ কমিটি পর্যন্ত নেই, ব্লক কমিটি নেই ,জেলা কমিটি নেই, রাজ্য কমিটি নেই ,শুধুমাত্র স্টিয়ারিং কমিটি চলছে জনাকয় নেতৃত্বের মাধ্যমে, এ দিয়েই যদি রাজ্য দখল হয়ে যেত ,তাহলে কংগ্রেস বহু আগেই এ রাজ্যে সিপিএমকে হারিয়ে ক্ষমতা দখল করতে পারত। কংগ্রেসের ৪০ শতাংশের উপর কমিটেড ভোট থাকা সত্ত্বেও তারা

Website: iem.edu.in

CMYK





সোজা সাপ্টা

গুরুত্ব নেই?

ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের নিয়ন্ত্রণ নাকি ভিনরাজ্যের যে সমস্ত আমলা-অফিসার এরাজ্যে কর্মরত তাদের হাতেই। মন্ত্রীরা নাকি শুধু নামেই পদে আছেন। অনেক সময় মন্ত্রীরা নাকি জানতেই পারেন না যে, তাদের দফতর থেকে কোন নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। আমলাদের প্রশ্ন করলে নাকি উপর মহলের কথা বলে দেওয়া হয়। অভিযোগ, বিরোধী মহলের। এরাজ্যের মন্ত্রীদের মধ্যে অনেকেরই নাকি কাজ দামি গাড়ি চড়ে আগে-পিছে পুলিশি এসকর্ট নিয়ে সচিবালয়ে যাওয়া, সেখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে আবার বাড়ি চলে আসা। দফতরের অনেক ফাইলও নাকি মন্ত্রীদের কাছে আসে না। ফলে অনেক ঘোষণা বা সিদ্ধান্ত নাকি মন্ত্রীদের জানা থাকে না তবে এই ঘটনা মিথ্যাও হতে পারে। কেননা মন্ত্রীরা কেউ সামনে এসে এসব বলেননি। এই সমস্ত অভিযোগ অবশ্য বিরোধীদের। অবশ্য ৪৬ মাসের একটা সরকারের এমন সব কাণ্ড-কারখানা দেখা যাচ্ছে তাতে রাজ্যের মন্ত্রীদের নিয়ে বিরোধীদের সব অভিযোগ কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। অনেক সরকারি ঘোষণা সামনে আসার পর জনমনে প্রশ্ন জাগে যে. দফতরের মন্ত্রী কি আদৌ জেনেশুনে এই ঘোষণায় সই করেছেন? দেখা গেছে, উদ্ভট উদ্ভট সব ঘোষণা সামনে আসছে। মন্ত্রীকে প্রশ্ন করলে মন্ত্রী নাকি বিষয়টি এড়িয়ে যান। আর তাতেই মানুষের মনেও প্রশ্ন উঠছে যে, তবে কি এরাজ্যে মন্ত্রীদের বাস্তবেই কোন গুরুত্ব নেই?

• প্রথম পাতার পর ৭ থেকে ১২ জন বিধায়ককে এসে থেমে যেত না। রাজ্যে বিজেপির সংগঠন বহু আগে থেকে থাকলেও কখনোই তা রাজ্য দখলের পর্যায়ে ছিল না। দু-একটি পঞ্চায়েত দখল করেই তাদেরকে ক্ষান্ত থাকতে হয়েছিল। কিন্তু বিজেপির দিল্লির নেতৃত্বের উদগ্র ইচ্ছাতেই এবং ভরসায় কংগ্রেসের ভোট প্রায় পুরোটাই বিজেপির দিকে চলে যায়। সঙ্গে প্রায় আড়া আড়ি ভাবে ভাগ হয়ে যাওয়া তৃণমূলের পুরো সংগঠন বিজেপিতে মিশে যায়। নইলে নিজস্ব সংগঠন করে বিজেপির ক্ষমতা দখল আগামী ১০০ বছরেও ত্রিপুরায় সম্ভব ছিল কিনা তা বলা শক্ত। সে দিক থেকে এরাজ্যে তৃণমূলের ক্ষমতা দখল অনেকটাই কস্টকল্পিত। কারণ একদিকে বামেদের কমিটেড ভোট, অন্যদিকে শাসক দলে থাকা বিজেপির ভোট ,রয়েছে কংগ্রেসের ছোট একটা অংশ, যেখানে এবার যোগ হতে পারে বিক্ষুব্ধ বিজেপির ভোট। পাহাড়ে তিপ্রা মথা, তৃণমূলের সঙ্গে কোন দলের জোট হতে পারে কিংবা আদৌ হবে কিনা তা এখনো অজ্ঞাত। এই পরিস্থিতিতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল হয়তো বা সবকটি আসনে প্রার্থী দিতে পারবে, কিন্তু সবকটি পোলিং বুথে এজেন্ট দিতে পারবে একথা রাজ্য দলের স্টিয়ারিং কমিটির নেতারা এখনো বিশ্বাস করতে পারেন না। ঠিক এমনই এক পরিস্থিতিতে তৃণমূলের নাম্বার টু বহু চর্চিত ভাইপোকে কার্যত বাগে পেয়ে চেপে ধরেছেন দলের ওই অন্যতম শীর্ষনেতা তথা শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে ,ক্ষোভের আগুন জ্বলছিল অনেকদিন ধরেই। সুযোগ বুঝে তিনি শুধু এর প্রয়োগ করেছেন। এর আগেও বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিজেপিতে যোগ দিয়ে ফের তৃণমূলে ফেরা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ইস্যুতে বোমা ফাটিয়ে ছিলেন কল্যাণবাবু। সেক্ষেত্রেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর নাম নিয়ে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছিলেন। মূলত কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর তীব্র বিরোধিতার কারণে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার অনুষ্ঠান হয়েছিল আগরতলায়। সেই থেকেই ত্রিপুরা সংগঠনের দায়িত্বে রেখে দেওয়া হয়েছে রাজীববাবুকে। কল্যাণ বাবুর শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে পড়া রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এর কেন্দ্র ডোমজুড়, সেই ডোমজুড়ে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন। প্রায় চ্যালেঞ্জ নিয়েই সেই রাজীবকে হারিয়েছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটের পর পরাজিত রাজীবকে ফের তৃণমূলে বরণ করার ক্ষেত্রে কল্যাণবাবুর সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করায় তখন থেকেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর উপর চটে ছিলেন। প্রথম দিন থেকেই মমতার সঙ্গী এই আইনজীবী সাংসদ যে কারণে অভিষেককে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে চেয়েছিলেন। আগামী দু'মাস পশ্চিমবঙ্গে মিছিল-মিটিং-ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ রাখার জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানকে ঘিরেই বিস্ফোরণ ঘটান কল্যাণবাবু। অভিষেক বলেছিলেন ,এই বক্তব্য তার ব্যক্তিগত। এ নিয়ে বিতর্ক যখন চরম পর্যায়ে, তখন হঠাৎ কল্যাণবাবু বলে বসেন তিনি মমতা ছাড়া কাউকে নেতা বলে মানেন না। অভিষেক তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হতে পারেন কিন্তু কল্যাণ বাবু তাকে নেতা বলে মনে করেন না। তখন ঐ নেতা বলে মানবেন, যদি অভিষেক ত্রিপুরা এবং গোয়া জয় করে দেখাতে পারে। নিঃসন্দেহে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এ এক মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ এত অল্প সময়ে এই দুই রাজ্যে জয় পাওয়া তৃণমূলের কাছে শুধু অসম্ভব নয় তবে কন্তকল্পিতও। যেখানে দলের প্রাথমিক ভিত পর্যন্ত নেই ,সেখানে রাজ্য দখল করে ফেলা কতটা শক্ত সেটা অভিযেক যেমন জানেন তেমনি ভালো করেই জানে টিম পিকে। মমতার নির্দেশে তৃণমূলে হয়তো বা আপাতত বিতর্ক কিংবা বিবৃতিবাজির অবসান হয়েছে। কিন্তু কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দলের নাম্বার টু অভিষেককে অগ্নিপরীক্ষার দিকেই ঠেলে দিয়েছেন। এবার খোঁচা আসতে শুরু করেছে বিরোধীদের কাছ থেকে। ক্রমশ প্রশ্ন উঠবে দলের অন্যত্রও। যে ত্রিপুরা আর গোয়াকে পাথির চোখ করে অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছিলেন সর্বভারতীয় দলের স্বপ্ন, আর নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ, সেই ত্রিপুরা আর গোয়াই যেন তার নেতৃত্বের অগ্রগমনে এবার কাঁটা হয়ে গেল।

 তিনের পাতার পর ক্ষেত্রে পরিচিত মুখ। কিন্তু হলে কী হবে
৪ প্রশাসনের প্রচছন্ন মদত থাকলে, এমন উৎসব করা মোটেও কোনও বিষয় নয়। একদিকে যখন রাজ্য প্রশাসনের তরফে সোনামুড়ার বটতলি মেলা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আয়োজন করা হয়েছে। এদিন, তেলিয়ামুড়ার পৌষ মেলা বন্ধ রাখা হয়েছে এবার। উত্তর ত্রিপুরার তারকপুর মিলনচাঁদ মন্দিরের স্বর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সংকীর্তন এবং মেলা করে ছেন। মন্দিরের বাইরে প্রশাসনের অনুমতি পায়নি। কিন্তু করোনা বিষয়ক একটি ফ্ল্যাক্স শহরের প্রাণকেন্দ্রে রামঠাকুর আশ্রমে শত শত মানুষের ভিড়ে বনমালীপুরস্থিত রামঠাকুর সেবা আয়োজন হলো উৎসবের। খ্রীশ্রী মন্দির প্রশাসনকে রীতিমতো ধরার কি মানে?

রামঠাকুর সেবা মন্দির কর্তৃপক্ষ বাহারি আয়োজন করেই এবারের উৎসবটিকে সম্পন্ন করেছেন। মন্দিরের বাইরে গাঁদা ফুল দিয়ে বিশাল মাপের একটি গেট এবং মন্দিরের ভিতরেও ডেকোরেটর দিয়ে বাহারি সাজগোজের বুকে ব্যাজ লাগিয়ে মন্দিরে স্বেচ্ছাসেবকরা প্রসাদ বিতরণে কয়েক ঘণ্টা দায়িত্ব পালন ঝুলানো থাকলেও, এদিন

চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উৎসবটি আ'যোজন কবেছে। শাহবেব জেলাশাসক কার্যালয় এবং সদর মহকুমাশাসক কার্যালয়ের থেকে কয়েক মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত মন্দিরটি কিভাবে এমন আয়োজন করতে পারে, তা বোঝা মুশকিল। নিন্দুকেরা বলছেন, এই মন্দির থেকে কয়েক হাত দূরে শহরের পূর্ব থানা। সব মিলিয়ে প্রশ্নচিহ্ন অনেক। দেখার বিষয়, প্রশাসনিক বিধিনিষেধগুলো যদি এভাবে উল্লঙ্ঘিত হতে থাকে, তাহলে পাতায় পাতায় নির্দেশিকা স্বাক্ষর করে তা রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে তুলে

১৭ থেকে ৩০ জানুয়াার

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। শনিবার ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির মাধ্যমে সন্ধ্যায় শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ তার নিজ অফিসকক্ষে আয়োজিত প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে তাদের সাংবাদিক সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তগুলি তুলে ধরেন। তিনি জানান, ভার্চুয়াল সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী ১৭ জানুয়ারি থেকে ৩০ জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত প্রাক-প্রাথমিক থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস পুরোপুরি বন্ধ থাকবে। এক্ষেত্রে সেই সমস্ত ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে "একটু খেলো একটু পড়ো" কর্মসূচি চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি শিক্ষা দফতরের "বন্দে ত্রিপুরা" চ্যানেলে প্রথম থেকে সপ্তম শ্রেণির ক্লাসগুলি সম্প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং যেখানে যেখানে সম্ভব হবে সেখানে ভার্চুয়াল ক্লাস করা যায় কিনা সে ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক, সামাজিক দূরতৃ অনুসারে অন্তম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ মানা-সহ সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে

পড়াশুনা চালানো হবে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের সম্মতিপত্র নিয়ে বিদ্যালয়ে আসতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা স্বাস্থ্যগত কারণে বা অন্যকোন কারণে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে না পারলে প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা বা ক্লাস টিচারগণ তাদের জন্য ভার্মাল ক্লাসের ব্যবস্থা নিতে পারবেন। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার ক্ষতির সম্ভাবনাকে কমাতে, বোর্ডের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে এবং ছাত্রছাত্রীদের টিকাকরণের প্রক্রিয়াকে চালিয়ে যেতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান। তিনি জানান, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলির পরীক্ষা যথারীতি চলবে। এক্ষেত্রে স্যানিটাইজেশন, ছাত্রছাত্রীদের মাস্ক পরিধান

 প্রথম পাতার পর সভায় বিভিন্ন শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাসগুলি ৫০ শতাংশ চলতে হবে। পাশাপাশি পরীক্ষা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলিতে ৫০ শতাংশ ছাত্ৰছাত্ৰী নিয়ে দুই শিফটে ক্লাস চালানো যেতে পারে। যারা ক্লাসে আসতে পারবেনা তাদের জন্য ভার্চুয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। সিদ্ধান্ত অনুসারে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীগণকে আগের মতোই উপস্থিত থাকতে হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে জানান।

জম্পুইজল

 নয়ের পাতার পর
 তারাই এদিন বড় ব্যবধানে জয় এনে দিলো জম্পুইজলাকে। বিজয়ী দলের হয়ে সুমলি দেববর্মা ৪টি গোল করে। এছাড়া সীমা দেববর্মা, হামারি দেববর্মা, হামারি জমাতিয়া এবং সম্প্রিলি জমাতিয়া গোল করে। ম্যাচ পরিচালনা করেন অসীম বৈদ্য।

নমুনা আগে ছিল না। চিঠি দিয়ে

থানায় আসতে বলা যায়। এদিনই

তার ভাইয়ের সন্তানের অন্নপ্রাশন

ছিল, সেখানে তার যাবার কথা।

তখন পুলিশ যায় এবং যেহেতু

কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে

পারেনি, অপমানিত হয়ে ফিরে

আসে পুলিশ। বিধায়ক হুষ্কার

ছেড়েছেন, তবে এসপিও তার

● **তিনের পাতার পর** তারপর সাঁজো হয়ে কারও বাড়িতে যাওয়ার পুলিশ তাকে গ্রেফতার দেখাতে পেরেছে। অনেক আইপিএস খচিত সেই তল্লাশি টিমের আইপিএস বা অন্য পুলিশ অফিসারকে সাসপেভ করা হয়েছে হাস্যকরভাবে। পুলিশের ইজ্জত এমনভাবে যাওয়ার পরেও টুঁ শব্দ নেই, বারে বারেই ইজ্জত খোয়াতে নেমে পড়েন তারা। শাসকদলের বিধায়ক অরুণ ভৌমিক, মুখে ''তালিবানি'' আক্রমণের ডাক দিলেও, তার মেয়েকে হেনস্তা হতে হচ্ছে অনেক দিন ধরেই। অনিন্দিতা ভৌমিককে তার কাজের জায়গায় সাসপেন্ড করা হয়েছে, সাসপেনশন বাড়ানো সেটা চলছে। 'সাসপেনশনের কোনও গ্রাউন্ড নেই। ইনক্রিমেন্ট তিন বছর ধরে না পেয়ে রিপ্রেজেন্টেশন দিতে গিয়েছিল আমার মেয়ে', বক্তব্য অনিন্দিতার বিধায় কের। শ্বশুরবাড়িতে আজ পুলিশ গিয়ে ওঠে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাঁজো

াসপুর

• নয়ের পাতার পর শেট্টি-সাত্বিক সাইরাজ রানকিরেডিড জুটি। তাঁরা ২১-১০, ২১-১৮ জেতেন ফ্রাসি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। ম্যাচের পর সিন্ধ বলেছেন, "শুরু থেকেই ওকে বড্ড বেশি লিড দিয়েছিলাম। দ্বিতীয় সেটে আমি জিতেছিলাম। কিন্তু তৃতীয় সেটে দু'জনেরই পয়েন্ট একসময় সমান-সমান ছিল। সেখান থেকে আমি ওকে লিড বেশি দিয়ে দিই।ও লিড নেওয়ার পর দু'তিনটে পয়েন্ট কাড়া উচিত ছিল আমার। কিন্তু বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে ম্যাচটা বের করে নিয়েছে। সুপানিদা খুবই ভাল খেলোয়াড়। এর আগে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে একটা প্রতিযোগিতায় ওর বিরুদ্ধে ফেলেছিলাম। ওর স্ট্রোক সত্যি বিপদে ফেলে দেওয়ার মতো। তবে ম্যাচটা আরও বেশি নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত ছিল আমার।"

 ছয়ের পাতার পর এস ক্যাথ ল্যাবে স্থায়ী পেসমেকার প্রতিস্থাপন করেন সি টি ভি এস ইউনিটের কনসালট্যান্ট ডাঃ কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য। অ্যানেসথেসিস্ট ছিলেন ডাঃ সুরজিৎ পাল।

বিনামূল্যে

হাসপাতালে বিনামূল্যে এই রোগীর স্থায়ী পেসমেকার প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন চিকিৎসকরা।

▶ দশের পাতার পর - এগুলোকে সচল করার দাবি করেছে যানবাহন চালকরা।উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে একটি ট্রাফিক সিগন্যাল রয়েছে। দক্ষিণ দিক থেকে আসা যানবাহনগুলো সে ট্রাফিক সিগন্যালের কিছুই দেখতে পায় না বলে এদিন অনেকেই জানালেন। কিন্তু ট্রাফিক পুলিশের তরফে বিষয়টি কিভাবে চোখ এডিয়ে যায় সেটাও লাখ টাকার প্রশ্ন। পুলিশ সপ্তাহ চলছে, পুলিশের সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে এখন আর সাংবাদিক সম্মেলন হয় না। এভাবে যারা নিত্যদিনের সমস্যার সম্মুখীন তারাই অভিযোগ তুলছেন, কর্তৃপক্ষ উদাসীন বলে। মন্ত্রী বা ভিভিআইপিদের দেখে ট্রাফিক পুলিশের অতি সক্রিয়তা অনেক সময় ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনে। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই ধরনের বিপদ থেকেই রাজনৈতিক ইস্যু হয়।উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে এই ট্রাফিক সিগন্যাল নিয়ে ট্রাফিক পুলিশ কর্তাদের কবে ঘুম ভাঙবে সেটাই এখন দেখার।

ফোন তুলেন না। এসপিকে বারে বারে ফোন করে তিনি পাননি। কবে নাকি তিনি সমীর বর্মণকেও ছাড়েননি, সেই কথাও বললেন। উপর মহলের কারও ইঙ্গিত আছে তিনি মনে করেন। মুখ্যমন্ত্রীও নাকি এই ঘটনা জেনে থাকবেন, এটাও তার মনে হয়েছে। আবার মুখ্যমন্ত্রীর সাথে নাকি তার 'খুব ভাল সম্পর্ক', তিনিই বলেছেন। হুঙ্কার দিয়েছেন, ছাড়ব না বলে, তবে মামলা করবেন কিনা, তা আর হুঙ্কার দিয়ে বলেননি, আমতা আমতা করে বলেছেন, অবস্থা বুঝে করব।এদিকে পুলিশের বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা গেছে, রাজ্য সরকারের কথিত এক নম্বর চ্যানেলের মালিকের স্ত্রী'র মামলায় বিজেপি বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিকের মেয়ে অনিন্দিতাকে তার শ্বশুরবাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়েছিলো পূর্ব মহিলা থানার পুলিশ। তিনি ভিডিও ক্যামেরা অন করেই পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে চান। এই ভিডিও শনিবার মুহূর্তের মধ্যে গোটা রাজ্যে ভাইরাল। দুই মহিলা পুলিশ অফিসার কিভাবে

পালিয়ে গেলেন তা দেখেছেন

রাজ্যের ছোট থেকে মাঝারি ও

বয়স্ক নাগরিকরা। এমনকী কেন

অনিন্দিতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে

গিয়েছিলেন এর জবাবও ছিলো না

পুলিশের কাছে। কিন্তু রাজ্য

সরকারের কথিত এক নম্বর

চ্যানেলের মালিকের স্ত্রী'র কথায়ই

অনিন্দিতার বাড়িতে গিয়ে

রীতিমতো নাক কেটে ফিরতে হলো

তিনের পাতার পর থেকে

গুয়াহাটি হয়ে ঢাকা, চিটাগাং এবং

ব্যাংককের আকাশে বিমান চলচল

শুরু হবে। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

প্রতিমা ভৌমিক বিমানে কলকাতা

হয়ে মণিপুরে যান। তার সঙ্গে

পাশাপাশি সিটে দেখা যায় ক্রীডা

পর্যদের সচিব অমিত রক্ষিতকে।

তিনের পাতার পর দেবের

ভ্যুসী প্রশংসা। বামপন্থীদের

সাথে তার বিরোধ, কারণ

বামপন্থীরা রাজতন্ত্র বিরোধী,

আর গণতান্ত্রিক নামাবলিতে

তার রাজ কাঠামো নিয়ে চলার

ইচ্ছা বারেবারেই প্রকাশ পায়।

নাহলে নিজেকে কেউ

''বুবাথা'' বলেনে! সেই দলে

গেছেন বৃষকেতু দেববর্মা।

ভোটের জল মাপার খেলায় তার

বিধায়ক পদ টিকে যাচ্ছে।

ফিজিওথেরাপিস্ট অনিন্দিতা পুলিশকে স্পষ্টভাবে বলে দেন, তাকে যেন বিনা কারণে বিরক্ত করা না হয়। এই ঘটনায় মুখ খুলেছেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিকও। তিনি পরিষ্কারভাবেই বলেন, এটা নেহাতই অসভ্যতা। আমি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর বর্মণকেও ছাড়িনি। এই ঘটনার কি হয় আমি দেখে নেব। মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। আদালতে মামলা করি কি না চিন্তাভাবনা করছি। তবে আমি ছাড়ব না। জানা গেছে, সৈকত তলাপাত্রের বিরুদ্ধে গত বছর আগস্টে পূর্ব মহিলা থানায় একটি মামলা করেছিলেন এক নম্বর চ্যানেলের মালিকের স্ত্রী। ওই মামলায় একটি ভিডিওতে নাকি সৈকত অনিন্দিতার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। ওই মামলায় দেড় বছর পর হঠাৎ রাজ্য পুলিশের মনে হয়েছে অনিন্দিতা ভৌমিকের বয়ান নথিভুক্ত করতে হবে। যথারীতি পূর্ব মহিলা থানা থেকে শনিবার সকালে অনিন্দিতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য সময় চাওয়া হয়। অনিন্দিতার বক্তব্য, পারমিতা ম্যাডাম আমাকে ফোন করে আসতে চেয়েছিলেন। আমার বাড়িতে অনুষ্ঠান চলছে। এই কারণে পরে আসতে বলেছিলাম। এরপরও জোর করে দুই পুলিশ অফিসার এসেছেন। আমি শ্বশুরমশাই চন্দন নাহা'র সামনেই তাদের ঘরে ডেকেছিলাম। কিন্তু ভিডিও অন করে তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে চাই। এই কথা বলতেই দুই মহিলা পুলিশ চলে যান। তারা কেন এসেছেন তা বলেননি। হয়তো-বা কেউ পাঠিয়েছেন। কিন্তু ভিডিও'র সামনে কিছু বলতে রাজি হননি। এই ভিডিও দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায় সামাজিক মাধ্যমে। ছুটে যান অনিন্দিতার বিধায়ক বাবা অরুণ চন্দ্র ভৌমিক। তিনি খোদ জানিয়েছেন এই ঘটনা। তার দাবি,

পুলিশকে। শুধু তাই নয়, পেশায়

অনিন্দিতাকে টিএমসি থেকে পুলিশ সাধারণ নাগরিকদের বিরক্ত করা ছাড়া কিছুই করে না। সুরক্ষিত নন শাসক দলের বিধায়কের পরিবারও। অনিন্দিতাকে পুলিশি হেনস্থার ঘটনার তদন্তের দাবি তলেছেন সবল।

বরখাস্ত করা হয়েছিলো। তিন বছর ধরে কর্মচারীদের ইনক্রিমেন্ট বন্ধ ছিলো। ইনক্রিমেন্ট বাড়ানোর জন্য চিঠি দিয়েছিলেন। এই কারণে তাকে সাসপেভ করে দেওয়া হয়। অন্যায়ভাবে এই সাসপেভের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করা হয়েছে। আমি নিজে ক্ষমতাসীন দলের অ্যাক্টিভ সদস্য। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও ভালো সম্পর্ক রয়েছে। তিনিও হয়তো-বা এদিনের ঘটনা জানেন। বিনা কারণে এই ধরনের ষড়যন্ত্রের জবাব দেব। এদিকে, বিনা নোটিশ অথবা গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই করোনা অতিমারিতে অনিন্দিতার বাড়িতে পুলিশি অভিযানের সমালোচনা হচ্ছে সব মহলে। পুলিশের বিরুদ্ধে অনিন্দিতার প্রতিবাদের সমর্থন জানাচেছন অসংখ্য নাগরিক। সামাজিক মাধ্যমে অনিন্দিতার সমর্থনে প্রচারও শুরু হয়েছে। এদিকে, এই ঘটনায় রাজ্য পুলিশের আইজি (আইনশৃঙালা) অরিন্দম নাথ জানিয়েছেন, পুরোনো এক মামলায় পুলিশ শুধুমাত্র অনিন্দিতা ভৌমিককে সাক্ষী হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়েছিলেন। একটি ভিডিও'তে অনিন্দিতার সঙ্গে কথা বলা হয়েছিলো। ওই ভিডিও'র কথাবার্তা অনিন্দিতার কিনা তা জানতেই আগাম টেলিফোন করে গিয়েছিলো পুলিশ। কিন্তু অনিন্দিতা তদন্তে সাহায্য করেনি। পুলিশ চাইলে তদন্তের স্বার্থে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পারে। এদিকে তৃণমূল কংথেসের কনভেনার সুবল ভৌমিক জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় পুলিশ দলদাস হয়ে গেছে। এখানে

শান্তিরবাজার, ১৫ জানুয়ারি।। দক্ষিণ জোলাইবাড়ি এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন দুই যুবক। তাদের মধ্যে বেশি জখম হয়েছেন জয়ন্ত কুমার ত্রিপুরা (২৮)। তাকে উদ্ধার করে দমকল বাহিনী জোলাইবাড়ি সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে। তবে তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে রেফার করা হয় শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে।আহত যুবকের বাড়ি সূর্যবাড়িএলাকায়।জানা গেছে, দুই যুবক বাইক নিয়ে রাস্তার পাশে খালি জমিতে পড়ে যান। তবে কিভাবে তারা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছেন তা জানা যায়নি।

গুরুতর আহত

দুই যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

ব্রিজ নিয়ে

আতঙ্কিত স্থানীয়র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জোলাইবাড়ি, ১৫ জানুয়ারি ।। তীর্থমুখের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ভ্রমণপিপাসুদের জন্য একটি অন্যতম আর্কষণীয় স্থান। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশে একটি জরাজীর্ণ ব্রিজ আছে। সেই ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে প্রতিদিন শত শত পর্যটক সেলফি তুলেন। কিন্তু ব্রিজটি এখন যে অবস্থায় আছে তাতে স্থানীয়রা আতঙ্কিত। কারণ, ব্রিজটি যেকোনও সময় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে বলে তাদের আশঙ্কা। অথচ পর্যটন দফতর প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পর্যটন কেন্দ্রগুলোর আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলার। তাদের সেই চেষ্টা সফলও হচ্ছে। কিন্তু জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশের ওই ব্রিজটি কেন সাড়াই করা হচ্ছে না তা কারোরই বোধগম্য হচ্ছে না। স্থানীয়দের প্রশ্ন কোনও অঘটন ঘটে যাওয়ার পরই কি প্রশাসন উদ্যোগী হবে?

উপ-মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে

মন্দিরের উদ্বোধন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ১৫ জানুয়ারি ।। শনিবার অমরপুর ছবিমুড়া পর্যটন কেন্দ্রে উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার হাত ধরে একটি শিব মন্দিরের উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস, রামপদ জমাতিয়া প্রমুখ। মন্দিরের উদ্বোধনের পর উপ-মুখ্যমন্ত্রী যায় তাহলে এত বছরের জমানো টাকাও মার যাবে। যে কারণে তিনি তার পুজো দেন। সেই মন্দিরে স্থাপিত প্রভিডেন্ট ফাল্ডের টাকা তুলে নিতে চাইছেন। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় শিবলিঙ্গটি বহির্রাজ্য থেকে আনা চাঞ্চল্যও দেখা দিয়েছে। অনেকে আবার এ নিয়ে সিপিএমকে বিঁধতেও হয়েছে বলে বিধায়ক রঞ্জিত দাস জানান। স্থানীয় লোকজনের হাতে এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে সেই মন্দির করেই বাম আমলে ফিরোজ মিঞা এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরি পেলো কি তুলে দেওয়া হয়। মন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে এলাকায় আনন্দমুখর পরিবেশ ছিল।

রক্তাক্ত প্রধানের

এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরি ?

• তিনের পাতার পর আছেন। তদন্ত সাপেক্ষে তার চাকরি যদি চলে

শুরু করেছেন। তাদের বক্তব্য, সিপিএম নেতারা সবসময়ই স্বচ্ছতার কথা

বলেন, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের কথা বলেন, তাহলে মাধ্যমিক পাস না

করে ? বিষয়টির উচ্চ পর্যায়ের তদন্তেরও দাবি করেছেন স্থানীয়রা।

• তিনের পাতার পর চেলিখলা এলাকার তার বন্ধুকে নিয়ে এলাকারই দুই অসহায় শ্রমিকের উপর টাকার জন্য দা,লাঠি দিয়ে আচমকা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। হামলায় অসহায় শ্রমিক বাদল দাসের (৪২) মাথা ফেটে যায়। আক্রান্ত বাদল দাসের ভাই আবার এলাকার প্রধান। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে দলীয় কোন্দলের জেরে কি এই ঘটনা ? হামলায় অপর শ্রমিক মনির খানেরও হাত-পা ও

অভিযোগ তাকে মারধর করে নগদ ১৫০০০ টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায়। অপরদিকে তার সাথে থাকা মনির খানের কাছ থেকে মোবাইল ফোন এবং দশ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায় অভিযুক্তরা। ছিনতাই করে মাথা ফাটিয়ে এলাকা থেকে গা ঢাকা দেয় উপ-প্রধানের ভাই পিন্টু দেব। এখন দেখার বিষয় পুলিশ এই দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মাথায় আঘাত লাগে। অসহায়

কোভিড কেয়ার শ্রমিক বাদল দাস সরকারি ঘরের টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরার পথেই মারপিটের ঘটনা। বাদলের

সেন্টার হিসাবে ঘোষণা প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৫ **জানুয়ারি।।** পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় কোভিড-১৯ সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক এক আদেশে হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের ইডোর এক্সিবিশান হলটিকে কোভিড কেয়ার সেন্টার হিসেবে ঘোষণা করেছেন। পশ্চিম ত্রিপ্রা জেলার জেলাশাসক কার্যালয় থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। কি আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়।

এসসি সংরক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন

• **তিনের পাতার পর** শতাংশ (৩০৮)। হাতে আর আছে একদিন, ১৭ তারিখ থেকেই জেলায় জেলায় শারীরিক পরীক্ষা, কাগজপত্র ভেরিফিকেশন করার কাজ শুরু হবার কথা। এই বিজ্ঞপ্তিতে সই করেছেন ডেপুটি এসপি অলিভিয়া দেববর্মা, নয় টিএসআর ব্যাটেলিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট দীপক সরকার আর পাঁচ টিএসআর ব্যাটেলিয়নের কমাডেন্ট এইচ এস ডার্লং।

আটক বাংলাদেশি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ১৫ জানুয়ারি ।। ফটিকরায় থানার পুলিশের হাতে আটক এক বাংলাদেশি নাগরিক। অভিযুক্তের নাম হামিদ মিয়া (৫০)। তার বাড়ি বাংলাদেশের হবিগঞ্জ এলাকায়। জানা গেছে, হামিদ মিয়া কুমারঘাট এলাকায় ভাড়া থাকেন। অনেকদিন ধরেই বাড়ি ভাড়া নিয়ে তিনি কুমারঘাট-সহ আশপাশ এলাকায় কাপড় বিক্রি করছেন।শনিবার কলেজ চৌমুহনি এলাকায় কাপড় বিক্রি করতে গেলে স্থানীয় লোকজনের সন্দেহ হয়। তারা খবর দেয় পুলিশকে। পুলিশ এসে তাকে থানায় নিয়ে আসে। পরবর্তী সময় পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে হামিদ মিয়া জানায়, তার বাড়ি বাংলাদেশের হবিগঞ্জে। তাই তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ, তিনি বেআইনিভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে এদেশে এসেছেন।

রাজ্যে রেল সফরে

 প্রথম পাতার পর সময় এসেছে। রেলের কংক্রিট ল্লিপারগুলোর অবস্থা কী পর্যায়ে, তাও খতিয়ে দেখতে হবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষের। শনিবার সন্ধ্যায় রেল দফতরের আধিকারিক এও বলেন, ২০১৫ সালের পরে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ -এ এক ধরণের ইঞ্জিন বানানো বন্ধ হয়ে গেছে। ১২ চাকার ওই ইঞ্জিনের সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটার। রাজ্যের ক্ষেত্রে হুবহু এমন ইঞ্জিন আছে কিনা প্রশ্ন করা হলে, রেল আধিকারিক বলেন, সে বিষয়ে তিনি এই সুহুর্তে কিছু বলতে পারছেন না। গত শুক্রবার কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী নিজে জলপাইগুড়িতে গিয়ে রেল দুর্ঘটনা দেখে এসেছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই রেলমন্ত্রী কলকাতায় এসেছেন এবং তারপরে ট্রেন ধরে সোজা দুর্ঘটনাস্থলে গেছেন। বোঝাই যাচ্ছে, হঠাৎ এই ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্তের পেছনে 'অন্য' কোনও গল্প আছে। উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্বে যেসব ট্রেন চলাচল করে সেণ্ডলোর পুরনো কামরা, ইঞ্জিন এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে বহুদিন ধরেই প্রশ্ন রয়েছে। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর তড়িঘড়ি দুর্ঘটনাস্থলে যাওয়ায় নিন্দুকেরা বলছেন, সেই খামতিতে যাতে বেশি নজর না যায়, সেজন্যই তডিঘডি মন্ত্রীর সফর। আইআইটি থেকে এমটেক করা কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী নিজেই সব দেখে জানিয়েছেন, গলদ ছিলো ইঞ্জিনেই। রেলের কারিগরি বিভাগ থেকেও ইতিমধ্যেই উত্তর-পূর্বে যে ট্রেনগুলো চলাচল করে, সেগুলোর ইঞ্জিন, যন্ত্র্যংশ ইত্যাদি খতিয়ে দেখার নির্দেশ এসেছে বলে খবর। রাজ্যবাসী গত পরশুদিনের ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার পরে নিঃসন্দেহে এখন আতঙ্কেই ট্রেন সফর করবেন। দেখার, ঠিক কবে রাজ্যের ভাগ্যে 'নতুন' ট্রেন জোটে।

পঞ্চম উষ্ণতম

 সাতের পাতার পর
 একই খবর দিয়েছে জাপানের কেন্দ্রীয় আবহবিজ্ঞান সংস্থাও। তাদেরও বক্তব্য, গত আট থেকে দশ বছরে বিশ্বের সর্বত্রই তাপমাত্রা উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে গিয়েছে। বেড়ে চলছে উত্তরোত্তর। নোয়া-র জলবায়ু বিশেষজ্ঞ রাসেল হোস বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, "২০২২ সালটির দশম উষ্ণতম বছর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ৯৯ শতাংশ। আর গত দেড়শো বছরের ইতিহাসে এই বছরের সবচেয়ে উষ্ণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ১০ শতাংশ।" নাসা জানিয়েছে, গত ১৪১ বছরের ইতিহাসে (১৮৮০ সাল থেকে আন্তর্জাতিক ভাবে সব দেশের বাৎসরিক গড় তাপমাত্রার হিসাব রাখা শুরু হয়) ২০২১ এবং ২০১৮ সাল দু'টি ছিল ষষ্ঠ উষ্ণতম। পক্ষান্তরে, নোয়া-র দাবি, উষ্ণতার নিরিখে ষষ্ঠ স্থানটির দাবিদার এককভাবে ২০২১ সালই।

• সাতের পাতার পর অভিযোগ। ভারতে মিউকরমাইকোসিস এবং ব্রাজিলে অ্যাসপারজিলোসিসের মতো ছত্রাক সংক্রমণের কারণ হিসেবে অনুপযুক্ত ওযুধের ব্যাপক অপব্যবহারকেই যে দায়ী করা হয়েছে, সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, এখনও কার্যকারিতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ না মেলায় রাজ্য সরকার চলতি মাসেই মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি থেরাপি (ককটেল থেরাপি) এবং মলনুপিরাভির ব্যবহারকে 'নির্ধারিত চিকিৎসাপদ্ধতির তালিকা' থেকে বাদ দিয়েছে।

দায়িত্বে আসছেন ট্রেন ম্যানেজাররা

• সাতের পাতার পর 'ম্যানেজার' হতে চেয়েছিলেন। সেই দাবিই মেনে নিয়েছে রেল। মনে করা হচ্ছে, এর ফলে গার্ডদের সামাজিক সম্মান বাড়বে। আর তাতে বিভিন্ন রকম ট্রেনের গার্ডদের নতুন নামকরণ হল। যেমন অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেন ম্যানেজার, গুডস ট্রেন ম্যানেজার, সিনিয়র প্যাসেঞ্জার ট্রেন ম্যানেজার ইত্যাদি। গত বৃহস্পতিবার টুইট করে এমনটাই জানিয়েছে রেলমন্ত্রক। একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, এই নামবদলের ফলে নিয়োগ পদ্ধতি থেকে পদোন্ধতি, বেতন কাঠামো থেকে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কোনও বদল হবে না।

খবরের জেরে

বাতিল তালিকা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। প্রতিবাদী কলম'র খবরের জেরে

বাতিল হয়ে গেল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখার শিক্ষকের তালিকা। আবার নতুন করে তালিকা তৈরি হবে। প্রতিবাদী কলম খবর করেছিল যে, যাদের

খাতা দেখার জন্য নিয়োগ দেওয়া

হয়েছিল, তাদের মধ্যে অবসরে

চলে যাওয়া শিক্ষক আছেন,

'১০৩২৩'-র চাকরিচ্যুত শিক্ষক

আছেন, আবার মৃত শিক্ষকের

নামও আছে। প্রতিবাদী কলম'র

খবরের পর সেই তালিকা বাতিল

করে জেলা শিক্ষা অফিসারদের বলা

হয়েছে, দ্রুত আগের তালিকাটি

দেখে নিতে যে সেখানে মৃত,

'১০৩২৩' শিক্ষক কেউ আছেন

কিনা, তার ভিত্তিতে ঠিক হবে পরের

তালিকা। ১৮ জানুয়ারি থেকে খাতা

দল ছাড়ার ৬ মাস, বৃষকেতু এমএলএ আছেন

রতন লাল ও কাজলের বিধায়কত্ব খারিজ হয়েছিল, বৃষকেতু বিধায়ক

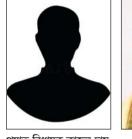
দিয়েছেন, তার বিধায়ক পদ খারিজ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিতে আগর তলা. ১৫ জান য়ারি।। পারছিলেন না নানা কারণে, তখন বিজেপি বিধায়ক আশিস দাস তিনি কংগ্রেস বিধায়ক।বিধায়ক পদ তৃণমূল কংগ্রেস দলে যোগ চলে যাওয়ার আশক্ষাও ছিল, পদ গেলে সমস্যা। তখন অবাধ গণতন্ত্র হয়ে গেছে। বিধানসভার মুখ্য ছিল, বিরোধী বিধায়কেরও জোর সচেতক তার বিধায়ক পদ খারিজ তখন অনেক। একসময় লুকোচুরির রকম। তার অনেক আগেই

আগেই তার বিধায়ক পদ খারিজ হয়। এখন তিনি সরকার পক্ষে, কিন্তু একজনের পদ যায়, আরেকজনের ছয় মাসের বেশি সময় ধরে রয়ে যায়! নিয়ম একই রকম, ফল দুই



আশিস দাস বৃষকেতু দেববর্মা



প্রয়াত বিধায়ক কাজল দাস

করার জন্য নোটিশ দিয়েছিলেন,

তাতে কাজ হয়েছে। এর আগে

কল্যাণপর-প্রমোদনগর বিধানসভা

কেন্দ্রের বিধায়ক কাজল দাসের

বিধায়ক পদও খারিজ হয়ে

গিয়েছিলো। তিনি এখন প্রয়াত।

বিধানসভায় এরকম পক্ষপাতের

খেলা আগে দেখা যায়নি। এখনকার

আইন ও শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ

বিজেপি'র সভায় মাঠের কিনারে

দাঁডিয়ে থেকেও, অনুগামীদের

হাইজ্যাকের

ই-মেল

খেলা শেষ হয়। ফান্ডের ফান্ডা স্থির হয়। রতন লাল নাথ যোগ দিলেন বিজেপিতে। তখন তার মেয়াদের আরও কয়েকমাস বাকী। নোটিশ যায়, অসুস্থ বলে তিনি প্রথমবার হাজিরা দেননি। আবারও সময় দেওয়া হয়. তাও আসেননি। তার বিধায়ক পদ খারিজ হয়ে যায়, ২০১৮ সালের ১২ জানুয়ারি তার বিধায়ক পদ খারিজের নোটিশ বের হয়। ২০১৭ সালের ২২ ডিসেম্বর

বিজেপি'র শরিক আইপিএফটি'র বিধায়ক বৃষকেত দেববর্মা তিপ্রা মথায় যোগ দিয়েছেন। তিনি বিধায়ক পদে ইস্তফাই দিয়েছেন। তব্ তার বিধায়ক পদ খারিজ হয়নি, মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে, গত জুলাইয়ে তিনি তিপ্রা মথায় যোগ দিয়েছেন, কিন্তু তিনি বিধায়কই আছেন এখনও। কেন,তার কোনও সরাসরি জবাব নেই। তার লিখিত নিয়ে বিজেপি''র জন্য নেচেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন ইস্তফা সত্ত্বেও, তার বিধায়ক পদ

करत्र ह। भूरथ वरल हर, আইপিএফটি'র তিপ্রাল্যান্ডের দাবি সমর্থন করে না, আবার আইপিএফটি যখন এই দাবিকেই তাদের ভিত্তি বলে মনে করে, বিজেপি আঁতাত ছাডে না। আইপিএফটি'রও একই অবস্থা। সরকারে থেকেও তারা বনধ ডাকেন, বিজেপি'র নেতা-কর্মীদের সাথে তাদের শো-ডাউন হয়, চুক্তিমত মন্ত্রিত্ব পান না, কিন্তু সরকার ছেড়ে বেরিয়ে আসেন না। 'আইপিএফটি'র বিধায়ক দল ছাড়লেও, ইস্তফা দিলেও বিধায়ক পদ যায় না। বৃষকেতু এখন আছেন তিপ্রা মথায়। তাদের দাবি গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড। পাহাডে এখন মথা'র বাডবাডন্ত। এডিসি দখলে আছে, কিন্তু মথা প্রধানের বিধানসভা দখলের স্বপ্ন সাকার করতে হলে শুধু পাহাড়ের ভোট দিয়ে হবে না, বড় জাতীয় দলের সাথে যেতে হবে। বিজেপি কিংবা তৃণমূল কংগ্রেস, দুই রাস্তায় কেবল খোলা। কখনও তৃণমূলের সাথে বৈঠক, তো কখনও এরপর দুইয়ের পাতায়

বজায় থাকছে। আইপিএফটিকে

বিজেপি ক্ষমতা দখলের জন্য

পাহাডের বাম দুর্গ ভাঙতে ব্যবহার

দেখার কথা ছিল, সেদিন থেকেই খাতা দেখা হবে কিনা জানা যায়নি। কনস্টেবল নিয়োগে এসসি সংরক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা পলিশ ৫০০ কনস্টেবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। তাতে নারী-পুরুষ মিলিয়ে মাত্র ৯ জন নেওয়া হবে তপশিলি জাতি অংশ থেকে।শতকরা হিসাবে মোট পদের ১.৮ শতাংশ মাত্র। যে বিজ্ঞপ্তি বের হয়েছে তাতে, ৯ জন তপশিলি জাতি (এসসি) অংশ থেকে, ১৮৩ তপশিলি উপজাতি (এসটি); অংশ থেকে এবং ৩০৮ অসংরক্ষিত (ইউআর) অংশ থেকে নেওয়া হবে। এসসি থেকে ন্যুনতম একজন মহিলা, এসটি থেকে ন্যুনতম ১৯ জন মহিলা ও ৭ জন এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ইউআর অংশ থেকে ৩১ জন মহিলা ও ৮ জন এক্স-সার্ভিসম্যান ন্যুনতম নিতে হবে। এসসি অংশ থেকে কোনও এক্স-সার্ভিসম্যানের কোটা নেই। ৫০০ পদে মহিলা ন্যুনতম ৫১ জন ও ১৫ জন এক্স-সার্ভিসম্যান নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ১৭ তারিখ থেকে শারীরিক পরীক্ষা শুরু হবে আট জেলার আট জায়গায়। ২০১৮ সালের ৫ জুন ও ২০২০ সালের ২৯ অক্টোবর'র নোটিশ অনুযায়ী ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে, ৮৫ নম্বর লেখা ও ১৫ নম্বর'র ইন্টারভিউ। এসসি অংশের জন্য দুই শতাংশেরও কম আসন সংরক্ষিত রাখা নিয়ে প্রচুর অভিযোগ এবং প্ৰশ্ন উঠেছে। ত্রিপুরার সংরক্ষণ পলিসি যা সরকারি ওয়েব সাইটে দেওয়া আছে, তাতে ন্যুনতম ১৬ শতাংশ এসসি ও ৩১ শতাংশ এসটি সংরক্ষণ থাকার কথা। পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের যে বিজ্ঞপ্তি বের হয়েছে তাতে যে সংখ্যা সংরক্ষিত হিসাবে দেখানো হয়েছে তাতে শতকরা হিসাবে দাঁড়ায়, এসসি ১.৮ শতাংশ (৯), এসটি ৩৬.৬ শতাংশ (১৮৩) আর অসংরক্ষিত শ্রেণিতে রাখা হয়েছে ৬১.৬ এরপর দুইয়ের পাতায়

বিজেপি দলের প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব দু'বছর দক্ষতা ও নিপুণতার সঙ্গে সম্পন্ন করা ডা. মানিক সাহাকে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাসে অভিনন্দন জানাচ্ছেন বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব

মক পাস না করেই অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরি?

বিলোনিয়া, ১৫ জানুয়ারি।। যে ব্যক্তি মাধ্যমিকই পাস করেনি কোনওদিন সে কিনা মাধ্যমিক পাসের এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরি বাগিয়ে নিয়েছে। তাও আবার সেই চাকরির বয়স প্রায় আঠারো বছর হয়ে গেছে। বাম আমলের এই চাকরি নিয়ে এবার মামলা হলো পিআর বাড়ি থানায়। গত ১৩ জানুয়ারি মামলা করলেন ঋষ্যমুখের বিজেপি মন্ডল সম্পাদক নকুল পাল। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ফিরোজ মিঞা। যতদূর খবর, ১৯৯৭ সালে রাজনগর কলোনি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ফিরোজ মিঞা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী হয়েছিলেন। তার পরীক্ষা কেন্দ্র ছিলো বড়পাথরি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়। পরীক্ষার ফল আসার পর দেখা যায় তিনি অকৃতকার্য হয়েছেন। এর পর ফিরোজ মিঞা আর কোনওদিন মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেননি বলে অভিযোগ। পরে দেখা যায়, ২০০৪ সালে এই ফিরোজ মিঞাই এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরি পেয়ে যান। যদিও এই চাকরি পেতে গেলে প্রার্থীকে অবশ্যই মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হতে হয়। স্থানীয়দেরকে ফিরোজ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মিঞা নাকি সেই সময় বলেছিলেন তিনি পরে অন্য জায়গা থেকে মাধ্যমিক পাস করেছেন। সে কারণে এ নিয়ে কেউ আর খোঁজখবর করেনি। সম্প্রতি, ঋষ্যমুখ মণ্ডলের বিজেপির সাধারণ সম্পাদক নকুল পাল এ নিয়ে খোঁজখবর শুরু করেন। এতেই তিনি জানতে পারেন ফিরোজ মিঞা নাকি কোনও জায়গা থেকেই মাধ্যমিক পাস করেননি। অথচ তিনি মাধ্যমিক উত্তীর্ণের চাকরি করে যাচ্ছেন তাও প্রায় আঠার বছর। এরপরই ফিরোজ মিঞার বিরুদ্ধে পুরাতন রাজবাড়ি থানায় মামলা করেছেন নকুল পাল। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০, ৪৬৮ এবং ৪৭১ ধারায় মামলা নিয়েছে পুলিশ। যতদূর জানা গেছে, এই মামলার পরই ফিরোজ মিঞা তার দফতরে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলতে আবেদনপত্ৰ জমা দিয়েছেন। এতেই স্থানীয়দের মধ্যে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। তাদের বক্তব্য, ফিরোজবাবু যদি মাধ্যমিক পাস করেই থাকেন তাহলে তিনি প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলতে চাইছেন কেন? নিশ্চয়ই তিনি ভয়ে এরপর দুইয়ের পাতায়

রক্তাক্ত প্রধানের ভাই সহ দুই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৫ জানুয়ারি।। স্বদলীয় কোন্দলের জেরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বক্সনগরে। শনিবার রাতে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতি হামলায় রক্তাক্ত হয়েছেন প্রধানের ভাই সহ দুইজন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় তাদেরকে রক্তাক্ত করার পেছনে এলাকার উপ-প্রধানের নামও জড়িয়ে পড়েছে। কারণ আক্রান্তদের অভিযোগ, উপ-প্রধানের ভাই তাদের মারধর করে টাকাপয়সা এবং মোবাইল লুটপাট করে নিয়ে যায়। বক্সনগর ব্লুকের অন্তর্গত কলমচৌড়া থানাধীন ভেলুয়ারচর বাজারে শনিবার রাত আনুমানিক ১০টা নাগাদ মারপিটের ঘটনা। সংঘর্ষে রক্তাক্ত অবস্থায় দুই ব্যক্তিকে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযুক্ত দু'জনের বিরুদ্ধে কলমচৌড়া থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ভেলুয়ারচর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুভাষ দেব ওরফে নিতুর ভাই পিন্টু দেব বিশালগড় 🌢 এরপর দুইয়ের পাতায়

আস্থা হারিয়ে আন্দোলনের পথে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. এই বৈঠকেই আন্দোলনের যাবতীয় অসখ. পেটে ক্ষধা নিয়েও আটটি এরাও বিশ্বাস হারালেন ? নাকি এখনও মনে করেন সরকার তাদের জন্য ইতিবাচক কিছু না কিছু করবেনই। কিন্তু আর কবে? ১০৩২৩ ভিক্টিমাইজড টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রথম থেকেই সরকার পন্তী সংগঠন হিসেবে পরিচিত। বিজেপি আমলে ১০৩২৩ শিক্ষক-শিক্ষিকারা যত ধরনের আন্দোলন করেছেন এর এই শিক্ষক-শিক্ষিকারা কোনওদিন যুক্ত হননি। বরং তারা বরাবরই বিশ্বাস রেখেছেন, তাদের সঙ্গে যারা থাকবেন তারা প্রত্যেকেই সরকারি চাকরি পাবেন। এবার তারাও বিশ্বাস হারিয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠছেন, খবর এমনটাই। রবিবার সকাল এগারোটায় বিলোনিয়ায় শিক্ষক নেতা অরবিন্দ শর্মার বাড়ি তে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এক জরুরি বৈঠকও ডাকা হয়েছে। সূত্ৰ বলছে,

এই সরকার যেমন তাদেরকে কিছুই দেবে না, তেমনি সরকারের পাশে থেকে সরকারের প্রতিটি কাজকর্মকে সমর্থন জানিয়ে এতদিন ধরে তারা কার্যত হাতে পেন্সিল ছাড়া আর কিছুই পাননি। এই পরিস্থিতিতে সংগঠন ধরে রাখাও তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়েছে। কারণ, যারা চাকরি হারিয়েছেন, পেটের টানে প্রতিদিনই আশা করেন এই বুঝি তাদের জন্য এক সুখবর এলো! শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য মন্ত্রী এমনকী মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত নানা জায়গায় নানা বক্তব্যে নানা আলোচনায় জানিয়েছিলেন, এদের জন্য কিছু করবেনই। অন্তত সরকারপন্থী যে ভিক্টিমাইজড শিক্ষকরা আছেন কোনও না পাইয়ে দেবেন। যে কারণে চাকরি থাকার পরেও

শুধুমাত্র সরকারের নজর ধরে রাখতে। কিন্তু সব আশারই গুড়ে বালি। দিনের শেষে আমরা ১০৩২৩, জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি, জাস্টিস ফর ১০৩২৩ আর ভিক্টিমাইজড ১০৩২৩ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন --- প্রত্যেকের পেটেই ক্ষধা। সরকার কোনও না কোনও উপায়ে এদের জন্য কিছু একটা করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি এখন শুধুই ইতিহাস। এই পরিস্থিতিতে চুপচাপ বসে না থেকে অন্তত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে কিংবা সরকারকে বাধ্য করতে কি রণনীতি গ্রহণ করা যায় সেজন্যই রবিবারের বৈঠক বলে জানা গিয়েছে। সূত্র বলছে, এর মধ্যে অরবিন্দবাবুদের সংগঠনে ভাঙনও দেখা দিয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি যে অনুকূলে নয়, এটা বুঝতে পেরেই অরবিন্দবাবুরা ময়দানে নামতে চলেছেন বলে খবর।

সরকারপন্থী ভিক্টিমাইজডরা!

আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। শেষ রূপরেখা তৈরি হতে পারে। সূত্রটির জেলাতেই ধারাবাহিক রক্তদান পর্যন্ত কি সরকারের উপর থেকে দাবি,অরবিন্দবাবুরা বুঝে গিয়েছেন, শিবিরও করে গিয়েছেন এরা — গোষ্ঠীর ভিক্টিমাইজড

কোনও উপায়ে তাদেরকে চাকরি রুজি-রোজগারহীনতায় শরীরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, টার্মিনাল ভবন দিয়ে ১২০০ যাত্রী স্ক্রিনিং সিস্টেম, ফুডকোড-সহ আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ।। যাতায়াত করতে পারবেন। বিমান যাত্রীদের ভ্রমণের সুবিধা-সহ নানা এমবিবি বিমানবন্দরের নতুন যাত্রীদের জন্য আখাউড়া উপকরণ। যাত্রীদের সুবিধার জন্য টার্মিনাল ভবনের যাত্রা শুরু হয়েছে শনিবার থেকে। সকালে যাত্রীদের অভ্যর্থনা জানাতে হাজির হন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। কলকাতা থেকে সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ প্রথম বিমানটি আগরতলায় পৌঁছে। সকাল ১১টায় আগরতলা থেকে বিমানটি কলকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। এই বিমানে প্রথম যাত্রী হিসেবে অন্যদের সঙ্গে ছিলেন প্রতিমা ভৌমিক নিজেও। গত ৪ জানুয়ারি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নতুন টার্মিনাল ভবনটি উদ্বোধন করেছিলেন। উদ্বোধনের ১০দিন পর নতুন টার্মিনাল ভবনে যাত্রী পরিষেবা শুরু হয়েছে। প্রতিমা ভৌমিক বিমানবন্দরে জানিয়েছেন, নতুন টার্মিনাল ভবনে আগের থেকে তিনগুণ বেশি যাত্রী পরিষেবা দেওয়া

চেকপোস্ট খোলা হলে প্রত্যেকদিন নির্বিঘ্নে চলাচল সহায়ক চারটি



এরোব্রিজের পাশাপাশি ৬টি পার্কিং-বে রয়েছে। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের স্বীকৃতি মিললেই সম্ভব হবে। প্রত্যেকদিন এই অর্থাৎ অত্যাধুনিক লাইন ব্যাগেজ আগরতলা ● এরপর দুইয়ের পাতায়

আগরতলা,১৫ জানুয়ারি।। ভৌমিক কোভিড কালে এভাবে মানুষের বাড়িতে ওয়ারেন্ট ছাড়া ওয়ারেন্ট ছাড়া কারও বাড়িতে সেখানে ঢুকে তল্লাশি চালিয়েছে। যখন-তখন গিয়ে ওঠা, ত্রিপুরা যাওয়ায় আপত্তি জানিয়েছেন। পুলিশের ডিজিপি রাস্তায় রাস্তায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ।। আগরতলায় বিমান হাইজ্যাকের ই-মেল পেয়ে এক যুবককে আটক कत्रत्ना श्रुलिश। শনিবার বিমানবন্দর থানায় আটক যুবক সুমিত দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে। তার বাড়ি ভট্টপুকুরের মডার্ণ ক্লাব এলাকায়। থানায়



রেখেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এয়ারপোর্ট থানার ওসি মুকুলেন্দু দাস জানান, আগরতলা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে এক যুবক শুক্রবার ই-মেলে বিমান হাইজ্যাক করার কথা বলেছিল। এই ঘটনায় ই-মেল সূত্রে তদন্তে নেমে এই যুবককে আটক করা হয়। কি কারণে এই যুবক এমন ই-মেল পাঠিয়েছে তা জানার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কোনও ঘটনার রহস্য রয়েছে কিনা তা জানতেও তদন্ত চলছে।

পুলিশের অফিসার-কর্মীদের করতে হচ্ছে, অপমানিত হতে হচ্ছে, মানুষের চোখে রাষ্ট্রপতির স্বীকৃতি পাওয়া ত্রিপুরা পুলিশের ইজ্জত আর কিছু অবশিষ্ট নেই। মুখ নীচু করে চলে আসতে হয় তাদের। আবার শাসক দলের নেতা-বিধায়ক হয়েও অনেকেই পাত্তা পান না প্রশাসনের কাছে, বরঞ্চ অফিসারের কথায়

শাসক বিধায়কের হুঙ্কারই সার

ক্যামেরার সামনে বসতে হয় জনপ্রতিনিধিকে। খুঁটির জোর কিংবা খুঁটি চক্র এমনই সক্রিয় এখন এই রাজ্যে। গুরুত্ব পাওয়ার জন্য তৃণমূল নেতারা বিমানবন্দরে নামলেই তালিবানি কায়দায় আক্রমণের ডাক দেওয়া প্রাক্তন তৃণমূল নেতা তথা এখনকার বিজেপি বিধায়ক, সিনিয়র অ্যাডভোকেট অরুণ চন্দ্র ভৌমিক'র মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে পুলিশ গিয়ে উঠেছিল আজ। তার মেয়ে অনিন্দিতা ভৌমিকের সাথে কী একটা ভিডিও নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে নাকি পুলিশের সেখানে যাওয়া। অনিন্দিতা ভিডিও চালু রেখে কথা বলায় দুই মহিলা পুলিশ অফিসার আর কথা না

অফিসের কাজ বিঘ্নিত করে 'আর আমাকে ডিস্টার্ব করবেন না', খুঁজে বেরি য়ে ছেন বাদল এই শুনে পুলিশেরা ফিরতি চৌধুরীকে। মানুষের বাড়িতে,



অফিসের পথ ধরেছেন। তৃণমূলের আলমিরায়, বক্সখাটের ভিতর নেত্রী সায়নী ঘোষকেও হোটেল একজন অসুস্থ বয়স্ক মানুষকে থেকে থানায় ডেকে আনতে গিয়ে পুলিশ বলতেই পারেননি কী কারণে তাকে ডাকা হচ্ছে। বাদল গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন

খুঁজেছিল পুলিশ। নাক-কান সবই কাটা গেছে। বাদল চৌধুরী নিজেই চৌধুরীকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশ হাসপাতালে, • এরপর দুইয়ের পাতায়

মুখ্যসচিবের নির্দেশ 'maintaining aggressive'

হয়েছিলো, তাতে বাঁশের ব্যারিকেড

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জায়গাতেই, কোনও এক (বা সংকীর্তন এর যে গেট নির্মিত ত্রিপুরার কদমতলা ব্লক এলাকার ঐতিহ্যবাহী তারকপুর কালাচাঁদ মন্দিরের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের মহানাম সংকীর্তন এবং মেলার অনুমতি দেয়নি প্রশাসন। শহরের উপকর্ঠে

আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ।। উত্তর অনেকের) অদৃশ্য শক্তির কারণে, বিভিন্ন ধরণের মেলা অনুষ্ঠান ইত্যাদি চলছে। শনিবার শহরের বনমালীপুরে অবস্থিত রামঠাকুর সেবা মন্দিরে শত শত মানুষের ভিড়ে কীর্তন ও মেলা আয়োজিত



শনিবার শহরের বনমালীপুরে অবস্থিত রামঠাকুর সেবা মন্দিরে শত শত ভক্তদের ভিড়ে উৎসবের আয়োজন।

একটি ক্লাবের মাঠে আয়োজিত বইমেলাও বন্ধ হয়ে গেছে প্রশাসনিক নির্দেশেই। সম্প্রতি একইভাবে একের পর এক নানা সরকারি এবং বেসরকারি আয়োজন

হয়েছে। অথচ শনিবার সকালেই জিবি বাজার ব্যবসায়ীবৃদ্দের উদ্যোগে আয়োজিত ৫ দিনব্যাপী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নাম সংকীর্তন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এদিন, বন্ধ হয়েছে। কিন্তু শহরের সন্ধ্যার পরেই প্রশাসনিক প্রাণকেন্দ্রে এবং রাজ্যের নানা তৎপরতায় জিবি বাজারের নাম

দিয়ে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র কীর্তনের দলগুলোকে ভেতরে প্রবেশ করানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কোভিড নিয়ে একদিকে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সকাল থেকেই পশ্চিম থানার সামনে সাধারণ মানুষের পকেট কাটতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অন্যদিকে, সেই তারাই শত শত মানুষের প্রি-প্ল্যানড ভিড়কে চোখে দেখেন না। রাজ্য সরকারের তরফে বলা হয়েছিল, রাজ্যজুড়ে প্রত্যেকটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান খোলা থাকবে। রাজ্য সরকার করোনাকে কেন্দ্র করে গত ৯ তারিখ যে বিধিনিষেধ জারি করেছে, তাতে এ কথাটি স্পষ্টত উল্লেখ আছে। কিন্তু সঙ্গে এও উল্লেখিত যে, বিধিনিষেধ মেনেই খোলা থাকবে প্রতিটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার অলক নির্দেশিকাটিতে স্বাক্ষর করে দ্বিতীয় পাতার ১৭ নং পয়েন্টে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন— 'All religious places may remain

open for public, maintaining

aggressive COVID appropri- ছেড়েছেন। শনিবার মন্দিরটিতে ate behaviour' । ইংরেজি বোঝে এমন যে কোনও স্কুল পড়ুয়াও স্পষ্ট বলে দিতে পারবে, রাজ্যে এই মুহুর্তে প্রত্যেকটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা গেলেও, সেখানে কঠোরভাবে করোনাবিধি পালন

হাজারো মানুষ ভিড় করেছেন। 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' লেখা মন্দিরের গা-ঘেঁষে এদিন শত শত মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেছেন, দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর। রাজ্যে একদিকে যেমন করোনাবিধি



শনিবার জিবি বাজার ব্যবসায়ী বৃন্দ আয়োজিত ৫ দিন ব্যাপী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নাম সংকীর্তন বন্ধ করে দেওয়া হয় প্রশাসনিক উদ্যোগে।

করতে হবে। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নির্বাচনী কেন্দ্রের অন্যতম ধর্মীয় আকর্ষণ তথা শ্রী শ্রী রামঠাকুর সেবা মন্দির কর্তৃপক্ষ গত দু'দিন ধরেই করোনাবিধি পালনের পাত-গলানো অবস্থা করে

পালন হচেছ, অন্যদিকে বিধির পিন্ডি চটকাচেছন শহরের জ্ঞানী-গুণী নাগরিকরাই। এই মন্দিরটিতে পরিচালন কমিটি এবং উৎসব কমিটিতে যারা দায়িত্বে রয়েছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই শহরের 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়



৫ হাজার যাত্রীকে পরিষেবা দেওয়ার মতো ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। বর্দ্ধিত করা হয়েছে চেক-ইন-কাউন্টার

জওয়ানের হিংস্রতায় মুত্যুমুখে যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আসা স্থানীয় লোকজন মারমুখী জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা **আমবাসা, ১৫ জানুয়ারী।। শনিবার** দুপুরে আমবাসা-কমলপুর সড়কের কুলাই বাসুদেবপাড়া এলাকায় একটি মারুতি ভ্যান গাড়ি থেকে হঠাৎ এক যাত্রী অপর এক যাত্রীকে বেধডক পেটাই শুরু করে। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই মারমুখী যাত্রী অপর নিরীহ যাত্রীকে টেনে হিচঁড়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আধ মরা করে ফেলে এবং গাড়ির চালক তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করতে থাকে। আশেপাশের লোকজন এই দৃশ্য দেখে ছুটে আসে কিন্তু ততক্ষণে রক্তাক্ত যুবক জ্ঞান হারায়। ছুটে

শাড়ি ভর্তি গাড়ি আটক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

বিলোনিয়া, ১৫ জানুয়ারি ।। শাড়ি

ভর্তি গাড়ি আটক বিলোনিয়ার

ঋষ্যমুখ এলাকায়। গত দু'দিন ধরে

গাড়িটি ঋষ্যমুখ ফাঁড়ির পুলিশের

হেফাজতে থাকলেও কেউই সামনে

থেকে এগিয়ে এসে তার মালিকানা

দাবি করেনি। পুলিশ সূত্রে জানা

দু'দিন

টিআর-০৮-১৫১৮ নম্বরের ওই

গাড়িটি মতাই এবং গজারিয়া

এলাকায় সন্দেহমূলকভাবে

ঘোরাফেরা করছিল। তবে

বিএসএফ'র কাছে আগে থেকেই

খবর ছিল যে এমন একটি গাড়ি

সীমান্ত এলাকায় আসবে। তাই

বিএসএফ জওয়ানরা আগে থেকেই

সতৰ্ক ছিলেন। হয়তো সেই

কারণেই গাড়িটি সীমান্তে না গিয়ে

ঋষ্যমুখ বাজারে চলে আসে।

ততক্ষণে পুলিশের কাছেও খবর

পৌছে যায়। পুলিশ এবং বিএসএফ

জওয়ানদের গতিবিধি দেখে গাড়ি

চালক সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

পরবর্তী সময় ওই গাড়ি তল্লাশি করে

১০৫ বাভিলে ৬৩০০টি শাড়ি

উদ্ধার হয়। ধারণা করা হচ্ছে,

শাড়িগুলো বাংলাদেশে পাচারের

জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল। তবে

দু'দিন ধরে গাড়িটি ঋষ্যমুখ

ফাঁড়িতেই আছে। এখনও পর্যন্ত

কেউই শাড়ি কিংবা গাড়ির মালিক

দুৰ্ঘটনায় আহত ১৩

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

অমরপুর, ১৫ জানুয়ারি ।। নিয়ন্ত্রণ

হারিয়ে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি এবং

যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ

ঘটে। এতে ফায়ার সার্ভিসের

কর্মী-সহ কমপক্ষে ১৩জন আহত

হন। আহতদের ঘটনার পর

অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে

অমর পুর -যতনবাড়ি সড় কের

পাহাড়পুর এলাকায় এই দুর্ঘটনা।

জানা গেছে, যতনবাড়ি থেকে

ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ডম্বুর

মেলার ডিউটি সেরে গাড়ি নিয়ে

আগরতলার উদ্দেশে আসছিলেন।

তখনই বিপরীত দিক থেকে আসা

যাত্রীবাহী বাসের সাথে মুখোমুখি

সংঘর্ষ ঘটে। বাসটি যাত্রী নিয়ে

শিলাছড়ির উদ্দেশ্যে যাচছিল।

দুর্ঘটনার পর প্রচুর লোক জমায়েত

হয় ঘটনাস্থলে। দুর্ঘটনায় যাত্রীবাহী

বাসটির সামনের অংশ প্রচণ্ড

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের

ক্মীরা জানান, রাস্তায় বাক

নেওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতদের বেশিরভাগই বাসের

যাত্রী। সৌভাগ্যবশতঃ তাদের

কারোর আঘাত গুরুতর নয়।

ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় পলিশ

কর্মীরা সেখানে ছুটে আসেন।

হয়।

বলে দাবি করেনি।

আগে

গেছে,

যাত্রীকে নিরস্ত্র করে আটক করে এবং আমবাসা অগ্নি নির্বাপক দফতর এবং আমবাসা থানায় খবর দেয়। অগ্নিনির্বাপক দফতরের গাডি এবং পুলিশ তৎক্ষণাৎ একসাথেই ঘটনাস্থলে পৌছায়। অগ্নিনির্বাপক দফতরের গাড়ি গুরুতর আহত যাত্রীকে ধলাই জেলা হাসপাতালে পৌছে দেয় আর পুলিশ মারমুখী যাত্রী এবং গাড়ি চালককে নিজেদের হেফাজতে নেয়। পুলিশি জেরায় জানা যায়, গুরুতর জখম যাত্রীর নাম মরণ শীল। অবস্থা এতটাই গুরুতর যে তাকে তৎক্ষণাৎ ধলাই জেলা হাসপাতাল থেকে আগরতলার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ।।

করোনায় আক্রান্তের সঙ্গে মৃত্যুর

সংখ্যাও বাড়তে শুরু করেছে। ২৪

ঘণ্টায় তিন সংক্রমিত মারা

গেলেন। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে

এখন পর্যন্ত ৬জন সংক্রমিত রোগী

মারা গেছেন। এর মধ্যেই

তিনজনের মৃত্যুতে চাঞ্চল্য দেখা

দিয়েছে। এদিন নতুন করে আরও

৫৪৬ জনের শরীরে করোনার মারণ

ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। যদিও

সংখ্যাটা আগের দিনের চেয়ে প্রায়

অর্ধেক কম। তবে করোনার সোয়াব

পরীক্ষাও ২৪ ঘণ্টায় কমিয়ে ৫

হাজার ৭৫২জনে নামিয়ে আনা

হয়েছে।সংক্রমণের হার ছিল ৯.৪৯

শতাংশ। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত

শনাক্ত হয়েছেন পশ্চিম জেলায়

৩৭৬জন। দ্রুত সংক্রমণ বাড়লেও

দু-এক জায়গায় প্রশাসনের মাস্ক

এনফোর্সমেন্ট অভিযান ছাড়া আর

কোনও ব্যবস্থা লক্ষ্য করতে

পারছেন না শহরবাসীরা।

প্রশাসনের গা-ঢিলেমির সুযোগে

দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে আক্রান্ত।

শনিবারও আগরতলায় প্রকাশ্যেই

একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে

ব্যাপক ভিড় দেখা যায়। কিন্তু

মহকুমা অথবা জেলা প্রশাসনকে

সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার

হয়। আর মরণকে পিটিয়ে জিবিপি হাসপাতালে পাঠানো যাত্রীর নাম অভিজিৎ চক্রবর্তী। টিএসআর'র পঞ্চম বাহিনীতে কর্মরত জওয়ান। এদের গাড়ি চালক হল সুরেন বড়ুয়া।জানা যায়, টিএসআর জওয়ান অভিজিৎ চক্রবর্তীর বাডি কমলপুর থানাধীন মানিকভান্ডার এলাকায়। সে এদিন সকালে আগরতলার বাধারঘাট রেলস্টেশন থেকে বাড়ি যাওয়ার জন্য মারুতি ভ্যান গাড়িটি ভাড়া করে। গাড়িতে চালক সুরেনের সঙ্গী হিসাবে মরণ শীলও রওয়ানা হয়। পথেই মরণ এবং টিএসআর

নির্দেশিকা পালন করতে দেখা

মিলেনি। যদিও সাধারণ

নাগরিকদের মাস্কের জন্য জরিমানা

করতে দু-তিন জায়গায় সক্রিয় দেখা

গেছে মহকুমা প্রশাসনকে। অথচ

নেতা

ধর্মীয় - সামাজিক অনুষ্ঠানে

সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে এই

অফিসারদের দেখা মিলে না।

আগের দিন ব্যাপক ভিড়ের মধ্যে

বিজেপির বিধায়ককে সাব্রুমে

মেলার উদ্বোধন করতে দেখা

গিয়েছিল। নেতা-বিধায়কদের

জরিমানা করতে অবশ্য ক্ষমতা নেই

আধিকারিকদের। যদিও সাধারণ

নাগরিকদের জরিমানা করে

তহবিল বড় করে বাহবা লুটছেন

তারা বলে অভিযোগ। রাজ্যে

চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা করোনা

রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪

হাজার ১৩২জনে। অন্যদিকে দেশে

২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত রেকর্ডের দিকে

এগিয়ে যাচ্ছে। সংক্রমণের হারও

লাফিয়ে বাড়ছে। ২৪ ঘণ্টায় দেশে

৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৫জন নতুন

আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে। করোনার

তৃতীয় ঢেউয়ে এক সঙ্গে এত বড়

লাফ আগে কোনও দিন দেয়নি।

আড়াই লক্ষ থেকে সরাসরি দ্বিগুণের

উপর আক্রান্ত বেড়েছে মাত্র ২৪

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাধা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ।। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে

বাধা দেওয়ায় এক যুবককে জেল হাজতে পাঠালো আদালত। পশ্চিম

জেলার সিজেএম অভিযুক্ত মহম্মদ সাকিব মিয়াকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত

জেলহাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে এক তরুণীকে

শ্লীলতাহানি, মারধর, ছিনতাই এবং ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগে মামলা

নিয়েছে পশ্চিম থানার পুলিশ।জানা গেছে, আগরতলার বিটারবন এলাকায়

এক মহিলা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তাকে

বাধা দেয় সাকিব। প্রকাশ্য দিনের আলোতেই মহিলার শাড়ি টেনে খুলে

নেয়। তার গলায় থাকা সোনার চেইন ছিনিয়ে নেয়। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান

করা যাবে না বলে হুমকি দেয়। পশ্চিম থানার পুলিশ এই ঘটনায় মামলা

নিয়ে গ্রেফতার করে সাকিবকে। এলাকার ধর্মীয় সম্প্রীতি নম্ভ করতে চেষ্টা

করার অভিযোগ উঠেছে সাকিবের বিরুদ্ধে। আদালত এই ঘটনায় আগামী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জম্পুইজলা, ১৫ জানুয়ারি ।। শনিবার অল ত্রিপুরা

মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে

সর্বসম্মতিক্রমে বেশ কিছ দাবি গৃহিত হয়েছে। বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে

চক্তিবদ্ধ হিসাবে কর্মরত মাদ্রাসা শিক্ষকদের চাকরি নিশ্চিত করার বিষয়টি

আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই ওইসব মাদ্রাসার শিক্ষকরা দাবি

জানিয়ে আসছেন তাদের চাকরি যেন নিয়মিত হয়। এর জন্য এসপিকিউইএম

মাদ্রাসাগুলিকে সরকার অধিগ্রহণ করার দাবি তোলা হচ্ছে। পাশাপাশি তারা

রাজ্যের অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের মতো বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য

সুযোগ সুবিধা প্রদানেরও দাবি তুলেছেন। শীঘ্রই ওইসব দাবি নিয়ে

শিক্ষকরা মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, সংখ্যালঘু মন্ত্রী-সহ

অন্যান্য মন্ত্রীদের সাথে ডেপুটেশনে মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শিক্ষকদের স

২৪ জানুয়ারি পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট তলব করেছে।

অথবা

প্রশাসনের

কোনও

বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। যা বাড়তে বাড়তে এক সময় মারমুখী রূপ নেয়। কুলাই বাসুদেবপাড়া এলাকায় এই ঝগড়া এতটাই বেলাগাম হয় যে গাড়ি থামিয়ে একজন অপরজনকে পিটিয়ে যমদুয়ারে পাঠানোর পরিস্থিতি তৈরি করে। এদিকে আমবাসা থানার ওসি হিমাদ্রি সরকার জানান, দু'জনকে আটক করা হলেও এখনো কোন লিখিত অভিযোগ না পাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর রুজু হয়নি। তবে তাদেরকে গাড়ি সমেত আমবাসা থানায় আটক করে রাখা হয়েছে।

ঘণ্টায়। এই সময়ে মৃত্যুর সংখ্যাও

বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭১৭ জনে। একই

দিনে আক্রান্ত এবং মৃত্যু দ্বিগুণের

উপর বেড়ে যাওয়ায় চিন্তার ভাঁজ

স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে। এরপরও দেশ

এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে

সংক্রমণ রুখতে কড়া কোনও

নির্দেশিকা নেই। রাজ্যে সবচেয়ে

বেশি আক্রান্ত পশ্চিম জেলায়।

ঝড়ের গতিতে দেশ এবং রাজ্যে

বাড়ছে করোনা আক্রান্ত। স্বাস্থ্য

মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে

সক্রিয় করোনা আক্রান্ত এখন ১৪

লক্ষের উপার। যেভাবে দ্রুত

সংক্ৰমণ বাড়ছে তাতে দ্বিতীয়

ঢেউয়ের রেকর্ডও অতিক্রম করে

নেবে কয়েকদিনের মধ্যেই।

আক্রান্তদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি

মহারাষ্ট্রে, দ্বিতীয়স্থানে দিল্লি।

উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ওমিক্রনে

আক্রান্তের সংখ্যা। এদিকে,

আগরতলায় সদর মহকুমা

প্রশাসনের তিন ডিসিএম সুব্রত

সাহা, সুকান্ত দাস এবং প্রসেনজিৎ

দাসের নেতৃত্বে বিভিন্ন বাজারে

অভিযান করা হয়। বাজারগুলিতে

জিনিসপত্রের দাম ঠিকঠাক রাখা

এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় নিয়ে

এই অভিযান করা হয়। কয়েকজন

ব্যবসায়ীকে জরিমানাও করেছেন

নির্যাতনের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

চড়িলাম, ১৫ জানুয়ারি ।।

আগরতলায় দুই কলেজ পড়ুয়ার

উপর পলিশি নির্যাতনের অভিযোগ

নিয়ে খুমুলুঙে মশাল মিছিল

সংগঠিত করে টিএসএফ। তাদের

কর্মসূচিতে অংশ নেন তিপ্রা মথার

নেতা অ্যান্টনি দেববর্মা, এমডিসি

সোহেল দেববর্মা, জন দেববর্মা,

বিশ্বজিৎ কলয় প্রমুখ। তারা মিছিল

থেকে দাবি তুলেছেন, দুই ছাত্রের

উপর নির্যাতনকারী পুলিশ কর্মীদের

বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা

হোক। মিছিলটি খুমুলুঙস্থিত

টিএসএফ কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে

বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। তাদের

অভিযোগ, পুলিশ এখনও পর্যন্ত

ছাত্রদের তরফ থেকে দায়ের করা

অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা

গ্রহণ করেনি। অথচ ছাত্রদের

বিরুদ্ধেই মিথ্যা মামলা দায়ের করা

হয়েছে। তাই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে

কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে

আগামীদিনে আরও বৃহত্তর

আন্দোলন সংগঠিত করা হবে বলে

প্রশাসনের টিম।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি জিরানিয়া, ১৫ জানুয়ারি।। জিরানিয়া অগ্নিবীণা হলে ওপেন এনএসএস ইউনিটের পক্ষ থেকে শনিবার ২০০ জন দুঃস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এক অনুষ্ঠানে তাদের হাতে শীতবস্ত্রগুলি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিরানিয়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, জিরানিয়া নগরপঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান রতন কুমার দাস, জিরানিয়া নগরপঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন রিতা দাস। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা, এনএসএস

বাইকের ধাক্কায়

আহত যুবক প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি

১৬ বছরের

উধাও মহিলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ১৫ জানুয়ারি ।। ১৬ বছর সংসার করার পর আমচকা উধাও হয়ে গেলেন এক গৃহবধু। সেকেরকোট এলাকার এই ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, ১৬ বছর আগে মহিলার সামাজিকভাবে বিয়ে হয়েছিল বর্তমানে তার এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে। ছেলেটির বয়স ১৬, মেয়ের বয়স ১১ বছর। তাদের সংসারে তেমন কোনও ঝামেলা ছিল না। কিন্তু বছরখানেক ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনও একটি বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য চলতে থাকে। এদিকে, হঠাৎ সেই মহিলা বাডি থেকে উধাও হয়ে যান। মহিলার স্বামীর কথা অনুযায়ী ঘর থেকে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং দুই ভরি স্বর্ণালঙ্কারও উধাও। তাই ধারণা করা হচ্ছে মহিলা স্বেচ্ছায় টাকা এবং স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে কোথাও চলে গেছেন। এই বিষয়ে আমতলি থানাতেও অভিযোগ করেছেন মহিলার স্বামী। জানা গেছে, মহিলার দুই সন্তানও এখন তাদের বাবার সাথে নেই। মা চলে যাওয়ার কিছদিন পর প্রশিকে দিয়ে ছেলেমেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে যান। এখন মহিলার স্বামী একেবারে একা হয়ে পড়েছেন। বাড়িতে আছেন তার বৃদ্ধা মা'ও। কি কারণে ১৬ বছর সংসার করার পরও মহিলা বাড়ি থেকে চলে গেলেন তা কারোর

আধিকারিক ড. চিত্তজিৎ ভৌমিক, জিরানিয়া মহকুমা প্রোগ্রাম অফিসার শঙ্কর দাস প্রমুখ।

উদয়পুর, ১৫ জানুয়ারি ।। উদয়পুর আসাম রাইফেলসের কাছে বাইকের ধাক্কায় আহত হলেন এক যুবক। তার নাম দীপায়ন কর্মকার। বয়স আনুমানিক ১৭ বছর। বাইকের ধাক্কায় রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকলেও তাকে সাহায্যের জন্য কেউই এগিয়ে আসেননি। পরবতী সময় প্রচুর লোকজনের ভিড় দেখে রেডক্রস সোসাইটির একজন স্বেচ্ছাসেবক সেখানে ছুটে যান। তার প্রচেষ্টাতেই আহত যুবককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গেছে, দীপায়ন কর্মকারের নাকে এবং মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। তবে যে বাইকটি তাকে ধাক্কা দিয়েছে সেটির টিকির নাগাল পাওয়া যায়নি।

বোধগম্য হচ্ছে না।

সংসার ছেড়ে

কারণে চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি** ।। মহারাজ টার্মিনাল ভবন শুরু হতেই চরম দুর্ভোগে যাত্রীরা। পায়ে হেঁটে যাত্রীদের বিমানবন্দর থেকে বহু দূর পথ যেতে

টার্মিনাল ভবন যাওয়া পর্যস্ত অটো বীরবিক্রম বিমানবন্দরের নতুন বা অন্য গাড়ি আগে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু বিমানবন্দরের নতুন ভবনটি শুরু হতেই অটোরিকসা পার্কিংয়ের অনুমতি দেওয়া হয়নি।



হয়েছে। অসুস্থ রোগীদেরও পায়ে হেঁটেই বেশ দূরদূরান্তে যেতে হয়েছে। প্রশাসন এবং বিমানবন্দরের গাফিলতির কারণে যাত্রীদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়। অটো চালকরাও টার্মিনাল উদ্বোধনের দিনই আন্দোলনের দিন ঠিক করে নিলো। প্রশাসনও এই অটোচালকদের সামনে মাথানত করে নিয়েছে বলে এরই প্রতিবাদে সকাল থেকে অটো চলাচল বন্ধ রাখা হয়। যে কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে উদ্বোধন হওয়া নতুন টার্মিনাল ভবনে যাত্রীরা আসা মাত্রই দুর্ভোগে পড়তে হয়। অটোচালকরা চলাচল বন্ধ রাখলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে যাত্রীদের গস্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। যে অসুস্থ রোগীদেরও।জানা গেছে, অটো ছাড়া অন্য যানবাহনও টার্মিনাল ভবনের ভেতর যেতে গেলে কয়েকজন বখাটে অটোচালক বাধা দেয়।জানা গেছে, পুরাতন টার্মিনাল ভবনে কম খরচে অটোগুলি পার্কিং করতো। অটোচালকদের কথা অনুযায়ী ভাড়া ঠিক করা হতো। তারা মর্জিমাফিক পার্কিংও করতো। কিন্তু নতুন টার্মিনাল ভবনে পার্কিংয়ের চার্জ বাড়িয়ে দেয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। এনিয়েই শুরু হয় বাগবিতন্ডা। একটা সময় কয়েকজন অটো চালক রাস্তা অবরোধও করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বেশিরভাগ অটো শ্রমিক তাতে রাজী হননি। এসব টানাটানির মধ্যে যাত্রীরা নিজেদের মালপত্র নিয়ে বেশ কিছু পথ পায়ে হেঁটে যান। এদিন সকাল থেকেই এই ধরনের গন্ডগোল চলে। যদিও সকালে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক নতুন টার্মিনাল ভবনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সকালে যাত্রীদের আগরতলা বিমানবন্দরে নামার পর অভ্যর্থনাও জানান।

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE (JR. DIVISION) **BELONIA, SOUTH TRIPURA** Case No. T.S. (Partition) 07/2020

শ্রীমতি ছায়ারানী পাল

তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

শ্রীমতি জ্যোৎস্না পাল এবং অন্যান্যগণ। বিবাদীগণ

৫. শ্রীমতি জ্যোৎস্না পাল

পতি- মৃত বাবুল পাল

পিতা- মৃত দক্ষিণারঞ্জন পাল

থানা- বিলোনীয়

জেলা- দক্ষিণ ত্রিপরা। এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে যেহেতু উপরোক্ত মোকদ্দমার বাদীনী শ্রীমতি ছায়ারানী পাল অত্র আদালতে ভূমি বণ্টনের নিমিত্তে আপনি ও অন্যান্য বিবাদীগণের বিরুদ্ধে উপরোক্ত আদালতে এক মামলা দাখিল করিয়াছেন এবং সেহেতু আপনাকে যাইতেছে যে, আপনি আগামী ২০২২ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসের ০৩ তারিখ পূর্বাহ্নে ১০ ঘটিকার সময় উপরোক্ত আদালতে উপস্থিত হইয়া মামলার উত্তর দিবেন অন্যথায় আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইবে।

অদ্য ২০২২ ইং সনের জানুয়ারি মাসের ০৭ তারিখ আদালতের সিলমোহর যুক্তে অত্র সমন জারির নিমিত্তে জারিকারকের সমীপে দেওয়া গেল।

অনমত্যানসারে স্বাঃ অস্পষ্ট সেরেস্তাদার সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন বিলোনীয়া, দক্ষিণ ত্রিপরা।

ক্রাইম ব্রাঞ্চের নতুন ব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ।। রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ নতুন বাডি পেলো। পুরাতন মহাকরণ ভবনে নতুন ক্রাইম ব্রাঞ্চ অফিসের উদ্বোধন করেন ডিজিপি ভিএস যাদব। শনিবার পুলিশ সপ্তাহে নতুন ক্রাইম ব্রাঞ্চ অফিসটির উদবোধন করা হয়। এতদিন এডিনগরে সিআইডি শাখায় ক্রাইম ব্রাঞ্চ কাজ করছিল। এই অফিসটি এখন থেকে পুরাতন মহাকরণ ভবনে সরিয়ে আনা হয়েছে। ক্রাইম ব্রাঞ্চের নতুন অফিস তৈরির সময় থেকেই বেশ কয়েকবার চুরির অভিযোগ উঠেছিল। প্রায় বছরখানেক ধরে পুরাতন বাড়িটি ঘসামাজা দিয়ে নতুন করা হয়।



উদ্বোধনের পর পুলিশ মহানির্দেশ ভিএস যাদব বলেন, ক্রাইম ব্রাঞ্চকে সব কিছু দিয়েই আলাদা অফিস করে দেওয়া হয়েছে। দ্রুততার সঙ্গে যাতে কাজ করতে পারে এইজন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে নতুন

ভবনে। নতুন ভবন থেকে ক্রাইম বাঞ্চ দ্রুত মামলার তদন্তে এগিয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করছেন ডিজিপি। এদিন নতুন ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রাজ্য পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

আপোশে যেতে চাইছে ট্রাফিক পুলিশ ঃ টিএসএফ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। সার্কিট হাউসে জনজাতি অংশের দুই ছাত্র হেনস্থার ঘটনায় ট্রাফিক পুলিশ মিটমাট করে নিতে চাইছে এই প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে দুই ছাত্রের পক্ষে আন্দোলনে নামা টিএসএফ'র নেতাদের। কিন্তু তারা এই প্রস্তাবে রাজি হননি। শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে টিএসএফ'র প্রতিনিধিরা সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিযুক্ত ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের শাস্তির দাবি তুলেছেন। ট্রাফিক পুলিশের তিনজনের বিরুদ্ধে এফআইআর গ্রহণ করারও দাবি তুলেছেন তারা। তাদের বক্তব্য, ১৩ জানুয়ারি দুই ছাত্রকে মারধর করেছে কিশোর বণিক সহ তিন ট্রাফিক পুলিশ। এই ঘটনায় দুই ছাত্রের বিরুদ্ধেই পুলিশ মিথ্যা মামলা করে। এনসিসি থানা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩২ এবং ৩৫৩ ধারায় মামলাটি নেয়। আমরা কিশোর বণিক সহ তিন ট্রাফিক পুলিশের বিরুদ্ধে মারধর করার অভিযোগ করেছি। কিন্তু আমাদের মামলা নেওয়া হয়নি। উল্টো মামলা তুলে নিতে চাপ দেওয়া হচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশের এক অফিসার এই ঘটনা মিটমাট করে নিতে প্রস্তাব দিচ্ছেন। তারা নিজেদের চাকরি বাঁচাতে মারধর করেছে বলে বারবার বলে আসছে। কারো উপর হাত তুলে কি পুলিশের চাকরি বাঁচাতে হয় ? এই প্রশ্ন তুলেছেন ছাত্র সংগঠন টিএসএফ'র নেতারা। এদিন দুই ছাত্রের উপর পুলিশি হেনস্থার বিচার চেয়ে আন্দোলনে নামে চারটি বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন এবং এনএসইউআই। চার বামপন্থী সংগঠন এসএফআই, ডিওয়াইএফআই, টিএসইউ এবং টিওয়াইএফ'র উদ্যোগে পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অভিযুক্ত ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের সাসপেন্ড করে ঘটনার তদন্তের দাবি করে বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠনের প্রতিনিধিরা। এদিকে, এনএসইউআই'র পক্ষ থেকে লেক চৌমুহনি ট্রাফিক ইউনিটে এসপি'র উদ্দেশ্যে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। ডেপুটেশনে এনএসইউআই'র সভাপতি সম্রাট রায়ের প্রতিনিধিত্বে একটি প্রতিনিধি দল তিন ট্রাফিক পুলিশ কনস্টেবলের শাস্তির দাবি তোলা হয়েছে। পুলিশ সুপারের উদ্দেশ্যে তারা স্মারকলিপিতে ২৪ ঘন্টার সময় বেঁধে দিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে পুলিশ কনস্টেবলের শাস্তির ব্যবস্থা না হলে বৃহত্তরে আন্দোলনে যাবে এনএসইউআই। যদিও শাসক দলের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি এখনও পর্যন্ত দুই ছাত্র হেনস্থার ঘটনায় কোনও মন্তব্য করেনি। সংগঠনের কোনও নেতাকেও ঘটনার তদন্তের দাবিতে ময়দানে নামতে দেখা যায়নি। বিরোধী দলের ছাত্র যুব সংগঠনগুলি টানা তিনদিন ধরেই ঘটনার বিচার চেয়ে আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে, এক অভিযুক্ত ট্রাফিক পুলিশ কনস্টেবলকে ক্লোজড করে গোটা ঘটনা ধামাচাপা দিতে চাইছে ট্রাফিক পুলিশ বলে অভিযোগ উঠেছে। বামপন্থী ছাত্র সংগঠন টিএসইউ'র সদর কমিটির সম্পাদক কৌশিক রায় দেববর্মা জানিয়েছেন, পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের কাছে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি। ১৩ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে চলে আসা ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা দুই কলেজ পড়ুয়াকে মারধর করেছে। এর আগে ৮ জানুয়ারি এলজিবিটি সম্প্রদায়ের চার নাগরিককে পুলিশ হেনস্থা করেছে। ওই ঘটনারও আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি। ডেপুটেশনে ছিলেন জয়দীপ রাউত, বিজয় বিশ্বাস, দীপঙ্কর সরকার সহ অন্যান্যরা।

রিমাডে রামদাস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ।। পিস্তল দেখিয়ে হার ছিনতাইয়ের ঘটনায় কুখ্যাত রামদাস সাহাকে রিমান্ডে নিলো পুলিশ। পূর্ব থানা এলাকার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাব এলাকায় পিস্তল নিয়ে ছিনতাই করতে এসেছিল রামদাস সাহা ওরফে রামু। চিত্তরঞ্জন ক্লাবের সম্পাদক থানায় এই মামলাটি করেছিলেন। পুরনির্বাচনের আগে রামদাস এলাকায় পিস্তল নিয়ে ঘোরাফেরা করেছিল। একজনকে পিস্তল দেখিয়ে মারধর করে। তার গলা থেকে সোনার হারও ছিনিয়ে নেয়। এই ঘটনায় পূর্ব থানার পুলিশ শেষ পর্যস্ত কুখ্যাত রামু দাসকে গ্রেফতার করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ড চাওয়া হয়। যথারীতি আদালত ১৭ জানুয়ারি সকাল ১০টা পর্যন্ত রামদাসকে রিমান্ডে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, রামুর কাছে পিস্তল ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। এই পিস্তল এবং ছিনতাই হওয়া সোনার হার উদ্ধার করতে তাকে রিমান্ডে দরকার। এদিন সিজেএম পিপি পালের কোর্টে রামদাসকে হাজির করা হয়েছিল। জানা গেছে, রামুদাস নিজেও শাসকদলের সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিত। পুরনির্বাচনের আগে চিত্তরঞ্জন এলাকায় শাসকদলের কর্মীদের উপরই আক্রমণ করা হয়। এই ঘটনায় শেষ পর্যন্ত পূলিশ রামুকে গ্রেফতার করে।

অস্থায়ী জেল থেকে

কৈলাসহর, ১৫ জানুয়ারি।। অস্থায়ী জেল থেকে পালিয়ে গেলো দুই বাংলাদেশি। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে কৈলাসহরের আরকেআই স্কুল এলাকায়। এই স্কুলের বয়েজ হোস্টেলে অস্থায়ী জেল বানিয়ে দশজন বাংলাদেশিকে রাখা হয়েছিলো। শুক্রবার গভীর রাতে অস্থায়ী জেল থেকে পালিয়ে যায় দুই বাংলাদেশি। দু'জনেরই বাড়ি বাংলাদেশের কামালগঞ্জের দেবলছড়ায়। তাদের নাম রাজু মাদ্রাজি এবং রানা সন্তাল। এই

দিয়ে ছে। দেখা प्रश বাংলাদেশিকেই সীমান্ত এলাকায় আটক করা হয়েছিলো। তাদের আরকেআই বয়েজ হোস্টেলে রাখা হয়েছিলো। কিন্তু গভীর রাতে দেখা যায় দু'জন বাংলাদেশি নিখোঁজ। সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসহর থানায় এই ঘটনা জানানো হয়। ইনচার্জ ইনসপেকটর নিখিল এস দেববর্মা এবং সাবইন্সপেকটর নারায়ণ দেবকে এই ঘটনার তদন্তে নামানো হয়েছে। বিএসএফ'র ২০ নম্বর ব্যাটেলিয়নের কমান্ডারকেও দুই বাংলাদেশি পালিয়ে যাওয়ার এলাকায় দুই বাংলাদেশিকে আটক করতে পুলাশি এবং বিএসএফ তল্লাশিতে নেমেছে। কিন্তু শনিবার পর্যন্ত পালিয়ে যাওয়া দুই বাংলাদেশির খোঁজ পায়নি পুলিশ। এই ঘটনার পর পুলিশ কতটা সক্রিয় তা আবারও প্রকাশ্যে এসেছে। খুব সহজেই অস্থায়ী জেল থেকে দুই বাংলাদেশি পালিয়ে গেছে বলে অভিযোগ। রাতে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ ঘুমোচিছলেন বলে অভিযোগ। এই সুযোগেই পালিয়ে গেছে দুই বাংলাদেশি।

THE COURT OF THE ADDITIONAL DISTRICT JUDGE KAMALPUR, DHALAI, TRIPURA

Case No: - Civil Misc (G.C) 02/2021

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় প্রশ

Md Abdul Rashid VS

Rumana Bibi

Whereas Md Abdul Rashid has instituted a suit U/S 25 of Guardians wards Act 1890 against Rumana Bibi W/o. Md. Abdul Rasid, D/o. Md. Esub Miah Residence of Kamalpur for getting decree for declaration of his children namely Sabnam Akthar Mahi and Sahed Hussan, to be in the custody of his father namely Abdul Rashid.

Now, it is hereby informed / Noticed to public at large including Rumana Bibi that, if anybody has any claim as to the custody of the said children then to appear in this court in person or by pleader duly instructed, and able to answer all such questions relating to the suit and answer the claim or whether contest the suit, on the 7th Day of March 2022 at 10 am.

Given under my hand and the seal of the Court this 15.01.2022.

Sd/-SENIOR SHERISTADAR Additional District & Sessions Judge Court Kamalpur, Dhalai Tripura.

রোগী নিয়ে আসার পথে দুর্ঘটনাগ্রস্ত অ্যাম্বলেন্স

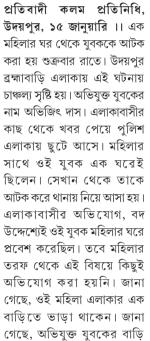


প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৫ জানুয়ারি ।। করোনা আক্রান্ত রোগী নিয়ে হাসপাতালে আসার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অ্যাম্বলেন্স। শনিবার শান্তিরবাজার শহরের রামকৃষ্ণ আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় অ্যাস্থলেন্স এবং অটোর সংঘর্ষ ঘটে। দুর্ঘটনার পর অটোটি সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তবে দুর্ঘটনার ফলে অ্যাম্বলেন্সটি রাস্তাতেই বিকল হয়ে পডে। অ্যাম্বলেন্সে চালক এবং রোগী ছাডা আর কেউই ছিলেন না। যে কারণে দুর্ঘটনার পর চালক বেকায়দায় পডে

যান। অ্যাম্বুলেন্সের পেছনের চাকা বিকল হয়ে যাওয়ায় চালক সাহায্যের জন্য অনেকের কাছে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কেউই করোনা আক্রান্ত রোগীর কারণে এগিয়ে আসতে চাননি। জানা গেছে, কলাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে ওই রোগীকে নিয়ে আগরতলার উদ্দেশ্যে আসছিল অ্যাম্বলেন্সটি। একজন গর্ভবতী মহিলা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বলে তাকে আগরতলায় রেফার করা হয়। অ্যাম্বলেন্স রাস্তার মাঝপথে দাঁডিয়ে

পাশেই ভিড় করেন। শেষ পর্যন্ত অ্যাম্বলেন্স চালককেই পিপিই কিট পরা অবস্থায় রাস্তায় নামতে হয়। তিনি নিজেই গাড়ির চাকা পরিবর্তন করেন। ততক্ষণে দমকল বাহিনী এবং পুলিশ কর্মীরাও ছুটে আসেন। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় একজন রোগী অ্যাম্বলেন্সের ভেতরে ছটফট করলেও কেউই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেননি। প্রায় ২০ মিনিট অ্যাম্বলেন্সটি রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে থাকে। অবশেষে গাডি চালক চাকা সারাই করে রোগীকে নিয়ে থাকে। আর স্থানীয় লোকজন রাস্তার আগরতলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

এলাকাবাসীর শ্লৌলতাহানির মামলায় অভিযোগে আটক যুবক





প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৫ জানুয়ারি ।। এক মহিলার শ্লীলতাহানির মামলায় অভিযুক্ত তিন অভিযুক্তের তিন বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলো আদালত। সাথে আর্থিক জরিমানা করা হয়। ২০১৯ সালের ২৩ জুলাই কল্যাণপুর থানা এলাকায় সেই ঘটনা। নির্যাতিতা বধু ওইদিন স্বামীর সাথে ঝগড়া করে নিকট আত্মীয়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। মাঝপথে তার পথ আটকায় রাজু বর্মণ। সেই যুবক মহিলাকে তার গন্তব্যে পৌছে দেওয়ার নাম করে নদীর পাড়ের নির্জন এলাকায় নিয়ে যায়। রাস্তা থেকে এলাকার আরও দই যবক লিটন দাস এবং ধনঞ্জয় দাস রাজর সাথে যুক্ত হয়। অভিযোগ ছিল, তিনজন মিলে মহিলার শ্লীলতাহানি করেছে। সেই ঘটনার পর নির্যাতিতা মহিলা কল্যাণপুর থানায় তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার রায় ঘোষণা করা হয় শনিবার খোয়াই সিজেএম আদালতে। বিচারক কৌশিক কর্মকার অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করে তিন বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। প্রত্যেককে তিন হাজার টাকা করে আর্থিক জরিমানাও করা হয়েছে।

পুঁথিবা ওয়েলফেয়ার এন্ড কালচারেল সোসাইটি ও পুঁথিবা লাই-হারাওবা কমিটি উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায়

পুঁথিবা লাই হারাওবা উৎসব ও মেলা

সমাপ্তি অনুষ্ঠান

তারিখ মুখ্য অতিথি বিশেষ অতিথি ঃ-

কাঁকডাবন এলাকায়।

১৭ জানুয়ারি, ২০২২, সময় ঃ- সন্ধ্যা ৬টা

ঃ- শ্রী বিপ্লব কুমার দেব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার।

শ্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, মাননীয় মন্ত্রী, জনজাতি কল্যাণ মৎস্য দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।

শ্রী দীপক মজুমদার, মাননীয় মেয়র, আগরতলা পুরনিগম।

শ্রী রামপদ জমাতিয়া, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা।

শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য্য, মাননীয় চেয়ারম্যান, ত্রিপুরা খাদি ও গ্রাম উদ্যোগ পর্ষদ।

ঃ- **ডঃ গঙ্গাপ্রসাদ প্রাসীন**, উপাচার্য্য, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা। সম্মানিত অতিথি

সভাপতি

ঃ- এন নিরঞ্জন দত্ত, সভাপতি, পুঁথিবা লাই-হারাওবা কমিটি।

ধন্যবাদান্তে

দীপক কুমার সিনহা সম্পাদক

পুঁথিবা ওয়েলফেয়ার এন্ড কালচারেল সোসাইটি অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা

Tripura Agartala.

বিশেষ দ্রস্টব্য : কোভিড অতিমারির কারণে সরকারি বিধিনিষেধ মেনে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

ICA/D-1655/2022

ICA/C-3357-22

(2nd call) Notice Inviting Tender / Quotation.

Tenders / Quotations in sealed envelope are invited from the registered travel agency, registered in Tripura, for hiring of 1(one) No. of Scorpio (model- BS-V and above) / Mahindra Xylo / XUV 500(Mahindra) or any other equivalent vehicle, for official use in the office of the Superintendent of Police (Vigilance) Organization, Tripura. The last date of submission of tender/Quotation will be 20/01/2022 (3.00 P.M).

The details terms & conditions may be seen in the Notice Board of the S.P (Vigilance) office. Specifications of vehicle :- Scorpio (model- BS-V and above) / Mahindra Xylo / XUV 500(Mahindra) or any other equivalent vehicle, with the following valid documents. (1) Registration Certificate (Commercial) (2) Tax Token (3) Fitness Certificate (4) Motor Insurance Certificate (5) Pollution under Control Certificate.

Format for quoting rate is given below :-								
SI No.	Name of Work No.	Rate for detention per day in Rs. (In Figures & Words)	Rate per K.M in Rs. (in Figures & Words)					
1	2	3	4 (Diesel) Not exceeding Rs.11/- (Rupees. Eleven) only per kilometer.					
	Scorpio (model-BS-V and above) / Mahindra Xylo / XUV 500 (Mahindra) or any other equivalent vehicle	Not exceeding Rs.1,200/- (Rupees. One thousand and two hundred) only per day.						
10	A/C 2257 22	Sd/- Illegible Superintendent of Police (Vigilance						

বাছুর ঘিরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **অমরপুর, ১৫ জানুয়ারি** ।। শনিবার অমরপুর মহকুমাবাসী এক ভিন্ন ধর্মীর ঘটনার সাক্ষী হলেন। রাংকাং সমতলপাড়ার চৈতন্য দাসের বাডিতে সেই ঘটনা। চৈতন্য দাসের গবাদি পশু এদিন সকালে দুই মাথা বিশিষ্ট বাছুরের জন্ম দেয়। বাছুরের দুটি মাথা দেখে সকলেই অবাক হয়েছেন। বিস্মিত এলাকাবাসী বুঝে উঠতে পারছেন না আসলে কি কারণে এমনটা হলো। এদিকে



বিষয়টি সম্পর্কে অমরপুর প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরকেও জানানো হয়। গরুর মালিক জানিয়েছেন, অনেকদিন ধরেই তিনি গবাদি পশু পালন করছেন। তবে এই ধরনের ঘটনা আগে কখনো তিনি দেখেননি। এদিকে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের আধিকারিক জানান, এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা। তবে এই ধরনের ঘটনা খুব কমই দেখা যায়। বাছুরটিকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে দফতর সব ধরনের সহযোগিতা করবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেছেন। কৌতৃহলি মানুষ চৈতন্য দাসের বাড়িতে আসছেন ওই বাছুরটিকে কাছ থেকে দেখার জন্য। এখনও পর্যন্ত বাছুরটি সুস্থ আছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ জানুয়ারি ।। দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন একজন। শনিবার রাত ৭টা নাগাদ বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন তকসাপাড়া রোড বান্দর খামার এলাকায় এই দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, টিআর-০১-এ-২১১১ নম্বরের কমান্ডার বিশ্রামগঞ্জ থেকে তকসাপাডার দিকে যাচ্ছিল। অপরদিক থেকে টিআর-০৭-বি-০৩৮৪ নম্বরের আরেকটি গাডির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। বিকট আওয়াজ শুনে এলাকাবাসীর ছটে আসে। এদিকে খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ দমকল বাহিনী এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। দুটি গাড়ি আটক করে বিশ্রামগঞ্জ থানায় নিয়ে আসা হয়। অপরদিকে আহত ব্যক্তিকে পুলিশ আসার আগেই নিয়ে যাওয়া হয় তকসাপাডার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে।

বাজার কমিটির সাথে জেলাশাসকের বৈঠক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ **জানুয়ারি** ।। সিপাহিজলার জেলাশাসক এবং বিশ্রামগঞ্জ বাজার কমিটির সদস্যদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। এদিন বিকালে জেলাশাসক অফিসের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মূলত করোনা সংক্রমণ এবং বাজার এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। বিশ্রামগঞ্জ বাজারে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৫০০টি দোকান আছে। প্রত্যেক দোকানে দুটি করে ডাস্টবিন রাখার কথা বলেছেন জেলা শাসক। সেই ডাস্টবিন নিয়মিত পরিষ্কারের জন্য লোক রাখা হবে বলে তিনি জানান। বিশেষ করে স্বসহায়ক দলকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হবে। বাজার কমিটিকে বলা হয়েছে, তারা নিজেরা বৈঠকের মধ্য দিয়ে যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কত টাকা রাজস্ব আদায় করা যেতে পারে। যেকোনও মূল্যেই হোক জাতীয় সড়কের দুই পাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন জেলাশাসক। মূলতঃ করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় সেই কঠোরতা অবলম্বন করা হচ্ছে। বাজার কমিটির সম্পাদক বাবুল সাহা এবং সভাপতি রাম মানিক দেবনাথ ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা জেলা শাসকের সামনে তুলে ধরেন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বাজার কমিটির উদ্যোগেও ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক করা হবে বলে তারা জানান। এদিনের বৈঠকে জিলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য-সহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

ধর্মনগর, ১৫ জানুয়ারি ।। আবারও সংবাদ শিরোনামে উত্তর জেলার যুবরাজনগর ব্লক এলাকা। সংশ্লিষ্ট ব্লকের অন্তর্গত রাধাপুর পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তার নির্মাণ কাজ নিয়ে অভিযোগ করছেন স্থানীয়রা। তাদের কথা অনুযায়ী সিমেন্ট ব্লক দিয়েই যদি রাস্তা নির্মাণ করতে হয় তাহলে প্রথমেই ইট সলিং করা প্রয়োজন। তার উপর পর্যাপ্ত পরিমাণ বালি দিয়ে এরপর সিমেন্টের ব্লক বসানো হয়। কিন্তু রাধাপুর পঞ্চায়েত এলাকায় কোনও ধরনের ইট সলিং না করে মাটির উপর সিমেন্টের ব্লক বসিয়ে দেওয়া হচেছ। বালি ফেলার কোনও বালাই নেই। স্বাভাবিকভাবে স্থানীয়রা এইভাবে রাস্তা নির্মাণ নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন। তাদের কথা অনুযায়ী এলাকায় মাটি কেনার জন্য কোনও টাকাই খরচ হয় না। শুধুমাত্র মাটি কাটতেই যতটা খরচ। করেছেন। যার ফলে কাজটি হচ্ছে একেবারে নিম্নমানের। রাস্তায়

আছে। এলাকাবাসীর দাবি, গ্রামোন্নয়ন দফতরের বাস্তুকার এবং



সিমেন্টের ব্লক বসানো হলেও সেগুলো ফেটে যাচ্ছে। কারণ সঠিকভাবে ব্লক বসানো হয়নি। হলে কাজ করার প্রয়োজন নেই। এত নিম্নমানের কাজ চললেও এর আগেও যুবরাজনগর বুক জনপ্রতিনিধিরা কিছুই বলছে না। এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে অপরদিকে ইট চুরি নিয়েও বহুঅভিযোগউঠেছে।কিন্তু একটি কারোর কোনও হেলদোল নেই। অভিযোগেরও সঠিক কোনও স্থানীয় এক নেতার ভাই আবার যার ফলে শেষ পর্যন্ত স্থানীয়রাই তদন্ত হয়নি। যার ফলে এর রাস্তা থেকে ইট তুলে নিয়ে যাচ্ছে এসবের প্রতিবাদ জানান। তাদের খেসারত পাচ্ছেন স্থানীয়রা।

পঞ্চায়েত প্রধানের উপস্থিতিতে রাস্তা নির্মাণ করা হোক। তা না

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **ধর্মনগর, ১৫ জানুয়ারি ।।** আবারও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় পাচারকালে আটক তিনটি গরু এবং একটি মহিষ। উত্তর জেলার ধর্মনগর। মহকুমার বিষ্ওপুর পঞ্চায়েত

এলাকায় বিএসএফ জওয়ানরা

পশুগুলোকে উদ্ধার করে।

এলাকাবাসীর সূত্র অনুযায়ী ১৩৯

নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা

টহলদারির সময় দেখতে পান

গবাদি

টহলদারির সময়

কয়েকজন পাচারকারী গরু, মহিষ নিয়ে সীমান্তের দিকে আসছে। তারা পাচারকারীদের পেছনে ধাওয়া করেন। তখনই গরু, মহিষ ফেলে রেখেই পাচারকারীরা পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময় উদ্ধারকত গবাদি

পশুণ্ডলোকে বিএসএফ ক্যাম্পে

নিয়ে আসা হয়। শনিবার কদমতলা

থানা পুলিশের হাতে গবাদি

পশুগুলোকে তুলে দেওয়া হয়। এর

আগেও বহুবার একইভাবে

পাচারকালে বিএসএফ জওয়ানরা

পাকড়াও করা যাচ্ছে না।

গরু, মহিষ উদ্ধার করেছে। তবে এইসব ঘটনার সাথে জড়িতদের

অভিমানে আত্মঘাতী বধু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ।। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে আত্মঘাতী গৃহবধু। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা রানিরবাজার থানা এলাকায়। নিহত গৃহবধূর নাম সাদিয়া খাতুন (২৭)। জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন। জানা গেছে, বক্সনগরের বাসিন্দা আনসার আলীর সঙ্গে সাদিয়ার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর প্রথমে আগরতলা ময়লাখলা এলাকায় ভাড়াটিয়া হিসেবে চলে আসেন স্বামী-স্ত্রী। এরপরও তাদের মধ্যে সমস্যার শেষ হয়নি। নিয়মিত ঝগডা চলতো টাকা পয়সা নিয়ে। জানা গেছে পাঁচদিন আগে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে ইদুরের ওষুধ খেয়ে নেয় সাদিয়া। তাকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় জিবিপি হাসপাতাল ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন। পুলিশ এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত করছে। শনিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর তার পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ক্লোজড আভযুক্ত ট্রাফক কনস্টেবল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ।। দুই ছাত্র হেনস্থার ঘটনায় ক্লোজড করে নেওয়া হলো ট্রাফিক পুলিশে অভিযুক্ত কনস্টেবলকে। তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। টুাফিক পুলিশের ডিএসপি কোয়েল দেববর্মা এই তদন্ত করছেন। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্লোজড থাকবেন অভিযুক্ত কনস্টেবল কিশোর বণিক। গত ১৩ জানুয়ারি সার্কিট হাউস মূর্তি প্রাঙ্গণ এলাকায় দুই ছাত্রকে শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ উঠে ট্রাফিক পুলিশের কনস্টেবল কিশোর বণিক-সহ তিন ট্রাফিক পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় লিখিত এনসিসি থানায়

অভিযোগও করেছে টিএসএফ। বিরোধী দলগুলি দুই ছাত্রের পক্ষ নিয়ে টানা তিনদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে এই ঘটনার তদন্ত শুর করেছে পুলিশি প্রশাসন। শনিবার রাজ্য পুলিশের এআইজি সুব্রত চক্রবর্তী এক প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, ঘটনার তদস্ত হচ্ছে। এছাড়া এনসিসি থানায় এই ঘটনা ঘিরে ৫/২০২২ নম্বরের মামলাও তদন্ত হচ্ছে। এই মামলাটি করা হয়েছে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে। অন্যদিকে, আক্রান্তদের পক্ষ থেকে মামলা এখনও এফআইআর হিসেবে নথীভুক্ত করেনি থানা। এই অভিযোগের তদন্ত চলছে বলে রাজ্য পুলিশের দাবি।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 24/EE/KD/2021-22 Date: 11.01.2022

The Executive Engineer, Kumarghat Division, PWD(R&B), Unakoti Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Contractor /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/ Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 31.01.2022 for the following works.

	SI No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST	TIMEFOR	LAST DATE AN TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADIN AND BIDDING	TIMEAND DAT OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADIN AND BIDING	CLASS OF BIDDER
	1	Periodical repair of road from Pecharthal Laljuri road to Machmara Ferighat via Nalkata High School(L= 6.30 KM) from Ch. (0.00 Km to 0.570 Km) & Ch. (0.700Km to 1.600 Km) during the year 2022-23/ SH:- Patch soling, Patch metalling, Carpeting, Road side pucca Drain. Gr-I. DNIT. NO:-89/EE/KD/2021-22	Rs. 23,37,511.00	Rs. 23,375	3(Three) Months				
	2	Periodical repair of road from Pecharthal Laljuri road to Machmara Ferighat via Nalkata High School(L= 6.30 KM) from Ch.(1.600 Km to 3.20 Km) during the year 2022-23/ SH:-Patch soling, Patch metalling, Carpeting, Road side pucca Drain. Gr-II DNIT. NO:-90/EE/KD/2021-22	Rs. 23,44,842.00	Rs. 23,448.00	3(Three) Months				
	3	Periodical repair of road from Pecharthal - Kanchanpur road to Pecharthal - Kanchanpur road Via Machmara Bazar (Total Length = 0.820 KM) during the year 2022-23/ SH:- Patch soling, Patch metalling, Carpeting, Re-carpeting, Seal coat etc. from CH. 0.00 Km to 0.820 Km. DNIT. NO:-91/EE/KD/2021-22	Rs. 18,11,691.00	Rs. 18,117.00	3(Three) Months				
	4	Maintenance of road from NH-08 to Panisagar BSF camp road via Seba Chandra para under PWD(R&B), Pencharthal Sub-Division during the year 2022-23/SH:-WBM, Carpeting, Seal coat etc. at Ch. From 0.30Km to 0.466Km and 0.507Km to 3.45Km) GrI. DNIT. NO:-92/EE/KD/2021-22	Rs. 24,01,419.00	Rs. 24,014.00	3(Three) Months	Up to 15.00 Hrs on 31.01.2022	At 16.00 Hrs on 31.01.2022	https://tripuraten-ders.gov.in	ateClass
	5	Maintenance of road from NH-08 to Panisagar BSF camp road via Seba Chandra para under PWD(R&B), Pencharthal Sub-Division during the year 2022-23/SH:-WBM, Carpeting, Seal coat etc at Ch. From 3.45 Km to 4.03 Km, 4.06 Km to 6.60 Km. GrII. DNIT. NO:-93/EE/KD/2021-22	Rs. 24,23,952.00	Rs. 24,240.00	3(Three) Months	Up to 15.00 Hrs	At 16.00 Hrs	https://tripura	AppropriateClass
	6	Maintenance of road from NH-08 to Panisagar BSF camp road via Seba Chandra para under PWD(R&B), Pencharthal Sub-Division during the year 2022-23/SH:-WBM, Carpeting, Seal coat etc at Ch. From 6.60 Km to 9.75 Km. GrIII. DNIT. NO:-94/EE/KD/2021-22	Rs. 24,08,648.00	Rs.24,086.00	3(Three) Months				
	7	Maintenance of road from NH-08 to Panisagar BSF camp road via Seba Chandra para under PWD(R&B), Pencharthal Sub-Division during the year 2022-23/SH:-WBM, Carpeting, Seal coat etc at Ch. From 9.75 Km to 12.90Km. GrIV DNIT. NO:-95/EE/KD/2021-22	Rs. 24,15,608.00	Rs. 24,156.00	3(Three) Months				
	8	Periodical repair of road from Ashrampally road near Niranjan Das house to Ashrampally road near Anil Dey House(L-0.850 Km) during the year 2022-23/ SH:- Patch WBM, Patch grouting and carpeting etc. DNIT. NO:-96/EE/KD/2021-22	Rs. 17,71,836.00	Rs. 17,718.00	4(Four) Months				
'			•	•	-		Sd/_ IIIa	aiblo	

Sd/- Illegible **Executive Engineer** PWD (R&B), Kumarghat Division Kumarghat, Unakoti Tripura

ICA/C-3351/22

মানিকের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে আরও একটি বিষয়ে চিঠি

লিখলেন বিরোধী দলনেতা

মানিক সরকার। তিনি তার

আগরতলায় হকার উচ্ছেদ

চলছে। স্বাভাবিক চলাফেরার

জন্য ফুটপাথ দখলমুক্ত করে

রাখতে আপত্তির কারণ নেই।

বিকল্পের সন্ধান ও সুযোগ না

পেয়ে সরকারি ব্যবস্থা না

দেখে বেঁচে থাকার তাগিদে

বাধ্য হয়েই অনেকে সম্পূর্ণ

ব্যবসায়ের আশ্রয় নিয়েছেন

কিন্তু বিকল্পের আগাম ব্যবস্থা

ভাঙচুর-লডভভ করে দিয়ে

রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দেয়াকে

কোনওভাবেই সমর্থন করা

যায় না। মানিক সরকার তার

চিঠিতে এ বিষয়গুলো উল্লেখ

হকারদের সমস্যার সুরাহা ও

স্থানান্তর করার বিষয়ে সুপ্রিম

প্রয়োজনীয় পরামর্শ সম্বলিত

করে আরও বলেছেন,

কোর্ট অনেক আগেই

নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু

মুখ্যমন্ত্ৰীকে লেখা চিঠিতে

মানিক সরকার বলেছেন,

হকার তথা অতি ক্ষুদ্র

তিনি আশা প্রকাশ করছেন,

ব্যবসায়ীদের স্বার্থের বিষয়টি

মানবিক দৃষ্টি নিয়ে এবং

আইনি দিকটি বিবেচনায়

বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণে

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন

নেবেন। এর আগেও

বিরোধী দলনেতা।

রেখে যথাযথ সুরাহার জন্য

মুখ্যমন্ত্রী কার্যকরী পদক্ষেপ

অনেকগুলো বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর

তাদের পরিবার সমূহকে

অস্থায়ী এই অতি ক্ষুদ্ৰ

না করে দোকান

চিঠিতে বলেছেন,

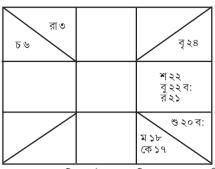
সকলের পায়ে হেঁটে

চলাচলের জন্য উন্মুক্ত

রুজি রোজগারের প্রশ্নে

সাপ্তাহিক রাশিফল

১৬ই জানুয়ারি হতে ২২শে জানুয়ারি



বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ও ড: নির্মল চন্দ্র লাহিডীর অ্যাফিমেরিস অনুসারে আলোচ্য সপ্তাহে সৌরমন্ডলে গ্রহ সমাবেশ এরূপ বৃষে সর্বগ্রাসী রাহু কৃত্তিকা নক্ষত্র। মিথুনে চন্দ্র আদ্রা নক্ষত্রে শুক্লা চতুদর্শীতে অবস্থানরত। বৃশ্চিকে রহস্যময় কেতৃ অনুরাধা নক্ষত্রে এবং দেব সেনাপতি মঙ্গল জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে। ধনুতে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য পূর্ব্যাঢা নক্ষত্রে বক্রি। মকরে গ্রহরাজ রবি উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে, ক্লীব শনি শ্রবণা নক্ষত্রে এবং বালকগ্রহ বুধ শ্রবণা নক্ষত্রে বক্রি। কুম্ভে দেবগুরু বৃহস্পতি শত ভিষা নক্ষত্রে অবস্থান নিয়ে শুরু হয়েছে ১৬ই জানুয়ারি হতে

২২শে জানুয়ারি পর্যন্ত সপ্তাহটি,অধ্যক্ষ ডঃ সুনীল শাস্ত্রী (আগরতলা), মোবাইল ৯৪৩৬৪৫৪৯৯৫/ ৮৭৮৭৪৪৪৯৩৩ Email ID - sunildasbaran4995 @gmail.com.

মেষ রাশিঃ রবি ও সোমবার — শনিবার --- দুর্যোগ কেটে শুভ ভাই-বোনদের সাথে কলহ বিবাদের মীমাংসা হয়ে সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যে দিন দুটি সমস্যাপূর্ণ হতে পারে। মামলা কমবেশি সফলতা বোধ হবে। মোকদ্দমা বা কোর্ট কেসের রায় পক্ষে আসবে। মঙ্গল, বধ ও কন্যা রাশি ঃ রবি ও সোমবার— বৃহস্পতিবার— কলহ, বিবাদ উৎকট উৎকট ঝামেলা ও অপ্রীতিকর ঘটনা

কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বাড়বে এবং ব্যবসায় শুভ ফল পাবেন। শিক্ষার্থীদের মনোবল চাঙ্গা করে তুলবে। যোগ্য কর্ম ও উচ্চ শিক্ষার্থে

শতাংশ।

বৃষ রাশি ঃ রবি ও সোমবার— ধন উপার্জনের সকল পথই খুলে যাবে। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন সুযোগ আসার সম্ভাবনা আছে। প্রেম, রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ ও বন্ধত্ব শুভ ফল দেবে।মঙ্গলে, বুধ ও বৃহস্পতিবার— কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভাই-বোন আত্মীয় পরিজনের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে। আপনার মান-সম্মান, যশ অনেকগুণ বাড়বে। মায়ের শরীর স্বাস্থ্যের জন্যে দুশ্চিন্তা বোধ হতে পারে। মন, সুর-সংগীত, অব্যাহত থাকবে। আটকে থাকা আধ্যাত্মিকতা ও পরোপকারের সকল কাজেই সফলতা পাবেন। প্রতি আকৃষ্ট থাকবে। শুক্র ও গুহে অতিথি সমাগম হতে পারে। শনিবার --- গৃহে কলহকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। গৃহ পারে। শুক্র ও শনিবার ---শান্তি পেতে গেলে জীবন সাথীর মতামতকে গুরুত্ব দিন। গৃহবাড়িতে বয়স্ক লোকের সাহার্যে মীমাংসা অতিথি সমাগম হতে পারে। হবে। পিতামাতার শরীর স্বাস্থ্য ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

মনোবল, জনবল, অর্থবল ও শিক্ষাগত ফলাফল ভাল হবে। সুনাম-যশ বাড়বে। আপনি আপনার শ্রমের মর্যাদা পাবেন। . বৃশ্চিক রাশিঃরবিও সোমবার— ব্যবসা বাণিজ্যে শুভ ফলের আশা করতে পারেন। প্রেমিক-প্রেমিকা ফলের মাত্রা বেড়ে যাবে। খুব বেশি বুঝেশুনে দিন দুটি বহস্পতিবার— ধন উপার্জনে খুবই চিটিংবাজ ও অজ্ঞাত পার্টি থেকে সাফল্য পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে প্রচার প্রসার ঘটবে। আটকে থাকা সকল কাজেই উন্নতি পরিলক্ষিত কেটে ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার কাছে হবে। বিদ্যা শিক্ষায় ব্রতীদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করবে। শুক্র ও শনিবার— ভাই-বোনদের সাথে হবে। বিদেশ গমন ও স্বদেশ সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বাড়ুবে। তাদের প্রত্যাবর্ত ন শুভ ফল দেবে। থেকে সহযোগিতা পাবেন। সন্তানগণ প্রতিযোগিতামূলক ভাই-বোনদের চিকিৎসায় সফল হবেন। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ। কর্কট রাশিঃ ররি ও সোমবার— খরচ, দুশ্চিন্তা, সুখ, দুঃখ দুর্দশা সমানতালে সংগঠিত হতে পারে। বাড়িতে কোন বয়স্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে উঠতে পারে। সমাগম হতে পারে। ভাগ্যের মান সহ-কর্মীদের সাথে মতানৈক্য সৃষ্টি ৬০ শতাংশ। হতে পারে। মঙ্গল, বুধ ও **ধনু রাশিঃ** রবি ও সোমবার— বৃহস্পতিবার— আপনার সুনাম-যশ, মান-মর্যাদা অনেকগুণ বাড়বে। দুর্যোগের মেঘ কেটে গিয়ে সুদিনের নাগাল পাবেন। গৃহে অতিথি সমাগম হতে পারে। নিত্যনতুন ব্যবসা বাণিজ্যের স্বপ্ন পূরণে সময়টি রেকর্ড সৃষ্টি করতে পাবে। শুক্র ও শনিবার— আপনার উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকবে। বাণিজ্যিক সফর লাভদায়ক হবে। দূর থেকে কোন সুসংবাদ শ্রবণ হতে পারে। পিতামাতার থেকে ভরপুর সাহার্য সহযোগিতা পাবেন। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

সিংহ রাশি ঃ রবি ও সোমবার— পাওনা টাকা আদায় হবে। আটকে থাকা সকল কাজে সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে। প্রেমিক-প্রেমিকা দিন দুটিতে অতিব শুভ ফল পেতে পারেন। মন ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও পরোপকারে আকৃষ্ট থাকবে।মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার— গৃহে উৎকট উৎকট ঝামেলা ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে। কোন বয়স্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে উঠতে পারে। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। শুক্র ও

সময়ের নাগাল পাবেন। আপনার মনোবল যশ ও সুনাম অনেকগুণ বাডবে। যে কাজেই হাত দেবেন ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

বেকার যবক-যবতিরা কর্মপ্রাপ্তির সন্ধান পাবেন। কর্মে শাস্তিমূলক আপনাকে জীর্ণ করে তুলবে। আদেশ প্রত্যাহার হবে।কর্মক্ষেত্রে বাণিজ্যিক সফর লাভদায়ক হবে। শান্তিও সুস্থিতি ফিরে পাবেন এবং উচ্চ পদ প্রাপ্তির রাস্তা খুলবে। বাড়তি দায়িত্বও পালন করতে হতে মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার ---পারে। শুক্র ও শনিবার--- আপনার জয়যাত্রা অব্যাহত বিদ্যাশিক্ষায় ব্রতীদের জন্যে স্বর্ণ থাকবে। পাওনা টাকা আদায় স্যোগ অপেক্ষা কর্বে। কর্ম ও হবে। সর্ব কাজেই সফলতা বোধ হবে। চিকিৎসা ব্যবস্থায় অগ্রগতি হবে। কর্ম ও ব্যবসায় সুস্থিতি ফিরে পাবেন। শুক্র ও শনিবার ---বিদেশ গমনের স্বপ্ন পূরণের দিকে শুভাশুভ মিশ্র ফল পাবেন। ধাবিত হবে। ভাগ্যের মান ৭০ দীর্ঘদিনের রোগ ভোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তা পাবেন। বিদেশ ভ্রমণে সুফল পাবেন। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

> **তুলা রাশিঃ** রবি ও সোমবার— দুর্যোগের মেঘ কেটে গিয়ে সুদিনের নাগাল পাবেন। যে কাজেই হাত দেবেন কমবেশি সফলতা বোধ হবে। গৃহে নতুন আসবাবপত্র, বস্ত্রালঙ্কার বা ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয় হতে পারে। ভ্রমণকালীন সুফল পাওয়ার যোগ আছে। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার--- আপনার যাত্রা ব্যবসায় আলোর মুখ দর্শন হতে পারিবারিক ঝড় ঝামেলা কোন ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

দিন দুটিতে শুভ অপেক্ষা অশুভ পারিবারিক ঝগড়াঝাঁটি চরম সাবধানতা বাঞ্চনীয় হবে। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার--- অশুভত্ব এসে ধরা দেবে। যে কাজেই হাত দেবেন কমবেশি সফলতা বোধ দার খুলবে। শুক্র ও শনিবার— কর্মক্ষেত্রে সুনাম ও সুস্থিতি অক্ষুন্ন থাকবে।কর্মে প্রচার প্রসার ঘটবে। বেকার যুবক-যুবতিরা কর্মপ্রাপ্তির সন্ধান পাবেন। গুহে অতিথি

বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের দিনক্ষণ স্থিরীকৃত হবে। প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের প্রেমের স্বীকৃতি পাবে। মান ৬০ শতাংশ।

ব্যবসায় আলোর মুখ দর্শন হবে। গহে আসবাবপত্র, বস্ত্রালঙ্কার বা ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয় হতে পারে।মঙ্গল, বধ ও বহস্পতিবার— শুভা শুভ মিশ্র ফল প্রদান করবে। পিতামাতার সঙ্গে কারণে অকারণে মনোমালিন্য সৃষ্টি হতে পারে। চোর, চিটিংবাজ ও অজ্ঞাত পার্টি থেকে সাবধান থাকন। অত্যধিক নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবনে সমস্যা ডেকে আনবে। শুক্র ও শনিবার— ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। সব কাজেই কিছু না কিছু সফলতা পাবেন। কোন মাঙ্গলিক অনষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ।

মকর রাশি ঃ ররি ও সোমবার— সিজন্যাল রোগ ব্যাধির সাথে পুরাতন রোগ ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বেড়ে যাবে। জীবন সাথীর শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিস্তার কারণ হতে পারে। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার— বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকা সতর্কতার সহিত চলাফেরা করুন। ব্যবসায় শুভ ফলের আশা করতে পারেন এবং ব্যবসায় প্রচার প্রসার বাড়বে। শুক্র ও শনিবার— দিন দুটিতে শুভাশুভ মিশ্র ফল পাবেন। যেমন আয় তেমন ব্যয় সম্পদের খাতে থাকবে শূন্য। লটারী, ফাটকা, জুয়ায় বিনিযোগ না করাই ভাল হবে। ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ।

কুম্ভ রাশিঃ রবি ও সোমবার— সস্তানদের মনোবল অনেকগুণ বাড়বে। তারা শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনে ভাল ফলাফল করবেন এবং উচ্চ শিক্ষার দার খলবে। আপনি আপনার যোগ্যতার পূর্ণ ফল পাবেন। মঙ্গল, বুধ ও খারাপ হলেও চিকিৎসা ব্যবস্থায় বৃহস্পতিবার— শরীর স্বাস্থ্য ভাল মিথুন রাশি ঃ রবি ও সোমবার— ভাল সাড়া পাবেন। সন্তানদের না থাকায় কোন কাজেই মন বসবেনা। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বেড়ে যেতে পারে। শত্রুরা আপনার ইমেজ নম্ট করতে চাইবে। শুক্র ও শনিবার — বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়ে যাবে এবং অতিবাহিত করবেন। মঙ্গল, বুধ ও আকার নিতে পারে। চোর, তৎপরে বিবাহকার্য সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হবে। প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমের স্বীকৃতি পাবে। ব্যবসায় প্রচার প্রসার ঘটবে। ভাগ্যের মান

> মীন রাশি ঃ রবি ও সোমবার— গৃহে কলহকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকা সাবধানে চলাফেরা করুন। মায়ের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ যেতে পারে। প্রীক্ষায় সফল হয়ে উচ্চ শিক্ষার মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার ---ছাত্র-ছাত্রীদের সুনাম-যশ, অক্ষুন্ন থাকবে। তারা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে। উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির জন্যে মনোমত প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাবেন। আপনি আপনার শ্রমের পূর্ণ মর্যাদা পাবেন। শুক্র ও শনিবার ---দীর্ঘদিনের ভোগ্য পীড়া থেকে আরোগ্য লাভের সুযোগ পাবেন। শরীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় কোন কাজেই মন বসবে না। ভাগ্যের

বেকারদের এই বিষয়গুলো তুলে শুধু তাই নয়, সরকারি চাকরির জিবিপিতে স্থায়ী

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে সফলভাবে স্থায়ী পেসমেকার প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। উদয়পুর বনদুয়ারের বাসিন্দা ৪৯ বছর বয়স্ক ভদ্রলোক মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। তার হার্টে ব্লকেজ ধরা পড়ে। তিনি রাজ্যের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন। সেখানে ব্যয়সাধ্য চিকিৎসার এরপর দুইয়ের পাতায় কথা মাথায় রেখে তিনি গত ১১

আজ রাতের ওষুধের দোকান নৰ্থ ইস্টাৰ্ন হাউজ ৯৮৬৩৮৫৫৮৮৮

নেয়। বিশেষ করে তামিলনাডুর এআইডিএমকে ও উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস সরকার। তখন এই দ'দলের রাজনৈতিক আঁতাত ছিল। ধর্মঘটের আগের দিন অর্থাৎ ১৮ জানয়ারি ১৯৮২তে হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষকে গ্রেফতার করা হয়। ধর্মঘটের দিন খুন করা হয় তামিলনাডর নাগাপত্তনম জেলার অঞ্জন, নাগুরান ও গুনশেখরন নামক তিনজন শ্রমিককে। এর প্রতিবাদে সারা ভারতের শ্রমজীবী মানুষ সেদিন রাস্তায় নেমে পড়েন। আর তখনই উত্তরপ্রদেশে ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটে। পবিত্র কর আরও বলেন, ওইদিন বেনারস হিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা কৃষি শ্রমিকদের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে পড়েন। ওই বন্ধের সমর্থনে জাতীয় স্তবের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা বক্তব্যও রাখেন। সেদিন উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের পুলিশ ওই সভায় ব্যাপক লাঠি চালায় এবং ২৫০ জন ছাত্রকে গ্রেফতার ১৯৮২ সালের ১৯ জানুয়ারি করে। এর প্রতিবাদে বেনারসের সিআইটিইউ'র নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষক বাবুরি বাজার এলাকায় হাজার

অবরোধের নেতত্বে ছিলেন কষি শ্রমিক পরিবারের যব নেতা ভোলা। অচল স্তব্ধ ও অবরুদ্ধ বেনারসকে মক্ত করতে মঘলসরাই থেকে পলিশ ইনসপেকটর সত্য নারায়ণ সিং এক এসে ধর্না স্থলে বিনা প্ররোচনায় গুলি চালাতে শুরু করেন। সেই গুলি এসে লাগে যুব নেতা ভোলার বুকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ভোলার। স্বাধীন ভারতের শ্রমজীবী মানুষের 'প্রথম শহিদ'। এদিকে, তিনি আরও জানিয়েছেন, কাছেই ছিলেন ভোলার ছোট ভাই লালচাঁদ। তিনি ছিলেন এসএফআই-এর বেনারস জেলা (তৎকালীন) কমিটির নেতা। দেখে লালচাঁদ ওই আন্দোলনের নেতৃত্ব তৎক্ষণাৎ নিজের হাতে তুলে নিয়ে ধর্না চালাতে থাকেন। গুলি চালিয়েও আন্দোলন থামাতে না পেরে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ সত্য নারায়ণ সিং এর আদেশে লালচাঁদকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় পুলিশ। গুলি লাগে লালচাঁদের মাথায়। তিনি লুটিয়ে পড়েন। দাদা ভোলার সাথে মৃত্যু হয় লালচাঁদের। লালচাঁদ হলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম শহিদ ছাত্র নেতা। লালচাঁদ ছিলেন বাবুরির অশোক ইন্টার কলেজের ছাত্র কমিটির আহ্বায়ক। এই খুনের সাথে সাথে উত্তাল হয়ে ওঠে পুরো উত্তরপ্রদেশ। ওই গুলি চালানোর ফলে ৩২ জন আন্দোলনকারীও আহত হন। ওই তীব্র আন্দোলনের ফলে ভীত সন্ত্রস্ত উত্তরপ্রদেশের প্রশাসন শহিদ ভোলা ও লালচাঁদের দেহ পর্যস্ত লোপাট করে দেয়।ওই দুই শহিদের দেহ পরিবারের হাতে তুলে না দিয়ে প্রশাসন ঘটনা স্থল থেকে ৭৫ রামসাঁচীর অস্থায়ী শ্মশানে নিয়ে পবিত্র কর জানিয়েছেন।

১৯ জানুয়ারি সংহতি দিবস

নিয়ে একদিনের ধর্মঘট ডাক

দিয়েছিল। অত্যন্ত দরবস্থায় ছিলেন

তৎকালীন শ্রমজীবী মান্য। সঠিক

সময়ে ও সঠিক মূল্যে মজুরিও

পেতেন না। এই দাবিকে সমর্থন

জানিয়েছিল সিপিআইএম.

সিপিআই, ফরোয়ার্ড ব্লক, ডিএসপি,

বিজেপি, জনতা পার্টি, লোকদল,

জনবাদী পার্টি প্রমুখ রাজনৈতিক

দল। সেটাই ছিল স্বাধীন ভারতের

প্রথম শ্রমজীবী মানুষের ডাকা

সক্রিয় সফল ধর্মঘট। এই ধর্মঘটকে

বানচাল করতে তৎকালীন বিভিন্ন

রাজ্য সরকার দমনপীড়নের আশ্রয়

হাজার শ্রমজীবী কৃষক মিছিল ও

ধর্না শুরু করে দেন অবরুদ্ধ হয়ে

পড়ে পুরো বেনারস। পুরো

গিয়ে পুড়িয়ে দেয়। পরে প্রচার করে দেয়ার চেষ্টা করেছিল এই দই শহিদ ছিলেন নক্সাল। আন্দোলনকারীরা তো বটেই সারা দেশের শ্রমজীবী মান্য ও ছাত্র সমাজ আজও মেনে বিশাল প্রদেশ আর্মড ফোর্স সহ নিতে পারেননি ওই হত্যাকাণ্ড। এখানেই থেমে থাকেনি উত্তর প্রদেশের সরকার। একই সাথে কৃষি শ্রমিক আন্দোলনকারীদের সঙ্গে থাকা একাধিক সিপিআইএম নেতৃত্বকে সাজানো এনকাউন্টারে 'নিকেশ' করার পরিকল্পনা করেছিল উত্তর প্রদেশের তৎকালীন সরকার। কিন্তু সিপিআইএম দল তীৱ প্রতিরোধের মাধ্যমে তা মোকাবিলা করে। ডাক দেওয়া হয় সারা ভারতে শহিদ দিবসের। সেই থেকে আজও দাদাকে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে ১৯ জানুয়ারি বেনারসের যা এখন চানদৌলি জেলা বলে পরিচিত সেই বাবুরি বাজারে কৃষক শ্রমিক মজদর ছাত্র ছাত্রীদের যগাভাবে বিশাল সমাবেশ সংগঠিত হয়ে আসছে এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম শ্রমজীবী ও ছাত্র শহিদ ভোলা ও লালচাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। যা সারা ভারতে আজ সমাদৃত। এদিকে, পবিত্র কর জানিয়েছেন, ওই ঐতিহাসিক আন্দোলন আজও শ্রমজীবী মানুষের কাছে অনুপ্রেরণা। তাই সিআইটিইউ, সারা ভারত কৃষক সভা ও সারা ভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়নের ডাকে ১৯ জানুয়ারি স্মরণ ও জমায়েতের মাধ্যমে ওই প্রথম আন্দোলনকে ও শহিদদের স্মরণ করবে ও আগামী ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারির ভারত বন্ধের প্রচার শুরু করবে। এই রাজ্যেও বিভিন্ন স্থানে স্মরণ করা হবে ওই ঐতিহাসিক মৃহূর্তকে শুরু হবে প্রচার কর্মসূচি। করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই এই কিলোমিটার দূরে গয়ানপুরের আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে বলে

লন করার সিদ্ধান্ত রাজ্যে প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানয়ারি।। আগামী ১৯ জানয়ারি সিআইটিইউ, সারা ভারত কষক সভা ও সারা ভারত ক্ষি শ্রমিক ইউনিয়নের ডাকে পালিত হবে কৃষি শ্রমিক সংহতি দিবস। স্বাধীন ভারতের প্রথম শ্রমিক ধর্মঘটের চল্লিশ বর্ষপূর্তি দিবস হিসেবেও ওই দিনটি পালিত হবে। ১৯৮২ সালের ১৯ জানুয়ারি সারা ভারত প্রত্যক্ষ করেছিল শ্রমজীবী মানুষের ওপর পুলিশের চরম অত্যাচার সভ্যতার কলঙ্ক জনক ঘটনা।সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর এই তথ্য দিয়ে বলেছেন, তাকে সামনে রেখেই আগামী ১৯ জানুয়ারি সমস্ত জায়গায় স্থানীয়ভাবে, জেলা স্তরে ব্যাপক জমায়েত (কোভিড বিধি মেনে) ও আলোচনা চক্রের মাধ্যমে স্মরণ করা হবে ওই ঐতিহাসিক মৃহূর্তকে। একই সাথে মান্যকে আগামী ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ডাকা ভারত বন্ধের সমর্থনে প্রচার শুরু হয়ে যাবে। সিআইটিইউ, সারা ভারত ক্ষক সভা ও সারা ভারত ক্ষি শ্রমিক ইউনিয়নের ডাকে ওই দিনের 'কৃষি শ্রমিক সংহতি' দিবস কর্মসূচির মাধ্যমে শুরু হয়ে যাবে আসন্ন ভারত বন্ধকে নিয়ে ঘরে ঘরে প্রচার বলে দাবি করেন সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর। তিনি আরও বলেন, এ সময়ের মধ্যে ১৯ জানুয়ারি যে শহিদান দিবস পালন করা হবে তার কর্মসূচি নিয়ে বিভিন্ন প্রচার জারি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

বাশ ব্যবসায়ীদের

বাইপাসে যাওয়ার পরামর্শ



মজদুররা একত্রে মিলিতভাবে

তাদের অর্থনৈতিক নিজেদের দাবি

দাওয়া বিশেষ করে মজুরির দাবি

রোডওগ্রাফারদের ফের ডেপুর্টেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। রেডিওগ্রাফার বেকারদের তরফে স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তার উদ্দেশে আবারও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। শনিবার স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তার সাথে দেখা করে রেডিওগ্রাফার বেকারদের তরফে এক প্রতিনিধি দল গোটা বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছেন। তার আগেও রেডিওগ্রাফাররা স্বাস্থ্য অধিকর্তার সাথে দেখা করে তাদের বক্তব্যগুলো তুলে ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা দাবি করেছে, ২০১৬ সালের পর আর তাদের সরকারি পদে অর্থাৎ সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের শূন্যপদে চাকরি দেওয়া হয়নি। মানে ছয় বছর ধরে তারা সরকারি চাকরি পাচেছ না।

ধরে তারা দাবি করেছেন, বিভিন্ন হাসপাতাল, পিএইচসি, সিএইচসি'তে রেডিওগ্রাফারদের স্বল্পতা রয়েছে। বিগতদিনে ল্যাব টেকনিশিয়ানদের পদে নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে সরকার উদ্যোগী হলেও রেডিওগ্রাফারদের নিয়ে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এদিন স্বাস্থ্য অধিকর্তার সাথে দেখা করে তারা তাদের দাবিগুলো জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, এ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ডিথিধারী বেকাররা আন্দোলনে শামিল হয়ে তারা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সরকারের বিভিন্ন দফতরে শূন্যপদ পড়ে থাকলেও তা পূরণ করার সরকারি উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ অবিজেপি শিবিরের।

দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ বামপন্তী ছাত্র যব সংগঠনের। এ সময়ের মধ্যে রেডিওগ্রাফার সহ অন্যান্য বেকারদের দাবিগুলো আদৌ পূরণ হবে কি না সেটা সময়ই বলবে।তবে রাজনৈতিক মহল বেকারদের বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। সরকারের পক্ষে থাকা যুব সংগঠন অবশ্য এখন চাকরি ইস্যুতে প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাইছে না। আবার এসব বিষয় নিয়ে বিরোধী ছাত্র যুব সংগঠন সরব হলেও তারাও তাদের পছন্দের রাজনৈতিক দলের সরকারের আমলে নীরব ছিল। করোনা পরিস্থিতিতে এসব ডিগ্রিধারী বেকারদের নিয়োগের জোরালো দাবি করেছে সংগঠন কর্তারা। সরকার এ বিষয়ে কতটা আন্তরিক হবে তা সময়েই জানান দেবে।

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি

ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক

সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।

প্রতিটি সারি এবং কলামে ১

থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই

ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X

৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহার

করা যাবে ওই একই নয়টি

সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি

যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার

প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

সংখ্যা ৪০৫ এর উত্তর

2 3 8 1 6 5 7 9 4

6 9 4 8 3 7 1 2 5

8 2 3 5 7 1 9 4 6

9 4 6 3 2 8 5 1 7

1 7 5 6 4 9 2 8 3

4 8 7 9 5 2 3 6 1

5 6 9 4 1 3 8 7 2

3 1 2 7 8 6 4 5 9

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান না। তাছাড়া এনিয়ে একটি আদালতে। এদিকে হাওডা নদীর উত্তর দিকের পাড়ের আবাসনের। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ সে আবাসনে যেতে রাজি নয়। আবার কেউ নিগমের তরফে। জবরদখলের প্রমাণ পাওয়া যাবে।

আগরতলা, ১৫ জান্য়ারি।। চললেও হাওডা নদীর দু'পাড আগরতলা পুর নিগমের তরফে আদৌ বর্তমান পুর নিগম শহরকে জবরদখলমুক্ত করার জবরদখলমুক্ত করতে পারে কি নতুনভাবে প্রয়াস নেওয়া শুরু না সেটাই এখন দেখার বিষয়। হয়েছে। হাওড়া নদীকে কেন্দ্র তাছাড়া বাঁশ ব্যবসায়ীরা সস্থানে নেওয়া হয়েছিল, সেই প্রকল্পের আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল। এই বাস্তবায়নও সম্ভব হচ্ছে না। বিষয়ে কোনও কোনও মহল কারণ, যেসব বাঁশ ব্যবসায়ীরা থেকে জোর চর্চা শুরু হলেও রয়েছেন তারা হাওড়া নদীর হাওড়া নদীকে কেন্দ্র করে রাজ্য দক্ষিণাংশ থেকে যেতে চাইছেন সরকার কিংবা পুর নিগমের যে স্বপ্ন দেখা শুরু তার বাস্তবায়ন মামলাও চলছে ত্রিপুরা উচ্চ হবে কি না সেটা সময়ই বলবে। আবার, শহরের কোথাও কোথাও দীর্ঘ বছর ধরে যারা জবরদখল নাগরিকদের একটা বিরাট করে আছে তাদের উচ্ছেদ অংশকে রাধানগরে বিকল্প করতে পুর নিগম সক্ষম হবে কি হিসাবে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল না সেদিকেও তাকিয়ে আছে শহরের শুভব্দ্ধিসম্পন্ন মান্ষ। জ্যাকশন গেট, কামান চৌমুহনি কিংবা বিস্তীর্ণ এলাকার পুরোনো কেউ সেখানে গেলেও বিকল্প দিনের যে জায়গা দখল করে একটি সুযোগের সন্ধানে হাওড়ার ব্যবসায়ীরা বসে আছে সেই পাড়েই বসতি স্থাপন করে জবরদখলমুক্ত করার লড়াই করে রয়েছেন। গত কয়েকদিন ধরে শুরু করবে পুর নিগম, তার তা নিয়ে যথেস্ট চর্চা চলছে। অপেক্ষায় রয়েছে শহরবাসী। শুধ তাছাড়া এর আগেও ফরেস্ট তাইনয়, বিভিন্ন বড় বড় ব্যবসায়ীরা অফিস সংলগ্ন নাগরিকদের শহরের সরকারি জায়গা দখল করে উচ্ছেদ নোটিশ ধরিয়ে দিয়ে মহা দোকানের পরিসর বাড়িয়েছে। সমস্যায় পড়েছিল পুর নিগম। সেখানে অভিযান চালাতে নির্দেশ এবার অবশ্য কঠোর ভূমিকা দিতে পারবেন মেয়র দীপক পালন করার কথা বলা হচ্ছে পুর মজুমদার ? সময়েই সবকিছুর

বিনামূল্যে স্থায়ী পেসমেকার পেসমেকার প্রতিস্থাপন প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ

জানুয়ারি।। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে বিনামূল্যে স্থায়ী পেসমেকার প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রোগীর হাদযন্ত্রে ইতিমধ্যে সফলভাবে অস্থায়ী পেসমেকার প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। উদয়পুর কাঁকড়াবনের বাসিন্দা ৭৩ বছর বয়স্ক ভদ্রলোকের হার্টে ব্লকেজ ধরা পড়ে ও হার্ট ফেলিউর হয়। তিনি গত ১৩ ডিসেম্বর এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখান থেকে গত ১১ জানুয়ারি জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিওথোরাসিক অ্যান্ড ভাসকুলার সার্জারি

(সিটিভিএস) বিভাগে স্থানান্তরিত

প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন চিকিৎসকরা। গত ১২ জানুয়ারি সিটিভিএস ক্যাথ ল্যাবে অস্থায়ী পেসমেকার প্রতিস্থাপন করেন সিটিভিএস ইউনিটের কনসালট্যান্ট ডাঃ কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য। অ্যানেসথেসিস্ট ছিলেন ডাঃ সুরজিৎ পাল। এখন রোগীর অবস্থা স্থিতিশীল। উল্লেখ্য আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের বেনিফিশিয়ারি কার্ড তার রয়েছে। তাই এজিএমসি অ্যান্ড

জানুয়ারি এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি হন। জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিওথোরাসিক অ্যান্ড ভাসকুলার সার্জারি (সি টি ভি এস) বিভাগে তার স্থায়ী পেসমেকার প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন চিকিৎসকরা। এখানে বিভিন্ন ডিভাইসের জন্য আনুষঙ্গিক খরচ বেসরকারি হাসপাতালের প্রায় অর্ধেক। এই খরচটুকু এপিএল ভুক্ত রোগীর পরিবার পরিজনদের বহন করতে হয়।উল্লেখ্য আয়ুশ্মান ভারত প্রকল্পের বেনিফিশিয়ারি কার্ড যাদের রয়েছে তাদের এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে বিনামূল্যে এই রোগীর পেসমেকার প্রতিস্থাপন করা

হয়। গত ১১ জানুয়ারি সি টি ভি এরপর দুইয়ের পাতায়

ক্রমিক সংখ্যা — ৪০৬									
2			9	8	5	7	1		
	9				7		3		
	7	8		6					
3				4			8		
4			6						
9		6	5					4	
7	4	9		5			2	3	
		1		9	4		6		
5	6	3	1	7	2				

জানা এজানা

লোয়েল মানমন্দির ও প্লুটো আবিষ্কারের গল্প

বামন গ্রহ প্লুটো আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমেরিকার লোয়েল মানমন্দিরের। মানমন্দিরটি স্থাপিত হয় ১৮৯৪ সালে। বিখ্যাত মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী পার্সিভাল লোয়েল অ্যারিজোনা শহরের ফ্র্যাগস্টাফে মানমন্দিরটি স্থাপন করেন। মানমন্দিরটির নামকরণ করা হয় লোয়েলের নামেই। এটি যুক্তরাষ্ট্রের মার্স পর্বতের ওপর অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ২ হাজার ২১০ মিটার। ১৯৩০ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লাইড টমবাউ এই মানমন্দিরে বসে প্লুটো আবিষ্কার করেন। পর্যবেক্ষণের সময় তিনি ব্যবহার করেন ১৩ ইঞ্চি ব্যাসের একটি দূরবীন। প্লুটো আবিষ্কারের পেছনে নেপচুন গ্রহের প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ প্রভাব ছিল। ১৮৪৬ সালে নেপচুন আবিষ্কৃত হয়। তারপর নেপচুনের চলার পথ হিসাব করে জ্যোতির্বিজ্ঞানী লোয়েল বলেন, আকাশের একটি নির্দিষ্ট স্থানে একসময় গ্রহটি দেখা যাবে। শুরু হলো খোঁজাখুঁজি পর্ব, পৃথিবীর সব শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে। কিন্তু গ্রহটিকে পাওয়া গেল না। অবশেষে নতুন গ্রহটিকে খুঁজে পাওয়া গেল সেই লোয়েল যেখানে বলেছিলেন, ঠিক সেখানেই। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, লোয়েল তখন আর বেঁচে নেই। লোয়েল মানমন্দিরের তরুণ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লাইড টমবাউ ১৯৩০ সালে গ্রহটি আবিষ্কার করেন। পার্সিভাল লোয়েলের স্মরণে তাঁর নামের প্রথম অক্ষর পি এবং এল সংযোজন করে গ্রহটির নামকরণ করা হয় প্লুটো। ২০০৬ সালে গ্রহের তালিকা থেকে বাদ পড়ে প্লটো। বর্তমানে এটিকে বামন গ্রহের (Dwarf Planets) তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। ক্লাইড টমবাউ জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চা শুরু করেন তাঁর চাচার ছোট্ট একটি দূরবীন দিয়ে। বড় হয়ে নিজেই একটি দুরবীন বানিয়ে ফেলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করা। কিন্তু পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত কোনো উপায় না দেখে কৃষিকাজে লেগে গেলেন। পাশাপাশি রাতের বেলা চলতে থাকে আকাশ পর্যবেক্ষণ। একদিন তিনি মঙ্গল ও বৃহস্পতির অবস্থান দেখে দেখে ছবি এঁকে পাঠিয়ে দেন লোয়েল মানমন্দিরে। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মানমন্দিরে নিয়োগ পান। নিয়োগ পেয়ে মনের আনন্দে

অবশেষে ক্যামেরার প্লেটে ধরা পড়ল প্লুটো। প্লটো ছাড়াও ১৯১৪ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভেস্টো মেলভিন স্লিফার এ মানমন্দিরে বসেই কুণ্ডলী পাকানো (স্পাইরাল) ছায়াপথের বর্ণালির আলোকচিত্র ও লোহিত সরণ নির্ণয় করেন। ১৯৭৭ সালে আবিষ্কৃত হয় ইউরেনাস গ্রহের বলয়। গ্রহ হিসেবে প্লুটো বাদ পড়ার বেশ কিছু কারণ আছে। এগুলোর একটা, প্লুটোর কক্ষপথ অনিয়মিত এবং আকার ও আয়তন ব্যতিক্রম। তাই আবিষ্কারের প্রথম থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্লুটোকে সন্দেহের চোখে দেখে আসছেন। প্লুটো সৌরজগতের অনেক উপগ্রহের চেয়ে ছোট। ১৯৯০ সালের পর থেকে প্লুটোর কাছাকাছি যোগ্যতায় অনেক গ্রহাণু বা গ্রহাণুর মতো বস্তুর খোঁজ পাওয়া গেছে। সৌরজগতের একেবারে বাইরের দিকে অবস্থিত এসব গ্রহাণু নিয়ে কুইপার বেল্ট নামে স্বতন্ত্র একটি গ্রহাণু পরিবারের নামকরণ হয়েছে। তাই প্লুটোকে গ্ৰহ হিসেবে মেনে নিলে অদূর ভবিষ্যতে হয়তোবা আরও অর্ধশতাধিক গ্রহের কথা ভাবতে হবে। এই ভেবে শেষ পর্যন্ত প্লটো আবিষ্কারের সাত দশক পর গ্রহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে বামন গ্রহের তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। ২০০৮ সালে বিজ্ঞানীরা জানালেন প্লুটোইড নামে পরিচিত হবে। এটা আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত। তবে এ সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, সূর্য থেকে দূরত্বের হিসেবে নেপচুনের পর যেসব প্রায় গোলাকার বস্তু উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, সেগুলোকে এখন থেকে প্লুটোইড বলা হবে। প্রাথমিকভাবে প্লুটোইড পরিবারে প্লুটো ছাড়াও থাকছে এরিস। এরিস বামন গ্রহের মধ্যে সবচেয়ে বড়। বৈশিস্ট্যের দিক দিয়েও এ দুই বামন গ্রহের অনেক মিল আছে। মাঝামাঝি অবস্থানে থাকা সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহাণু সেরেসও এর অন্তর্ভুক্ত হবে, সেই সঙ্গে অন্য সব বামন গ্রহ। যেমন প্লুটোর বৃহত্তম উপগ্রহ চ্যারন, ম্যাকিম্যাকি ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে ২০০৬ সালে প্লুটো যখন গ্রহ খেতাব হারায়, তখন সাংবাদিকেরা ৯৩ বছর বয়স্ক প্লুটো আবিষ্কারকের স্ত্রীর অনুভূতি জানতে চেয়েছিলেন। তখন তিনি দুঃ খ করে বলেছিলেন, 'আমি এখন এক বামন গ্রহ আবিষ্কারকের স্ত্রী।' আর

আমাদের কাছে প্লুটো শুধুই

প্রভাবে সূর্য পৃথিবীকে তার

দিকে টানছে। একইভাবে

চাঁদকে পৃথিবী তার দিকে

টানছে। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে কেন পৃথবী সূর্যের মধ্যে

গিয়ে পড়ছে না বা চাঁদ

এর উত্তর হলো, পৃথিবী

কিন্তু পড়তে পারছে না।

পৃথিবীর ওপর আছড়ে পড়ছে

না ? চারপাশে ঘুরছে কেন ?

সবসময় সূর্যের দিকে পড়ছে,

কারণ, সে এত জোরে ঘুরছে

একটি স্মৃতিময় গ্রহ।

এখানে 'নিচে পড়া' কথাটা বিভ্রান্তিকর। মহাশূন্যে নিচ বা ওপর বলে কিছু নেই। আমাদের ধারণা অনুযায়ী আমরা বলি গাছ থেকে আপেল নিচে পড়ে। তার মানে আমরা মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আকাশের দিককে ওপর ও মাটির দিককে নিচ বলছি। এটা ঠিকই আছে। কিন্তু যখন বলছি পৃথিবী নিচে পড়ছে না কেন, তখন সাধারণ অর্থে বোঝাতে চাইছি, সূর্যের মধ্যে পড়ছে না কেন? এ রকম প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কারণ, আমরা জানি মহাশূন্যে স্থান—কালের (স্পেস—টাইম) মধ্যে সব বস্তু অবস্থান করছে। সূর্য বা এ ধরনের বিশাল বস্তু এই স্থান—কালে তার চারপাশকে বাঁকা আকৃতি দান করে। এর ফলে পৃথিবী বা অন্য গ্রহণ্ডলো সূর্যের দিকে আকৃষ্ট

পর্যবেক্ষণ কাজে ডুবে

গেলেন। লোয়েলের নির্দেশ

স্থানে গ্রহটি থাকার কথা, তিনি

মোতাবেক, আকাশের যে

সেসব স্থানের ছবি নিলেন।

যে প্রতি মুহুর্তে সে সূর্য থেকে ছিটকে দূরে চলে যেতে চাইছে, কিন্তু মহাকর্ষ বলের প্রভাবে সে অনবরত সূর্যের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। এই দুই বলের প্রভাবে সে প্রতি মুহুর্তে একটু একটু করে বাঁকা হয়ে প্রায় বৃত্তাকার পথে ঘুরছে। তাই আমরা বলতে পারি, আসলে পৃথিবী অনবরত সূর্যের দিকেই পড়ছে, কিন্তু এটাকেই বলি, মহাকর্ষ বলের উপবৃত্তাকার পথে।

পাঞ্জাবে ৮৬ প্রার্থী ঘোষণা কংগ্রেসের পুরনো কেন্দ্রেই লড়বেন চান্নী, সিধু

চণ্ডীগড়, ১৫ জানুয়ারি।।পাঞ্জাবের বিধানসভা ভোটে পূর্ব বিধানসভা আসনে। ২০১৭ সালে প্রথম বার এই মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিংহ চান্নী এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভজোৎ সিংহ সিধু তাঁদের পুরনো কেন্দ্রেই প্রার্থী হচ্ছেন। পাঞ্জাবের ১১৭টি আসনের মধ্যে প্রথম দফায় ৮৬ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। চান্নী এবং সিধু ছাড়া তালিকায় উল্লেখযোগ্য নাম দুই উপমুখ্যমন্ত্রী সুখজেন্দ্র সিংহ রণধাওয়া ও ওমপ্রকাশ সোনি এবং বলিউড অভিনেতা সোনু সুদের বোন মালবিকা। মুখ্যমন্ত্রী চান্নী প্রার্থী হচ্ছেন রূপনগর জেলার চমকৌর সাহিব কেন্দ্র থেকে। ২০০৭-১৭ টানা তিনটি বিধানসভা ভোটে এই কেন্দ্র থেকেই জিতেছেন কংগ্রেসের দলিত-শিখ নেতা। দুই উপমুখ্যমন্ত্রী সুখজেন্দ্র এবং ওমপ্রকাশও লড়বেন তাঁদের পুরনো আসন, গুরদাসপুর জেলার ডেরা বাবা নানক ও অমৃতসর সেন্ট্রাল বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। মালবিকাকে প্রার্থী করা হয়েছে মোগা আসনে। অন্যদিকে, সিধু এ বারও প্রার্থী হয়েছেন অমৃতসর

কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে জিতে অমরেন্দ্র সিংহ সরকারে মন্ত্রী হয়েছিলেন প্রাক্তন জাতীয় দলের ক্রিকেটার। পরে অবশ্য অমরেন্দ্র'র সঙ্গে মতবিরোধের জেরে ইস্তফা দেন তিনি। যদিও অমৃতসরের 'জমি' সিধুর কাছে অপরিচিত নয়। ২০০৪, ২০০৭ (উপনির্বাচন) এবং ২০০৯ সালে পর পর তিন বার অমৃতসর থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে এক দফাতেই ১১৭ আসনের পাঞ্জাব বিধানসভার ভোট। চানীর নেতৃত্বে কংগ্রেস উপর্যুপরি দিতীয়বার উত্তরপ্রদেশে সরকার গড়তে পারবে, না কি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি (আপ) বা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিংহ বাদলের শিরোমণি আকালি দল চমক দেবে, সেই উত্তর মিলবে ১০ মার্চ। লড়াইয়ে রয়েছে সদ্য কংগ্রেস-ত্যাগী অমরেন্দ্র সিংহের নয়া দল পাঞ্জাব লোক কংগ্রেস এবং বিজেপি-র জোটও।

ভাইরাসের চিকিৎসা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে সতর্কবার্তা চিকিৎসকদের

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি।। দেশ জুড়ে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের উর্ধ্বগতির মধ্যেই এ বার চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে সতর্কবার্তা দিলেন চিকিৎসকেরা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির কাছে পাঠানো চিঠিতে তাঁদের দাবি, কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসায় যে সব পদ্ধতি কার্যকর বলে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ মেলেনি, অবিলম্বে সেগুলি বাতিল করা হোক। কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির পাশাপাশি ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-কেও চিঠির প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন ওই ৩২ জন চিকিৎসক ও চিকিৎসা

অনাবাসীও রয়েছেন কয়েকজন। শুধু চিকিৎসা পদ্ধতি নয়, কার্যকারিতার প্রমাণ মেলেনি এমন করোনা পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। সিটি স্ক্যান, ডি-ডাইমার এবং আইএল-৬ ল্যাবরেটরি পরীক্ষা রয়েছে এই তালিকায়। করোনোর প্রথম এবং দ্বিতীয় ঢেউ য়ের সময় হাসপাতালগুলিকে প্রস্তুত থাকতে বিভিন্ন সময় চিকিৎসাবিধি জারি করেছিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক এবং

বিশেষজ্ঞ। তাঁদের মধ্যে কয়েক জন রাজ্যগুলি। ভিটামিন সংমিশ্রণ, ভারতে কর্মরত। আমেরিকা, অ্যাজিথ্যোমাইসিন, ডক্সিসাইক্লিন, কানাডার মতো দেশগুলিতে কর্মরত হাই ডে ক্লোকে ক্লোকেইন, ফ্যাভিপিরাভির, আইভারমেকটিন -এর মতো। পরে তার অনেকগুলিই প্রত্যাহার করা হয়। ৩২ জন চিকিৎসক ও চিকিৎসা বিশেষজ্ঞের মতে, সাম্প্রতিক সংক্রমণবৃদ্ধির আবহেও তেমনই ভূলের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। করোনা ভাইরাসের ডেল্টা রূপের সংক্রমণের সময় ওষুধের এই ধরনের অযৌক্তিক ব্যবহার ক্ষতিকারক ছিল বলেই তাঁদের

এরপর দুইয়ের পাতায়



প্রয়াগরাজ ঃ মকর সংক্রান্তির উৎসবে গঙ্গায় ডুব দিচ্ছেন পূণ্যার্থীরা।

নেতাজির শ্রদ্ধার্ঘ্যে প্রজাতন্ত্র দিবসে বাংলার ট্যাবলো বাতিল

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি।। ফের সম্মান জানাতে বেশ সুন্দর পরিকল্পনা কেন্দ্রের বঞ্চনার শিকার বাংলা। ২৬ জানুয়ারি রাজ্য সরকারের তরফে পাঠানো ট্যাবলো বাতিল করে দিল কেন্দ্র। মূলত রাজ্য এবারে নেতাজিকে নিয়ে ট্যাবলো পাঠাবে বলে প্রস্তাব দিয়েছিল কেন্দ্রকে। তা বাতিল হয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফলে দ্বিতীয়বার প্রজাতন্ত্র দিবসে থাকছে না বাংলার কোনও ট্যাবলো। এমনটা যে হতে পারে তার আঁচ আগেই পাওয়া গিয়েছিল, কারণ এই ট্যাবলো পাঠানো নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বেশ কয়েক দফা বৈঠক হয়। এবার পাঁচ ছয়টি বৈঠক হয়ে গিয়েছে। তারপরেও কোনও উচ্চবাচ্য নেই কেন্দ্রের। এতদিন পরেও উত্তর নেই মানে স্পষ্ট যে আবারও বাংলা থাকবে না ছাব্বিশের মঞ্চে।জানা গিয়েছে, যেহেতু এই বছর নেতাজির ১২৫তম জন্মবার্ষিকী তাই

হয়ে গেল এই ঘটনা থেকেই।

উষ্ণতম, ভারতে পঞ্চম উষ্ণতম ১২০ বছরে উষ্ণতম বছর। গত ১৪১ বছরের ইতিহাসে। শুধ আমেরিকাতেই গত বছর ঘূর্ণিঝড়, তাপপ্রবাহ, বন্যা, অতিবৃষ্টির মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণ হারিয়েছেন ৬০০-রও বেশি মানুষ। আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' ও আমেরিকার 'ন্যাশনাল ওশিয়ানিক অ্যান্ড অ্যাটমস্ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নোয়া)' বৃহস্পতিবার এই খবর দিয়েছে। ও দিকে, মৌসম ভবনও বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, ১৯০১ সাল থেকে গত ১২০ বছরের ইতিহাসে ২০২১ সালটি ছিল ভারতে পঞ্চম উষ্ণতম বছর। গত বছরে ভয়াল বন্যা, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধস, বজ্রপাত, শৈত্য ও তাপপ্রবাহ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১ হাজার ৭৫০ জনের। নাসা, নোয়া আলাদা আলাদাভাবে জানিয়েছে, উষ্ণায়নের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত, আমেরিকা, ইউরোপ-সহ গোটা বিশ্বেই গত এক দশক ধরে প্রতিটি বছরের উষ্ণতা বেড়েছে। বছরগুলির মধ্যে উষ্ণতম ছিল ২০১৬ এবং ২০২০। তবে উষ্ণতার নিরিখে গত বছরটি ওই দু'টি বছরের তুলনায় খুব পিছিয়ে ছিল না। ছিল ধারে-কাছেই। নোয়া-র পরিসংখ্যান বলছে, গত বছর বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ছিল ১৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা সাড়ে ৫৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট। নাসা জানিয়েছে, গত ১৪১

বছরের ইতিহাসে (১৮৮০ সাল থেকে আন্তর্জাতিকভাবে সব দেশের বাৎসরিক গড় তাপমাত্রার হিসাব রাখা শুরু হয়) ২০২১ এবং ২০১৮ সাল

ওয়াশিংটন, ১৫ জানুয়ারি।। গত বছর ২০২১ সাল গোটা বিশ্বেই ছিল যষ্ঠ দু'টি ছিল যষ্ঠ উষ্ণতম। পক্ষান্তরে, নোয়া-র দাবি, উষ্ণতার নিরিখে যষ্ঠ স্থানটির দাবিদার একক ভাবে ২০২১ সালই। নাসা ও নোয়া জানিয়েছে, উষ্ণায়নের জন্য গত এক বা দু'দশকে যে উদ্বেগজনক ভাবে শুধুই ভূপুষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়েছে, বেড়ে চলেছে, তা-ই নয়; আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে মহাসাগরগুলির জলের উপরিতলের তাপমাত্রাও। যার পরিণতিতে আন্টার্কটিকা ও গ্রিনল্যান্ডের পুরু বরফের চাঙডগুলি গলে যাওয়ার গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। সমদ্রের জলস্তরও উপরে উঠে আসছে আশঙ্কাজনক ভাবে। প্রশান্ত মহাসাগরে নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক ধরনের প্রক্রিয়া চলে. যার ফলে উষ্ণ জল শীতল হয়। এর নাম 'লা নিনা'। নাসা ও নোয়া জানিয়েছে, গত প্রায় দেড়শো বছরে ২০২১ সালেই প্রথম দেখা গিয়েছে, সেই লা নিনা প্রশান্ত মহাসাগরের জলের উপরিতলকে তেমন শীতল করতে পারেনি। বরং জলের উপরিতলের উষ্ণতা আগের বছরের চেয়ে বেড়েছে। নাসার জলবায়ু বিশেষজ্ঞ গ্যাভিন স্মিড বলেছেন, "এই উষ্ণতা-বৃদ্ধি কোনও দু'এক বছরের ঘটনা নয়। এর গতি বেড়েছে গত এক বা দু'দশকে। আরও বাড়বে আগামী বছরগুলিতে। সামনের প্রতিটি বছরই আগের বছরের উষ্ণতার রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে। সভাতার নানা ধরনের কর্মযজ্ঞের জন্যই এটা হচ্ছে। বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গমনের মাত্রা অবিলম্বে কমিয়ে আনা সম্ভব না হলে যা আরও আশঙ্কাজনক ভাবে বেড়েই চলবে।" এরপর দুইয়ের পাতায়

মর্যাদা দিতে ২৩ গোরক্ষপুর শহর থেকে 🛓 জানুয়ারি থেকেই প্রার্থী মুখ্যমন্ত্রী যোগী প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্যাপন হবে

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি।। এই

বছর ২৬ জানুয়ারির পরিবর্তে

প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন শুরু

কেন্দ্রীয় সরকারি সূত্র অনুযায়ী

জানা গিয়েছে যে, নেতাজি

সূভাষ চন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীকে

মর্যাদা দিতে ২৩ জানুয়ারি থেকে

প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্যাপন শুরু

করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে এও জানা গিয়েছে

যে, সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী

বছরই ২৪ জানুয়ারির পরিবর্তে

সরকারি সূত্র আরও জানিয়েছে

গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি স্মরণ এবং

উদ্যাপন করার লক্ষ্যেই মোদি

সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পরাক্রম দিবস হিসেবে পালন

করার কথা ঘোষণা করেছিল।

দায়িত্বে আসছেন

ঢ়েন ম্যানেজাররা

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি।। গার্ড

সাহেব, এই ট্রেন কোথায়

কোথায় দাঁড়াবে? লোকাল

ট্রেনে ওঠার আগে অনেকেই

এমন প্রশ্ন করেন রেলের

গার্ডকে। না, আর এই নামে

ডাকবেন না। এখন ট্রেনের

'গার্ড' হয়ে গেলেন 'ম্যানেজার'

নতুন নামকরণ করে দিল রেল।

তবে তার জন্য গার্ডদের বেতন

কাঠামোয় কোনও বদল আসবে

না। গার্ডদের শুধু এখন থেকে।

করতে হবে। কেন এই বদল?

বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

তবে রেল সূত্রে খবর, এই দাবি

অনেক দিনের। আর সেই দাবির

'ম্যানেজার' বলে সম্বোধন

রেলের পক্ষে এ ব্যাপারে

পিছনে প্রধান যুক্তি ছিল,

'গার্ড' বলতে সাধারণত

গার্ডদের সামাজিক পরিচয়।

নিরাপত্তারক্ষী বোঝানো হয়।

তাই ট্রেনের গার্ডকেও অনেকে

কোনও সংস্থার নিরাপত্তারক্ষী

বলে নাকি ভুল করেন। মূলত

এরপর দুইয়ের পাতায়

২০২১ ছিল গত দেড়শো বছরে বিশ্বে যষ্ঠ

এই যক্তিতেই গার্ডেরা

মোদি সরকার এর আগে

নেতাজির জন্মবার্ষিকীকে

২৩ জানুয়ারি থেকে প্রজাতন্ত্র

দিবস উদ্যাপন শুরু হবে।

যে, ইতিহাস এবং সংস্কৃতির

উপলক্ষে এখন থেকে প্রতি

হবে ২৩ জানুয়ারি থেকে।

লখনউ, ১৫ জানুয়ারি।। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ভোটে গোরক্ষপুর শহর কেন্দ্রে বিজেপি-র প্রার্থী হচ্ছেন মখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শনিবার প্রথম দফায় ১০৭ আসনে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করে এ কথা জানিয়েছেন দলের নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। ৬৩ জন বিদায়ী বিধায়ক তালিকায় স্থান পেয়েছেন। বিধানসভা ভোটে বিজেপি প্রার্থী করেছে উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্যকেও। তিনি লড়বেন প্রয়াগরাজ লাগোয়া কৌশাম্বী জেলার সিরাথু কেন্দ্রে। প্রসঙ্গত, যোগী এবং কেশব দু'জনেই বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ আইনসভার উচ্চকক্ষ বিধান পরিষদের সদস্য। যোগী এবারই প্রথম বিধানসভা ভোটে লডবেন। প্রসঙ্গত, পর্ব উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে ১৯৯৮-২০১৪ টানা পাঁচ বার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন যোগী। ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত সাত দফায় ৪০৩ আসনের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় ভোট। যোগীর নেতৃত্বে বিজেপি উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার উত্তরপ্রদেশে সরকার গড়তে পারবে, না কি চমকে দেবে অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি, সেই উত্তর মিলবে ১০ মার্চ। এবারের বিধানসভা ভোটে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেলের আপনা দল (এস) এবং অনগ্রসর নেতা সঞ্জয় নিষাদের নিষাদ পার্টির সঙ্গে জোট গড়েছে বিজেপি। বিজেপি-র প্রার্থীতালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন জিএস ধর্মেশ, সন্দীপ সিংহ, গুলাব দেবীর মতো মন্ত্রী এবং মজফরনগর গোষ্ঠীহিংসার ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত 'বাহুবলী' নেতা সঙ্গীত সোম। প্রসঙ্গত, প্রাথমিকভাবে জল্পনা ছিল যোগী রামমন্দিরের শহর অযোধ্যা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হতে পারেন।

বড় দুর্ঘটনা এড়ালো রাজধানী এক্সপ্রেস

জানুয়ারি।। বছরের প্রথম মাসেই এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকলেন রাজ্যবাসী। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির দোমোহনিতে লাইনচ্যুত হয়ে যায় আপ বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। আহত হয়েছেন প্রায় ৪০ থেকে ৪২ জন। আর এই দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ল দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেস। ট্রেনটি দক্ষিণ গুজরাটের ভালসাদের কাছে একটি সিমেন্টের পিলারে ধাক্কা মারে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। তবে এই ঘটনায় কেউ আহত হয়নি বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সন্ধে ৭টা ১০ মিনিট নাগাদ। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এই ঘটনায় কেউ আহত হননি। পুলিশের অনুমান, ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটানোর জন্য দুষ্কৃতিরা ট্রেনের লাইনের উপরে সিমেন্টের ওই পিলার রেখে দিয়েছিল। ট্রেন যাতে লাইনচ্যুত হয়ে যায় তাই চেয়েছিল দৃষ্কৃতিরা। তবে দৃষ্কৃতিদের

কলকাতা/গান্ধীনগর, ১৫ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে যান। এলাকাটি পরিদর্শন করেন তাঁরা। এরপর রাজধানী এক্সপ্রেস পিলারে ধাক্কা মারার ঘটনায় একটি মামলা নথিভক্ত করা হয়েছে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে ভালসাদ গ্রামীণ থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'মুম্বই-হজরত নিজামুদ্দিন অগাস্ট ক্রান্তি রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনটি ভালসাদের কাছে অতুল স্টেশনের কাছে রেলওয়ে ট্র্যাকের উপর রাখা সিমেন্টের পিলারে ধাক্কা মারে। ট্রেনের ধাক্কায় ওই পিলারটি অন্য ট্র্যাকে গিয়ে পড়ে। তবে এই ঘটনায় ট্রেনের কোনও ক্ষতি হয়নি। পাশাপাশি আহত হননি যাত্রীরাও। কিন্তু, এর ফলে বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।' সুরাটের আইজি রাজকুমার পান্ডিয়ান এই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, কয়েকজন দুষ্কৃতি রেলের ট্র্যাকের উপর সিমেন্টের পিলারটি রেখেছিল। ট্রেনটি পিলারে ধাক্কা মারে, যার পরে ট্রেন ম্যানেজার তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় স্টেশন মাস্টারকে বিষয়টি জানান।' ট্রেনটি যাতে লাইনচ্যত হয়ে যায় সেই কারণেই ওই পিলারটি সেই চেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যায়। রাখা হয়েছিল। এই ঘটনায় তদন্ত খবর পেয়ে পুলিশ ও রেলের শুরু করেছে পুলিশ।

করেছিল বাংলা। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা, থ্রিডি নকশায় নেতাজির পতাকা উত্তোলনের ছবির পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি এবং আজাদ হিন্দের সঙ্গে নেতাজির ছবি দিয়ে ট্যাবলো সাজানোর কথা বলেছিল বাংলা। বাজতো "কদম কদম বাড়ায়ে যাও"। এসবে রাজি নয় কেন্দ্র। ২০২০ সালে রাজ্যের পাঠানো বিষয়গুলি ছিল, কন্যাশ্রী, সবুজশ্রী, জল ধরো জল ভরো। এসব বাতিল হয়ে যায়। রাজনৈতিক বিশ্লোষকরা বলছেন, ২০২০ সালের ট্যাবলো রাজনৈতিক কারণে বাতিল হতে পারে যদিও তা হওয়া উচিত নয় কিন্তু এবারের ট্যাবলো বাতিলের কোনও যুক্তি দেখছেন না তাঁরা, তবে নেতাজিকে নিয়ে রাজনৈতিক লড়াই রাজ্য-কেন্দ্রের শুরু হয়েছে তা স্পষ্ট

লাইফ স্টাইল

নিয়মিত ব্লাড প্রেশারের ওযুধ খাচ্ছেন ?

কোটি কোটি মানুষ রক্তচাপের সমস্যায় ভোগেন। মানসিক চাপ, কাজের চাপ, খাদ্যাভ্যাসের নানা সমস্যার কারণে রক্তচাপ বাড়ছে অনেকেরই। গত দু'বছরে কোভিডের কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। মারাত্মকভাবে বেড়ে গিয়েছে মানসিক চাপ। আর তার প্রভাব পড়েছে রক্তচাপে। এই সমস্যা থেকে বাঁচতে অনেকেই ব্লাড প্রেশারের ওযুধ খান। এক হিসাবে এই ধরনের ওষুধ প্রতি বছর কোটি কোটি মানুষের জীবন বাঁচায়, কমায় হৃদরোগের আশঙ্কা। কিন্তু

জীবন বাঁচানোর কাজ যে ওষুধটি বছরের পর বছর করে চলেছে, সেটি কি সম্পূর্ণ নিরাপদ? নাকি এটি ঘুরিয়ে শরীরের ক্ষতি

হালে University of Virginia School of Medicine-এর একটি গবেষণা তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। সেখানে বলা হয়েছে, নিয়মিত বছরের পর বছর ব্লাড প্রেশারের ওযুধ খেলে কিডনি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই জাতীয়

ওষুধ কিডনির উপর চাপ ফেলে, এমন আশঙ্কা অনেক চিকিৎসকই করতেন। কিন্তু এই প্রথম বার হাতেকলমে তার প্রমাণও পাওয়া গেল। কী বলা হয়েছে এই গবেষণাপত্রে ? গবেষণকরা বলছেন, কিডনির ঠিক করে কাজ করার জন্য renin cell নামের কোষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কোষগুলি renin নামক

এর ফলে কী ক্ষতি হচ্ছে জানেন

হরমোন তৈরি করে। আর এটিই রক্ত পরিশুদ্ধ করার কাজ করে। কিছু কিছু রাসায়নিক এই renin-এর কাজের ধরন পাল্টে দেয়। এগুলি তখন কিডনিরই ক্ষতি করতে শুরু করে। আর এই রাসায়নিকগুলির বেশির ভাগই পাওয়া যায় ব্লাড প্রেশারের ওযুধে।

ফলে দীর্ঘ দিন ধরে যাঁরা ব্লাড প্রেশারের ওষুধ খান, তাঁদের কিডনির মারাত্মক ক্ষতি হতে

পারে এর ফলে। তেমনই বলা হয়েছে গবেষণায়। তাহলে কি ব্লাড প্রেশারের ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দেবেন? মোটেই তা নয়। কারণ তাতেও বাড়বে হৃদরোগ এবং মৃত্যুর আশঙ্কা। গবেষকদের বক্তব্য,

ব্লাড প্রেশারের ওষুধ দরকার মতো খেতেই হবে। কিন্তু জীবনযাত্রায় বদল এনে সেই ওষুধের মাত্রা যত কমানো যায়, ততই ভালো। এর পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শে কিডনির যত্ন নেওয়ার বিষয়েও সচেতন হতে হবে।















করোনা মোকাবেলায় রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান

হোম আইসোলেশন বিষয়ক কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক দ্বারা প্রকাশিত নিম্নোক্ত নিয়মাবলী মেনে চলা অত্যন্ত জরুরী

- নিজেকে আলাদা ঘরে রাখা এবং যথাসম্ভব মাস্ক ব্যবহার করতে হবে
- আলো-বাতাস চলাচল করে এমন ঘরই করোনা রোগীদের জন্য শ্রেয়
- সর্বদা তিন লেয়ারের মাস্ক ব্যবহার করা দরকার। মাস্ক ব্যবহার করার পর তা যদি নোংরা হয়ে যায় বা ভিজে যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে দিতে হবে
- নিয়মিত হাত ধোয়া এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে
- যতটা সম্ভব বিশ্রাম এবং সঠিক পরিমাণে তরল পদার্থ গ্রহণ করতে হবে
- নিজের ব্যবহৃত জিনিসপত্র অন্যের সঙ্গে আদান প্রদান না করাই শ্রেয়
- পালস্ অক্সিমিটার ব্যবহারে নিজেকে পর্যবেক্ষণে রাখা বাঞ্ছনীয়
- প্রতিদিন নিজের তাপমাত্রা মাপতে হবে। স্বাভাবিকের বেশি হলে ডাক্তারের পরামর্শ প্রয়োজন

করোনা-বিধি মেনে চললে আমরা সকলে মিলে রোগটিকে পরাস্ত করতে পারবো



ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার দ্বারা প্রচারিত এইডস সম্পর্কে জানতে ১০৯৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে ফোন করুন

মহিলা লিগের টাউনের কাছে উড়ে অস্তাচলে বিরাট যুগ

প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ঃ টিএফএ পরিচালিত মহিলা ফুটবল লিগের অবশিষ্ট চারটি ম্যাচের ক্রীড়াসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। আগামীকাল কিল্লা মর্নিং ক্লাব বনাম মহাত্মা গান্ধী পিসি, ১৮ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধী পিসি বনাম চলমান সংঘ, ১৯ জানুয়ারি কিল্লা মর্নিং ক্লাব বনাম জম্পুইজলা পিসি এবং ২০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধী পিসি বনাম বিশ্রামগঞ্জ পিসি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। মহিলা লিগ কমিটির সচিব পার্থ সারথী গুপ্ত এই সূচি ঘোষণা করেছেন।

অবশিষ্ট ক্রীড়াসূচি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া

পশ্চিম জেলা স্পোটস

অ্যাসোসিয়েশন গঠনের উদ্যোগ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ঃ পশ্চিম জেলাভিত্তিক স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন গঠনের উদ্যোগ নিলো পশ্চিম জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর। বিভিন্ন গেমের জন্য এই অ্যাসোসিয়েশন গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই লক্ষ্যে পশ্চিম জেলার অন্তর্গত সমস্ত প্রাইমারি স্পোর্টস বডিগুলিকে অনুরোধ করা হয়েছে আগামী ২৫ জানুয়ারির মধ্যে পশ্চিম জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে। সকাল সাড়ে দশটা থেকে বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত এই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা যাবে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের উপ-অধিকর্তা শিমল দাস।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ঃ চলতি

বছরে ১০ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর

চিনের হংঝাউ-এ অনুষ্ঠিত হবে

এশিয়ান গেমস। সেই আসরে

অংশগ্রহণ করবে দীপা কর্মকার?

এটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন।

প্রস্তুতি নেওয়ার সময় এবং সুযোগ

রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, দীপা

কর্মকারের কোচ এই ব্যাপারে কি

ভাবছেন। শুরু থেকেই দীপা-র

যাবতীয় দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের

গেলো পুলিশ বাহি প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, এখনও বেশ কয়েকজন বয়স্ক টাউন ক্লাবের আক্রমণে দিশেহারা ফুটবলার দলের স্বার্থে খেলে যাচ্ছে। আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ঃ কম বাজেটের দল টাউন ক্লাবের কাছে এরা সরে গেলে হয়তো পুলিশের খড়কুটোর মতো উড়ে গেলো দল নামানোই কঠিন হয়ে যাবে। ত্রিপুরা পুলিশ। প্রথম ম্যাচে পুলিশ কোচ সন্দীপ দাস লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারের মতো লালবাহাদুরের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী দলকে রুখে দিয়ে চমকে পেনাল্টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ দিয়েছিল পুলিশ বাহিনী। তবে করেছিলেন। যদিও এদিন কোন তাদের খেলার বৈশিষ্ট্য এটাই। অজুহাতই দিলেন না। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। শুরু থেকে স্রেফ গতি শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে দূরস্ত নির্ভর ফুটবল খেলে পুলিশকে লড়াই করে চমকে দেবে। ওই দলগুলিকে হয়তো খেতাবি দৌড় উড়িয়ে দিলো টাউন ক্লাব। ম্যাচের থেকে ছিটকে দেবে। আবার ৯ মিনিটে বিষুৎমণি জমাতিয়া কখনও তুলনায় দূর্বল দলের কাছে টাউন ক্লাবকে এগিয়ে দেয়। এই বিধ্বস্ত হবে। এদিন উমাকান্ত মিনি গোলটি পুলিশ বাহিনীকে স্টেডিয়ামে টিএফএ পরিচালিত একেবারে হতভম্ব করে দিলো। ৪ সিনিয়র লিগ ফুটবলে এমন ঘটনাই

ঘটলো। টাউন ক্লাবের একঝাঁক

অনভিজ্ঞ ফুটবলার ৪-০ গোলে

উড়িয়ে দিলো অভিজ্ঞতাসম্পন্ন

পুলিশকে। সাধারণত স্থানীয় ক্ষেত্রে

সেরা ফুটবলারদেরই নিয়োগ করা

হয় পুলিশ বাহিনীতে। যদিও

মিনিট পর ফের বিষ্ণুমণি-র গোলে ব্যবধান বাডায় টাউন ক্লাব। প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে থাকা টাউন ক্লাব দ্বিতীয়ার্ধেও গতি নির্ভর ফুটবল খেললো। পুলিশ টাউন ক্লাবের বিরুদ্ধে। ম্যাচ বাহিনী কিছ্টা আক্রমণাত্মক হওয়ার চেষ্টা করেছে বটে তবে টাউন ক্লাবের বনবীণ কলই-কে রক্ষণ এদিন খুব খারাপ খেলায় হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

হয়ে যায় তারা। পুলিশের সামনেও সুযোগ এসেছিল। টাউন ক্লাবের রক্ষণ বেশ দৃঢ়তার সাথে সেই সুযোগগুলি রুখে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধের ৩৮ মিনিটে পুলিশের রক্ষণভাগের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে টাউন ক্লাবের হয়ে ব্যবধান ৩-০ করে মণীষ দেববর্মা। এরপর হাল ছেড়ে দেয় পুলিশ। এই সুযোগে ২ মিনিট পর ফের আরও একটি গোল করে টাউন ক্লাবের জয় সুনিশ্চিত করে সঞ্জিত দেববর্মা। জম্পুইজলার ফুটবলারদের নিয়ে গড়া টাউন ক্লাব কিন্তু বেশ ভালো ফুটবল উপহার দিলো এদিন। একঝাঁক কমবয়সি ফুটবলার আগাগোড়া প্রবল উৎসাহ নিয়ে গোটা মাঠ জুড়ে খেললো। বড় দলগুলিকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে পরিচালনা করেন টিশ্বু দে। তিনি



(भियरम नायरव में

ইভিয়া ওপেনে অঘটন

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। ২০২০-০-১৫ ক্রিকেট মহলে এমনই কল্পনা। কিংবদন্তী স্পিনার এবং কোচ হিসেবে এক

আগস্ট মহেন্দ্র সিং ধোনি সামাজিক মাধ্যমে এক আবেগঘন বক্তব্যে বছর সাফল্যের সঙ্গে কাজ করা অনিল কুম্বলেকে সরিয়ে ফের রবি শাস্ত্রীকে

কোচ করতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন বিরাট। বলা যায়, ওইদিন

থেকেই বিরাট যুগের সমস্যার শুরু। কোচ বাছাইয়ের জন্য যে কমিটি

ছিলো তার অন্যতম সদস্য ছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলি। উল্লেখযোগ্য

বিষয় হলো, সৌরভ ক্রিকেট জীবনে যাদের কাছ থেকে পদে পদে

সমালোচনার বাণে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে শীর্ষে

থাকবেন শাস্ত্রী। পাঠক এবার দুইয়ে দুইয়ে চার করে নিন। সহ

ক্রিকেটাররাও জানতো রবি-কোহলির মধ্যে একটা অশুভ আঁতাত

ছিলো। সারা বছর বিভিন্ন সিরিজে ভালো খেলেও বড় প্রতিযোগিতায়

ব্যর্থ। এর পেছনে অবশ্যই বড় রহস্য আছে। রবি শাস্ত্রী সাধু পুরুষ

নন। তিনি যেখানে কিছু ধান্ধাবাজিও সেখানে থাকবে।

টুয়েন্টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের পরই রবির চুক্তি শেষ হয়।

কোহলি নাকি চেয়েছিলেন শাস্ত্রীর সঙ্গে চুক্তি বর্ধিত

হোক। কিন্তু সৌরভ গাঙ্গুলির বোর্ড তা চায়নি। বরং

অনেক আগেই পরবর্তী কোচ হিসাবে রাহুল দ্রাবিড়ের

নাম ঘোষণা করা হয়। এরপরই নাকি বিরাট

টুয়েন্টি-টুয়েন্টি ক্রিকেটের নেতৃত্বের দায়িত্ব ছেড়ে

দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ নিয়ে বিশাল বিতর্ক

হয়। এরপর বোর্ড তার পদ থেকে একদিনের

ক্রিকেটের দায়িত্বও কেড়ে নেয়। ক্রিকেট

মহলের অভিযোগ, এরপরই ময়দানে নামেন

রবি শাস্ত্রী। ফের কোহলির কানে কু-মন্ত্রণা দিতে

থাকেন। বোর্ডকে টাইট দেওয়ার জন্যই নাকি কোহলি টেস্টের দায়িত্ব

ছেড়ে দিয়েছেন। ঘটনা যাই হোক, এই সিদ্ধান্তে ভারতীয় ক্রিকেটের

ক্ষতি হবে না। তবে বিরাট এরপর কতটা দল খেলা চালিয়ে যেতে

পারবেন সেটাই কোটি টাকার প্রশ্ন। নিজের ইগোর সঙ্গে লডাই

কর্ছিলেন। অস্তাচলে যাওয়া তাই স্রেফ সময়ের অপেক্ষা ছিলো।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৭ মাস

পর ঠিক ১৫ তারিখেই টেস্ট ক্রিকেটের নেতৃত্ব থেকে সরে গেলেন

বিরাট কোহলি। ২০১৪ তে অস্ট্রেলিয়া সফরে টেস্ট অধিনায়ক

হিসেবে যাত্রা শুরু করা কোহলির এই অবসরের সিদ্ধান্ত রীতিমতো

নাড়িয়ে দিয়েছে ক্রিকেট মহলকে। গত কয়েক মাসে এক এক

করে সমস্ত ফরম্যাট থেকেই নেতৃত্ব খোয়ালেন বিরাট। ভারতীয়

ক্রিকেট ইতিহাসে অনেক কিংবদন্তী ক্রিকেটারের কথা লেখা হয়েছে।

এই তালিকায় উপরের দিকেই থাকবেন বিরাট। পাশাপাশি অধিনায়ক

হিসেবেও ঈর্ষণীয় সাফল্য। তবে নেতৃত্বের শেষ সময়টা

কিংবদন্তীসুলভ হলো না। এর জন্য বিরাটও দায়ী নন?

বলা হয় ভারতীয় ক্রিকেটে প্রধানমন্ত্রীর পরই সবচেয়ে

ক্ষমতাশালী পদ হলো ক্রিকেট দলের অধিনায়কত্ব।

বলাই বাহুল্য, অনেক সময় ক্ষমতার অপব্যবহারও

করেন অধিনায়করা। বিরাট ব্যাটসম্যান হিসেবে যত

রানই করুন কিংবা অধিনায়ক হিসেবে যত সাফল্যই

এনে দিন না কেন ক্ষমতার অপব্যবহার তিনি করেননি

এটা তার অন্তরঙ্গ বন্ধও বলবে না। এক্ষেত্রে ক্রিকেট

মহলের অভিযোগের তির বঝি শাস্ত্রীর দিকে। ১৯৮৩তে

নিউজিল্যান্ড সফরে বাঁহাতি স্পিনার দিলীপ যোশী চোট

পেয়েছিলেন। ফলে দলনায়ক সুনীল গাভাস্কার একজন

নতুন স্পিনার চেয়েছিলেন। নামটাও নির্বাচকদের কাছে

জয়ের লক্ষ্যে

লালবাহাদুর,

রামকৃষ্ণ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া

অন্যতম ফেভারিট

প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫

জানুয়ারি ঃ চলতি সিনিয়র লিগ

ফুটবলে প্রথম ম্যাচে আসরের

লালবাহাদুরকে আটকে দিয়েছে

রামকৃষ্ণ ক্লাবও জিততে পারেনি

অবস্থায় আগামীকাল উমাকান্ত

মিনি স্টেডিয়ামে এই দুইটি দল

ত্রিপুরা পুলিশ। অন্যদিকে,

টাউন ক্লাবের বিরুদ্ধে। এই

পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

প্রথম জয়ের খোঁজে মাঠে

নামবে দুই দল। দুইটি দলেই বেশ কয়েকজন ভিনরাজ্যের

ফুটবলার রয়েছে। প্রথম ম্যাচে

পারেনি। তাদের কোচও এই

হতাশ। সম্ভবত এই ফুটবলারকে

ফুটবলারের পারফরম্যান্সে

ছাড়াই আগামীকাল মাঠে

নামবে লালবাহাদুর। প্রথম

ম্যাচে ড্র হওয়ায় দ্বিতীয় ম্যাচে

জয় পাওয়া জরুরি। রামকৃষ্ণ

ক্লাবও বেশ তৈরি হয়ে মাঠে

শর্মা-র মতো ভিনরাজ্যের

তাদের প্রতিভার ঝলক

নামবে। ধনরাজ তামাং, সত্যম

ফুটবলাররা লিগের প্রথম ম্যাচে

দেখিয়েছে। সময় যত এগোবে

ততই তারা ভালো খেলবে বলে

দলকেই ফেভারিট বলা যায় না।

প্রত্যাশায় ফুটবলপ্রেমীরা।

আগামীকালের ম্যাচে কোন

ম্যাচ ৫০-৫০। সুযোগ কাজে

লাগানোর ক্ষেত্রে কোন দল

এগিয়ে থাকে সেটাই ম্যাচের

ফলাফল ঠিক করে দেবে।

লালবাহাদুর-র বিদেশি

ফুটবলার সুবিধা করতে

পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রবি শাস্ত্রী। গাভাস্কারের মুম্বাই প্রীতির দৌলতে এরপর

জাতীয় দলে জাঁকিয়ে বসেন সাধারণ মানের স্পিনার। তাই গাভাস্কারের

পরামর্শে ব্যাটিংয়ে মন দেন। কিছুটা সাফল্যও পান। এই রবি শাস্ত্রীর খপ্পরে

পড়াই বিরাট কোহলির কাল হল বলে দেশের অনেক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ মনে

করেন।ক্ষমতার অপব্যবহারে টেকনিক শাস্ত্রীর কাছ থেকেই শিখেছেন বিরাট।

সেমিফাইনাল থেকেই বিদায় সিন্ধুর

ওপেন ব্যাডমিন্টনে বড় অঘটন। সেমিফাইনালে অখ্যাত খেলোয়াড়ের কাছে হেরে ছিটকে গেলেন পিভি সিন্ধু। প্রথম গেমে হেরে যাওয়ার পর দ্বিতীয় গেমে ঘুরে দাঁড়ালেও, তৃতীয় গেমে কার্যত আত্মসমর্পণ করে বসেন সিন্ধু।

নয়াদিল্লি. ১৫ জানুয়ারি।। ইন্ডিয়া কাটেথংয়ের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই কিছুটা চাপে ছিলেন সিন্ধু। প্রথমে একাধিকবার সিন্ধুকে বিপদে ফেলেন। কোনাকুনি শট খেলার চেষ্টা করছিলেন থাইল্যান্ডের খেলোয়াড়। প্রথম গেমে ফিরে আসার চেষ্টা করলেও পারেননি সিন্ধু। তবে দ্বিতীয় গেমে দেখা যায় থাইল্যান্ডের সুপানিদা কাটেথংয়ের সিন্ধুর অভিজ্ঞতার ছাপ। বিপক্ষের কাছে ১৪-২১, ২১-১৩, ১-২১ খেলোয়াড়কে শুরু থেকে চাপে গেমে হারেন সিন্ধু। ভারতের আর রেখে সেই গেম বের করে নেন

পারছিলেন না সিন্ধ। বিরতিতে ৭-১১ এগিয়ে ছিলেন সুপানিদা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সিন্ধু ৯-১৮ পিছিয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত ১০-২১ গেমে সেট এবং ম্যাচ হেরে যান। সিন্ধুর আগেই নেমেছিলেন আকর্ষি। তিনিও থাইল্যান্ডেরই খেলোয়াড় বুসানন ওংবামরুংফানের কাছে ২৪-২৬,

৯-২১ গেমে হেরে যান। তবে ভারতের পক্ষে আশার কথা, পুরুষ এক খেলোয়াড় আকর্ষি কাশ্যপও তিনি। কিন্তু তৃতীয় গেমে আবার সিঙ্গলসের লক্ষ্য সেনের পর পুরুষ ●এরপর দুইয়ের পাতায়

সেমিফাইনালে হেরে গিয়েছেন। একই চিত্র। সুপানিদার জোরালো ডাবলসে ফাইনালে উঠেছেন চিরাগ থাইল্যান্ডের খেলোয়াড় সুপানিদা স্ম্যাশ কিছুতেই ফেরাতে



প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি. আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ঃ চলমান সংঘ-কে বিধ্বস্ত করে মহিলা লিগের খেতাবি দৌড়ে উঠে এলো জম্পুইজলা পিসি। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল আসর থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। অন্যদিকে, বিশ্রামগঞ্জ এবং চলমান সংঘ টানা হেরে খেতাবি দৌড় থেকে ছিটকে গেছে। আপাতত খেতাবি দৌড়ে মহাত্মা গান্ধী পিসি, কিল্লা মর্নিং ক্লাবের

সাথে উঠে এসেছে জম্পুইজলা পিসি। এদিন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে তারা চলমান সংঘ-কে ৮-০ গোলে উড়িয়ে দিলো। ম্যাচের শুরু থেকে শেষ যেন একটা সাইক্লোন বয়ে গেলো চলমান সংঘ-র উপর দিয়ে। এর কোন জবাবই দিতে পারেনি তারা। একটা সময় মহিলা ফুটবলের খেতাবি দৌড় সীমাবদ্ধ ছিল মূলতঃ জম্পুইজলা এবং ত্রিপুরা পুলিশের মধ্যে। মহিলা

ফটবলে সবোধ দেববর্মা-র হাত ধরে তরতর করে উঠে এসেছিল জম্পুইজলার মেয়েরা। ফুটবলের দৌলতে অনেকেই ত্রিপুরা পুলিশ এবং অন্যান্য সরকারি দফতরে চাকুরি পাওয়ার পর থেকে দলটি কিছুটা দুৰ্বল হয়ে পড়ে। ফলে এখন আর সেই মানের ফুটবলার উঠে আসছে না। এখনও কয়েকজন পুরোনো ফুটবলার রয়ে গেছে

কাঁধে তুলে নিয়েছেন তার কোচ। দীপা-র সাফল্যে তিনি আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেয়েছেন। রাজ্যেও পূর্বতন বাম কিংবা বর্তমান সরকারের শীর্ষস্তরের মন্ত্রীরা এই কোচের সমস্ত আবদার মেনে নিয়েছেন। তিনি যেভাবে বলেছেন ঠিক সেভাবেই কার্য সম্পাদন হয়েছে। গত বছর ঘোর করোনা ●এরপর দুইয়ের পাতায় কালে দীপা সহ আরও কয়েকজন

দিনের শেষে অস্টেলিয়া

ক্যানবেরা, ১৫ জানুয়ারি।। প্রথম ইনিংসে ৩০৩ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু সেই রান তাড়া করতে নেমে ১৮৮ রানে শেষ ইংল্যান্ড। প্যাট কামিন্স একাই নিলেন চার উইকেট। মিচেল স্টার্ক নিলেন তিন উইকেট। দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ৩৭/৩। সিরিজে ইতিমধ্যেই ৩-০ এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। চতুর্থ টেস্টেও ভাল জায়গায় তারা। ইংল্যান্ডের কোনও ব্যাটার দাঁড়াতেই পারলেন না কামিন্সদের বিরুদ্ধে। ক্রিস ওকস শেষ মুহুর্তে চেষ্টা করলেও খুব বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। কামিন্স, স্টার্ক ছাড়াও একটি করে উইকেট পেয়েছেন বোলান্ড এবং গ্রিন। ব্যাট করতে নেমে প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও শূন্য করেন ডেভিড ওয়ার্নার।মাত্র পাঁচ রান করে ফিরে যান লাবুশানে। আউট অন্য ওপেনার খোয়াজাও। ক্রিজে রয়েছেন স্টিভ স্মিথ এবং স্কট বোলান্ড। একটি করে উইকেট নিয়েছেন ব্রড, উড এবং ওকস। ইতিমধ্যেই ১৫২ রানে এগিয়ে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তৃতীয় দিনে আড়াইশো রানের লিড নিতে পারলে ইংল্যান্ডকে ফের চাপে ফেলতে তারা। গোলাপি বলের টেস্টে ফের জয়ের হাতছানি

মেয়ে জিমন্যাস্টের জন্য জানেন কেবল তার কোচ। এই রাজি হননি। দেশিয় জিমন্যাস্টিক্স এনএসআরসিসি-র দরজা খুলে অবস্থায় চলতি বছরের এশিয়ান মহলে বিষয়টা নিয়ে এখনও দেওয়া হয়। এই কোচ নাকি আশ্বাস গেমসে দীপা-র অংশগ্রহণ নিয়ে দিয়েছিলেন যে, আগামী প্যারিস একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে অলিম্পিকে শুধু দীপা নয়, ত্রিপুরার আরও তিন জিমন্যাস্ট যোগ্যতা অর্জন করবে। ২০১৬-র রিও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেননি। শুধু তাই নয়, কয়েক মাস আগে দিল্লিতে জাতীয় শিবিরে গিয়েও দ্বিতীয় ট্রায়ালে নামেনি। যদিও ট্রায়ালে অন্যান্য জিমন্যাস্টদের থেকে অনেকটা এগিয়েছিলেন দীপা কর্মকার। বিষয়টা রহস্যময়। শুধুমাত্র কোচের কথাতেই এমন হয়েছে বলে অভিযোগ।রিও-র পর আরও একটি অলিম্পিক চলে গিয়েছে। সেখানে যোগ্যতা অর্জন পর্বে নামার মতো ফিটনেসই ছিল না দীপা-র। এত দীর্ঘ সময়েও কেন তাকে ফিট করা সম্ভব হলো না এই প্রশ্নের উত্তরটা

এখন থেকেই। গত পাঁচ বছরে চিন, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, পূর্বতন সোভিয়েত অংশগ্রহণ করলেই দীপা পদক পাবেন এমন নিশ্চয়তা নেই। তার কোচ সমস্ত আপডেট রাখেন। রাজ্যের এক অবসরপ্রাপ্ত কোচ জানিয়েছেন, যদি তিনি নিশ্চিত হন যে এশিয়ান গেমসে নামলেও দীপা-র পক্ষে সফল হওয়া কঠিন হবে তাহলে তাকে নামতেই দেবেন না। বস্তুতঃ এই কোচের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস দীপা-র কিছুটা ক্ষতিও করেছে বলে মনে করেন তিনি। রিও অলিম্পিকের আগে সাই দীপা কর্মকার-কে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠাতে

জোর চর্চা হয়। দীপা যদি ওই সময় বিদেশে যেতো তবে অলিম্পিক পদক নিশ্চিত ছিল। গত টোকিও অলিম্পিকে দীপা-র পর দ্বিতীয় ভারতীয় এখনও প্রায় আট মাস সময় রয়েছে অলিম্পিকের পর পাঁচ বছরেরও ইউনিয়নের অস্তর্ভুক্ত দেশগুলি জিমন্যাস্ট হিসাবে অলিম্পিকে হাতে। এই ধরনের একটি মেগা বেশি সময় কেটে গেছে। কিন্তু দীপা অনেক প্রতিভাবান জিমন্যাস্ট তুলে যোগ্যতা অর্জন করে ছিলেন ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত এর মাঝে কোন আন্তর্জাতিক এনেছে। সূতরাং এশিয়ান গেমসে প্রণতি নায়েক। যদিও সেখানে গিয়ে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন প্রণতি। কয়েক মাস আগে মিশরে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জিতেছেন দেশের আরও এক জিমন্যাস্ট বি অরুণা রেডিছ। তবে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, টপ ফর্মের দীপা-র সাথে কোনভাবেই তুলনীয় নয় এই দুই জিমন্যাস্ট। রিও থেকে ফেরার পর প্রায় বছর দুয়েক অনুশীলন থেকে দূরে সরেছিলেন দীপা। বিষয়টা নিয়ে এখনও জিমন্যাস্টিক্স মহলে হতাশা চেয়েছিল। কিন্তু দীপা-র কোচ রয়েছে।ওই গুরুত্বপূর্ণসময়টা তার

কোটি টাকার বাণিজ্যের লক্ষ্যেই কি টিসিএ-তে আবার ক্যাম্প-ক্যাম্প খেলা ?

আপাতত জাতীয় ক্রিকেটের কোন আসর নেই। বিসিসিআই সচিব জয় শাহ রঞ্জি ট্রফি, অনুধর্ব ১৫ সিকে নাইডু ট্রফি এবং সিনিয়র মহিলা টি-২০ ক্রিকেট বাতিল ঘোষণা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি বিভিন্ন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে যে চিঠি পাঠিয়েছেন তাতে স্পষ্ট ইঙ্গিত যে, ২০২১-২২ ক্রিকেট সিজনে আর কোন খেলা হচ্ছে না। সুতরাং আগামী সিজন অর্থাৎ আগামী সেপ্টেম্বর মাসের আগে বিসিসিআই কোন জাতীয় ক্রিকেটে যাচ্ছে না। বোর্ড এখন চিন্তায় আছে দশ দলীয় আইপিএল নিয়ে। আইপিএল-কে গুরুত্ব দিতে বিসিসিআই এই বছর (২০২১-২২) জাতীয় ক্রিকেটের কোন আসর করার পথে যাচ্ছে না। কিন্তু ত্রিপুরায় রাজ্য ক্রিকেট অভিভাবক সংস্থায় (টিসিএ) আছেন তাদের মাথায় নাকি এখন অন্য স্কিম কাজ করছে। জানা গেছে, টিসিএ নাকি এই বছর কোন জাতীয় ক্রিকেট হবে না

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, জেনেও আবার ক্যাম্প-ক্যাম্প টিসিএ থেকে কোন টাকা নেন না জাতীয় ক্রিকেট বাতিল হয়ে আাগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ঃ খেলা শুরু করার ছক কষছে। অভিযোগ, ক্রিকেটারদের প্র্যাকটিসে রাখা দরকার এই কথা বলে নাকি সভাপতিকে এক প্রকার বিপ্রান্ত করা হচ্ছে। তবে নিন্দুকেরা বলেন, ক্রিকেট না জানা সভাপতি হলে যা হয় টিসিএ-তে তাই হচ্ছে এবং হবে। শোনা যাচ্ছে, যেখানে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের আগে বিসিসিআই-র কোন জাতীয় ক্রিকেটের সম্ভাবনা নেই সেখানে টিসিএ নাকি ক্রিকেটারদের প্রস্তুতির কথা বলে ফের ক্যাম্প-ক্যাম্প খেলা শুরু করার পরিকল্পনা করছে। অভিযোগ, কাম্প হলে প্রতিদিন নাকি একজনের নামে টিসিএ-র খরচ মোটা অঙ্কের টাকা। হোস্টেলে রেখে খরচ নাকি আরও ডাবল। প্রতিটি ক্যাম্পে দৈনিক নাকি খরচ হয় কম-বেশি ৪০ হাজার টাকা। সবটাই টিসিএ-র টাকা। আর এই টাকা যায় নির্দিষ্ট একটি ক্যাটারিং কোম্পানির কাছে। নিন্দুকেরা বলেন, যত খরচ তত নাকি কমিশন। অর্থাৎ যারা কাগজপত্রে

বলে কৃতিত্ব দাবি করেন তাদের কারও কারও নাকি পছন্দের ওই ক্যাটারিং কোম্পানি। অভিযোগ, ওই ক্যাটারিং কোম্পানির মাধ্যমেই নাকি এই মরশুমে টিসিএ-র প্রায় কোটি টাকা খরচ হতে পারে। যেখানে ১৪টি ক্রিকেট ক্লাবের বাজেট রাবদ্দ নাকি কোটি টাকা নিচে। অর্থাৎ ক্যাম্পের ক্যাটারিং বাবদ যা খরচ তার চেয়ে নাকি কম খরচ ১৪ ক্লাবের। কিন্তু দুই বছর ধরে ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ। ফলে দুই বছর ক্লাবগুলির অনুদান, ম্যাচ মানি সব বন্ধ। অর্থাৎ এখানে নাকি অঙ্ক। ক্লাব এবং ক্রিকেটারদের ভাতে মেরে ক্যাম্প-ক্যাম্প খেলা করে একদিকে যেমন টিসিএ থেকে কোটি টাকা বের করে নেওয়া হচ্ছে তেমনি নির্দিষ্ট একটি ক্যাটারিং কোম্পানির কাছে টিসিএ-র টাকা পৌছে দিয়ে হয়তো ঘুরপথে কেউ কেউ লাভবান হচ্ছেন--এটা ক্রিকেট

গেলেও টিসিএ-তে নাকি আবার ক্যাম্প-ক্যাম্প খেলার কথা হচ্ছে। যেখানে রাজ্য সরকার এখনও খেলাধুলার অনুমতি দিয়ে রেখেছে। যেখানে খোদ টিসিএ-র কর্তারা নিজেরা ম্যাচ খেলতে নেমে পড়ছেন সেখানে বন্ধ শুধু ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট। এখানে সভাপতির ভূমিকা নিয়ে ক্রিকেট মহল বিস্মিত। কেননা সভাপতির দায়িত্ব ক্রিকেটের এবং ক্রিকেটারদের স্বার্থ রক্ষা করা। যেখানে দুই বছর ধরে ক্লাব ক্রিকেট রেখে ক্রিকেটারদের আর্থিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়া হচ্ছে সেখানে সভাপতি কেন কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না? তবে কি ক্যাম্প-ক্যাম্প খেলায় সভাপতির কোন পছন্দ আছে ? সভাপতির উচিত যতদিন টিসিএ-তে আছেন ততদিন ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদের স্বার্থ দেখা। ক্রিকেটারদের পথে বসিয়ে যদি ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ টিসিএ থেকে লাভবান হয় তাহলে ইতিহাস একদিন তাদের বিচার করবে।

১৫২ রানে এগিয়ে

অস্ট্রেলিয়ার সামনে।

এনএসআরসিসি, কোচিং সেন্টার সহ

টিকাকরণ ছাড়া খেলার মাঠে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার দাবি উঠলো

প্র**তিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি**, হউক বা দর্শক বা অভিভাবক। জানা বাচ্চারা সহজেই করোনার শিকার আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ঃ রাজ্যে একদিনে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এই অবস্থায় রাজ্যে শুধু যে খোলা মাঠে খেলাধুলা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে তা নয়, বিভিন্ন ইডোর হলে বা জিমন্যাসিয়াম হলেও খেলাধুলা রীতিমত ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া যাদের এখনও টিকাকরণ হয়নি বা যাদের বয়স ১৫ বছরের নিচে তাদের জন্য খোলা মাঠে বা কোচিং সেন্টারে বা ইডোরে খেলাধুলা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে বলে চিকিৎসকদের একাংশের অভিমত। কয়েকজন চিকিৎসক বলেন, এবার করোনা ভাইরাস অন্য চরিত্র ধারণ করেছে। যাদের টিকাকরণ হয়নি তাদের ক্ষেত্রে করোনা ভাইরাস মারাত্মক হতে পারে। দেখা গেছে, ডাবল ডোজ টিকা নিয়েও অনেকেই করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। সুতরাং যারা টিকা নেয়নি তাদের খেলার মাঠে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা উচিত। সে খেলোয়াড়

গেছে, ক্রীড়া পর্যদের অধীনে যে হতে পারে। জানা গেছে, এনএসআরসিসি রয়েছে সেখানে নাকি বিভিন্ন ইভেন্টে প্রচুর অনূর্ধ্ব ১৫ ছেলে-মেয়ে কোচিং নেয়। এছাড়া ১৫-১৮ বছর যাদের বয়স তাদের টিকাকরণ শুরু হলেও এখনও অনেকেই টিকা নেয়নি। সুতরাং যেখানে দুইটি ডোজ নিয়েও অনেকে করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন সেখানে যাদের টিকাকরণ হয়নি বা যারা টিকা গ্রহণ করেনি তাদের মাঠে বা সেন্টারে কোচিং বন্ধ করা উচিত। ওই চিকিৎসকরা বলেন, আমরা জানি---শীতে বাচ্চারা সহজেই ঠান্ডার শিকার হয়। এর মধ্যে এখন করোনা। একদিনে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত রেকর্ড হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এই অবস্থায় ক্রীড়া দফতরের উচিত টিকাকরণ বা টিকা ছাড়া কাউকেই খেলার মাঠে বা ইডোরে বা জিমে প্রশিক্ষণ নেওয়া বা খেলার উপর

এনএসআর সিসি - তে নাকি লোক-দেখানো কিছু বিধিনিষেধ দেওয়া হয়েছে। সেখানে নাকি মাস্ক ছাড়া প্রবেশ নিষেধ। তবে হাসির ঘটনা হচেছ, কোন খেলোয়াড় কি মাস্ক পরে প্র্যাকটিস করতে পারবে? এখানে প্রয়োজন যাদের টিকাকরণ হয়নি তাদের সবাইকে আপাতত মাঠের বাইরে বা প্রশিক্ষণের বাইরে রাখা। তবে এরাজ্যের ক্রীড়া দফতর বা ক্রীড়া পর্যদের দায়িত্বে যারা তাদের কাজকর্ম নিয়ে সব সময়েই বিতর্ক। যেখানে স্কুলগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেখানে কিভাবে টিকা ছাড়া ছেলে-মেয়েরা খোলা মাঠে বা জিমে বা ইন্ডোরে প্র্যাকটিস করার অনুমতি পাচেছ? ক্রীড়া প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে যারা টিকা নেয়নি বা যাদের টিকাকরণ হয়নি তাদের খেলার মাঠ বা কোচিং বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিত। থেকে দূরে রাখার নির্দেশ জারি করা।

মহলের দাবি। শোনা যাচেছ, স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মূদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, ত্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

বাড়ি ভাডা

ডুকলি বাজার সংলগ্ন

এলাকায় ৩২০০ বর্গফুট দোতালা বাড়ি শীঘ্ৰই ভাড়া

দেওয়া হবে। ব্যাঙ্ক,

বিয়েবাড়ি ও ব্যবসায়িক

— ঃযোগাযোগ ঃ—

Mob - 9774608277

ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই

পাত্র ২৮+, উচ্চতা ৫ ফুট ২

ইঞ্চি, সিংহ রাশি, দেবারিগণ,

কাশ্যপ গোত্ৰ B.A. Hons.

M.A, নিজস্ব কোচিং সেন্টার

আগরতলায় নিজস্ব বাড়ি

একমাত্র ছেলের জন্য অনুধর্ব

২৪ (চব্বিশ) বয়সের, কলেজ

পড়ুয়া বা উত্তীর্ণ, সাধারণ

বরোয়া পাত্রী চাই (দাবিহীন)

Mob - 9774412678

SPOKEN ENGLISH

ছোটদের (2021-2022),

বড়দের (New Group)

Spoken English এ ভৰ্তি

চলছে, সঙ্গে Maths,

Subject- (VII to XII)

SRI KRISHNA

VIGYAN SOCIETY

UNDER ISKCON

T.K. SIL

9856128934

জায়গা বিক্রয়

A.D. Nagar হাইরমারা

হারজিৎ সংঘের কাছে ৪ (চার)

গন্ডা জায়গাতে পাঁচতলা ভিত

দেওয়া একতলা RCC

Building সহ অতিসত্বর

— ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

Piling and

Construction

অভিজ্ঞ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা

বাড়ির প্ল্যান ইস্টিমেট, বিল্ডিং

কনস্ট্রাকশন করা হয় (নিজস্ব

পাইল মেশিনের দ্বারা

পাইলিংয়ের কাজ করা হয়)।

— ঃযোগাযোগ ঃ—

Mob - 9863929245

7640079255

(M) 8787305670

7005944895

9436124157

(Emergency)

বিক্রয় হবে।

English,

6009513706

School

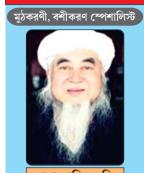
গোডাউন

প্রতিষ্ঠান

অগ্রগণ্য।

© 9436940366 Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

সমস্যার সমাধান



বাবা আমিল সুফি প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাযাদু, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

> CONTACT 9667700474

প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিস

সরকারি এবং বেসরকারি অফিস, গোডাউন, ওনারশিপ ফ্ল্যাট, কনস্ট্রাকশন সাইট, শপিং মল ইত্যাদি জায়গাতে কেয়ারফুল্লি সিকিউরিটি সার্ভিস দেওয়া হয়। প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন।

— ঃযোগাযোগ ঃ— দুর্গা চৌমুহনি বিপণি মার্কেট স্পেশাল সিকিউরিটি সার্ভিস

রুম নং-৩৫০ 3rd ফ্লোর Contact -9436575096 8837316050

কাজের মেয়ে চাই

সৎ, কর্মঠ, মিস্টভাষী, ঘরে ও বাইরে কাজ করতে সমর্থ. ন্যুনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন অনুধর্ব ৩০ বছর পিছুটানহীন (বিবাহ বিচ্ছিন্না হলে ভালো) সর্বসময়ের জন্য মেয়ে/মহিলা চাই। কর্মপ্রার্থী সরাসরি যোগাযোগ করুন সাক্ষাতে আলোচনা।

> — ঃযোগাযোগ ঃ— (M) 9436458224

অভিজ্ঞ লোক চাই

একটি পোলট্রি ফার্ম দেখাশোনা করার জন্য দুইজন লোক চাই থাকা-খাওয়ার সুবিধা রয়েছে বেতন আলোচনাক্রমে। **ঠিকানা :**- জোলাইবাডি, দক্ষিণ

ত্রিপুরা।

— ঃ যোগাযোগ ঃ— Mob - 9612904391

Flat Booking

Ramnagar Road No. 4. Opposite Sporting Club. 2 BHK, 3 BHK Flat booking চলছে।

Mob - 8416082015

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৭,৮০০ ভরি ঃ ৫৫,৭৬৬

সৌন্দর্যায়নে ঢাকা ট্রাফিক সিগন্যাল



উত্তর দিকেই রয়েছে ট্রাফিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। ইলেকট্রনিক্স ট্রাফিক সিগন্যালে শহরকে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হলেও কোথাও কোথাও যেন ত্রুটি-বিচ্যুতি সামনে আসছে। শুধু তাই নয়, 'অবৈজ্ঞানিকভাবে' এই ধরনের সিগন্যাল বসানোর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যেও চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। শহরের বুকে এমন কোথাও কোথাও এই ধরনের সিগন্যাল বসানো হয়েছে, সেসব সিগন্যালের কোনও নির্দেশই যানবাহন চালকদের সহজে চোখে পড়ছে না। এমন এক দৃশ্য রীতিমত যান চালকদের সমস্যার সৃষ্টি করছে। উজ্জয়ন্ত চক বলে যাকে প্রজেক্ট করে বর্তমান স্টেট মিউজিয়ামের সামনে 'বিউটিফিকেশন স্থাপত্য' তৈরি করা হয়েছে। তার জন্য ট্রাফিক সিগন্যাল চোখে পড়ছে না যান চালকদের। দক্ষিণ দিক থেকে অর্থাৎ তুলসিবতী স্কুলের সামনের রাস্তা দিয়ে যারা সামনের দিকে এগোবেন, তারা হঠাৎ আটকে পড়বেন সেই বিউটিফিকেশন স্থাপত্যের কারণে। সেখানে যে উজ্জয়ন্ত চক বলে নতুন

JOB IN AGARTALA A Govt স্বীকৃত সংস্থায় উচ্চ

স্থাপত্য নির্মাণ করা হয়েছে তার

ও বিভিন্ন স্থায়ী পদের জন্য 32 জন (জাতি ও উপজাতি) ছেলে মেয়ে আবশ্যক।বয়স-18-26 বৎসর। যোগ্যতা- মাধ্যমিক + বেতন- 5200/-টাকা 18000/ - টাকা (পদ অনুসারে) তিনদিনের ভিতর যোগাযোগ

Agt. - 8258817081 9774627911

সিগন্যালটি। আর সেখানে এই স্থাপত্য নির্মাণের কারণে দক্ষিণ দিক থেকে আসা যানবাহন চালকরা আটকে পড়ে থাকেন দীর্ঘ সময়। পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিক থেকে যানবাহনগুলো সিগন্যাল মেনে চলাচল করার পর পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ দিক থেকে আসা যানবাহনগুলো এমনিতেই আটকে পড়ে। গত কয়েকদিন ধরে সেটা ধারাবাহিকভাবে চলছে। কোনও কোনও বিষয়ে শহরে ট্রাফিক পুলিশের বাড়তি নজরদারি থাকে। আবার কোনও কোনও বিষয়ে সে ধরনের নজরদারি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এমন একটি ঘটনা নিয়ে এদিন যানবাহন চালকরা ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেছেন, এ সময়ের মধ্যে এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক ট্রাফিক সিগন্যাল যে কোনও সময় ভয়াবহ বিপদ ঘটাতে পারে। ট্রাফিক পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব সহকারে দেখবে বলে অনেকে আশাবাদী। আবার শহরের বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের ট্রাফিক সিগন্যাল কখনও কখনও অচল হয়ে থাকলে তাকে স্বাভাবিক করার দায়িত্ব ট্রাফিক পুলিশ 'এমনি এমনি'

শুরু করে না বলে অভিযোগ।

JOB VACANCY একটি নামী কোম্পানিতে সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমে গৃহবধু, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী যুবক যুবতি নিয়োগ করা হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ, যোগ্যতা H.S.

— ঃযোগাযোগ ঃ—

Mob - 8787836581

বশেষ দ্রপ্তব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একাস্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

মৃত্যু তরুণ আইনজীবীর

সোনামুড়ার আইনজীবী সুমন মিয়া।



উদ্দীন, জাকির হোসেন, মান্না সেন, প্রদীপ কুমার-সহ আরও অনেকে তরুণ আইনজীবীর প্রয়াণে শোক ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্য, একদিন আগেই আগরতলায় আরও এক তরুণ আইনজীবীর মৃত্যু হয়েছে। পর পর দু'জন তরুণ আইনজীবীকে

আরোগ্য

ট্রাফিক পুলিশের সম্বিদ ফিরবে কবে

সেটাই এখন দেখার বিষয়। আবার

বর্তমান পরিস্থিতিতে আগরতলা

এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই

ধরনের ট্রাফিক সিগন্যাল রয়েছে।

এসব ট্রাফিক সিগন্যালগুলো অনেক

TAAL

THE MUSICAL GROUP

এখানে যন্ত্রশিল্পী সহযোগে

বাংলা হিন্দি সহ সব ধরনের

গান এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

— ঃযোগাযোগ ঃ—

Mob - 9920141749

এরপর দুইয়ের পাতায়

সময় স্বাভাবিক থাকে না।

Kolkata, Hydrabad, Chennai, C.M.C, Chennai Ramachandra Medical College-এ Patient নিয়ে

— ঃযোগাযোগ ঃ— Mob - 9774434733

গাডি বিক্ৰয়

TATA TIGOR XZ Purchase on 20/09/17, Finance Free গাড়ি উত্তম চাল অবস্থায় বিক্রয় হবে। — ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

(M) 8787305670

৩২ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন তার বাড়ি দুর্গাপুর এলাকায়। বাবার নাম মন্টু মিয়া। গত ৭ বছর ধরে বেশ সুনামের সাথেই সোনামুড়া আদালতে পেশাগত দায়িত্ব পালন করছিলেন সুমন। শনিবার সকাল আনুমানিক ১০টা নাগাদ জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। জানা গেছে, পেট ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন ওই তরুণ আইনজীবী। তার অকাল প্রয়াণে আইনজীবী মহলের পাশাপাশি এলাকায় শোকের আবহ বিরাজ করছে। তার সহকর্মীদের পক্ষ থেকে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে আইনজীবী বিশ্বজিৎ দেব, জসীম



হারালো রাজ্যের আইনজীবী মহল।

Flat Sale

আখাউড়া মেইন রোডের পার্শে 2 BHK নতুন Flat First Floor বিক্রয় করা হইবে। — ঃযোগাযোগ ঃ—

Mob - 9436458760

আরোগ্য

Chennai, Hydrabad, Vellur C.M.C, Coimbator, Kolkata Patient

নিয়ে যাওয়া হয়। (M) 9774434733

GUIDE

Bank loan available

Bachelor of Naturopathy & Yogic Sciences

NEET পরীক্ষা ছাড়া 'যোগাসন' এ ডাক্তারী পড়ার শেষ সুবর্ন সুযোগ।

বিস্তারিত বিবরনের জন্য যোগাযোগ করুনঃ Call Us: 8119028958 / 8794689076 Address: Guide line (edu link),

A.D Nagar Road No: 6, Agartala.

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৫ জানুয়ারি ।। মাত্র

গণপিটুনিতে নিহত যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৫ জানুয়ারি ।। চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে মৃত্যু অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় ঘটনা বৃহস্পতিবার রাতে ঘটলেও এখনও পর্যন্ত মৃত যুবকের পরিচয় বের করতে পারেনি পুলিশ। পাশাপাশি এই ঘটনার সাথে জড়িত কাউকেই গ্রেফতার করা হয়নি। খোয়াই থানাধীন বারবিল পঞ্চায়েতের সাহাপাড়া এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনা। স্থানীয় মানুষ ওই সময় পিকনিকে ব্যস্ত ছিলেন। তখনই কিছু লোকজন অজ্ঞাত পরিচয় ওই যুবকের পেছনে ধাওয়া করতে থাকে। তাকে একটা জায়গায় আটক করে গণপিটুনি দেয় স্থানীয়রা। তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় পরবর্তী সময় হাসপাতালে নিয়ে আসলেও প্রাণ রক্ষা করা

যায়নি। হাসপাতালে পৌঁছার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ওই যুবক। তবে কি কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে তা এখনও কেউ বলতে পারছেন না। রাজ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার সাথে আরও একটি কলঙ্ক যুক্ত হলো ওই যুবকের মৃত্যু। পুলিশের ধারণা, মৃত যুবকের বয়স ২৭ থেকে ৩০ বছর হবে। কেউ কেউ আবার সন্দেহ করছেন হয়তো ওই যুবক মানসিক বিকারগ্রস্ত ছিলেন তাহলে কেন তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হলো? এর পেছনে অন্য কোনও ঘটনা লুকিয়ে আছে কিনা তা পুলিশের তদন্তেই বেরিয়ে আসতে পারে।কিন্তু পুলিশ এখনও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়েই পুলিশ সমস্ত দায়ভার থেকে হাত মুছে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে।

চক্ষু চিকিৎসা

ডা. পার্থপ্রতিম পাল Ex-Consultant,

LV Prasad Eye Institute প্রতিদিন রোগী দেখছেন। ক্লিনিকঃ কর্ণেল চৌমুহনি, শনি মন্দিরের বাম পাশে। সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা রবিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা

ঃ যোগাযোগ ঃ

8583948238, 9436124910, 0381-2324435

Surname Correction

Sri Sukanta Bhowmik of Debinagar, Ranirbazar, West Tripura have changed surname spell of my Son namely Sri Saideep Bhowmik (instead of surname spell <u>Bhaumik</u>) for all future purpose.

l Smt Shipra Das (Bhowmik) of Debinagar, Ranirbazar, West Tripura have changed my surname spell to 'Bhowmik' instead of 'Bhaumik' for all future purpose.)

ব্যাস এখন আর দঃখ নয়

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে স সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্ত্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে

মিয়া সুফি খান

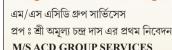
যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন সস্তানের চিস্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।

মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507 ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

NEAR TRIPURA UNIVERSITY SURYAMANINAGAR जिश्रुता विश्वविष्ठालस्मृत म्रतिकर्ते मूर्यद्मिनशत

घव .१क द्रान्दिव



M/S ACD GROUP SERVICES PROP. AMULLYA CHANDRA DAS OFFERS YOU

GHAR EK MANDIR Ask - 8119813712/ 9862025244/9436122756

AFFORDABLE HOMES ADJACENT TO TRIPURA UNIVER-SITY & HAVING ACCESS TO THE NATIONAL HIGHWAY 8



Sale আকর্ষণীয় অফার









Living Room • Dining • Bedroom • Mattress • Storage • Seating • Utility • Office













New Radha Store: Hari Ganga Basak Road, Melarmath,

Opposite Madan Mohan Ashram, Agartala,

Tripura (W) - 799001. Tel. No.: 9436169674 | EXCLUSIVE SHOWROOM Email: newradhankl@gmail.com







FURNITURE IDEAS